পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 274 Tuesday, 3 September, 2024 ✲ ২৯ বর্ষ, ২৭৪ সংখ্যা ✲ ১৭ ভাদ্র ১৪৩১, মঙ্গলবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ✲ আজ ৮ পাতা ✲ মূল্য- ৩ টাকা

ধর্ষণে কঠোরতম শাস্তি দেবে 'বিধানসভায় বিল আনছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ আর জি কর আবহে নারী ও শিশুদের উপরে যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষনে অভিযুক্ত দোষীদের ফাঁসির মত সর্বোচ্চ কঠোর শাস্তির সংস্থান রাখতে নতুন একটি আইন আনার লক্ষ্যে রাজ্য বিধানসভায় আজ দুই দিনের বিশেষ অধিবেশন শুরু হয়েছে। ধর্ষণের ঘটনায় কঠোরতম সাজা দিতে পূর্ব ঘোষণামতো বিল আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। সেই উদ্দেশে সোমবার থেকে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন বসেছে। আর এদিনই সংশোধনী বিলটির নামকরণ করা হল। 'নারী ও শিশু বিল' (পশ্চিমবঙ্গ ফৌজদারি আইন সংশোধনী বিল, ২০২৪)। আর জি কর হাসপাতালের নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসককে সম্মান জানিয়ে এই নামকরণ বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। মঙ্গলবার বিলটি পেশ হওয়ার কথা রয়েছে বিধানসভায়।

'নারী ও শিশু বিল' (পশ্চিমবঙ্গ ফৌজদারি আইন সংশোধনী বিল, ২০২৪)-এ নয়া গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, ধর্ষণের ফলে নির্যাতিতা যদি কোমায় চলে যান, সেক্ষেত্রে ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেওয়া হয়েছে। এই বিধান মনে করিয়ে দিচ্ছে মুম্বইয়ের অরুণা শানবাগের ঘটনা। যে নার্স নিজের হাসপাতালেই ধর্ষিতা হয়ে প্রায় ৪০ বছর কোমায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড হয়নি। রাজ্য সরকারের এই বিল আইনে পরিণত হলে অরুণাদের মতো অনেকে ন্যায়বিচার পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া ধর্ষণ করে খুনের ক্ষেত্রে আগের আইন অনুযায়ী ফাঁসির সাজা বহাল থাকছে। গণধর্ষণের ক্ষেত্রেও ন্যূনতম শাস্তি আজীবন কারাবাস ও জরিমানা। থানায় ধর্ষণের মামলা দায়েরের ২১ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে। দরকারে অতিরিক্ত ১৫ দিন মিলবে। নতুন বিলে মহিলা,

শিশুদের সুরক্ষায় তৈরি হবে 'অপরিজিতা টাস্ক ফোর্স'। জেলায় জেলায় এই টাস্ক ফোর্স কাজ করবে। এর নেতৃত্বে থাকবেন ডিএসপি পদমর্যাদার আধিকারিক, মহিলা আধিকারিককে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশ করলে ৩ থেকে ৫ বছরের জেল ও জরিমানার বিধান রয়েছে নতুন বিলে। তবে এই মামলা জামিনযোগ্য। অধিবেশনের শুরুতেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী শোক প্রস্তাবে ধর্ষন হয়ে খুন হয়ে যাওয়া তরুনী চিকিৎসকের নাম যুক্ত করার দাবি জানালে আদালতের নির্দেশ মেনে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তা খারিজ করে দেন। এরপরে সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য র প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রস্তাব অনুমোদনের পরে অধিবেশন দিনের মত মুলতুবি হয়ে যায়। কিন্তু এরপরেও একই দাবিতে বিজেপি পরিষদীয় দল অধিবেশন কক্ষে বসে থাকে। কিছুক্ষন বাদে তারা বাইরে বেরিয়ে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে নির্যাতিতার দোষীর কঠোর শাস্তির দাবি ও তার আত্মার শান্তি কামনা করে বিধানসভা ভবনের মধ্যে মোমবাতি মিছিলে অংশ নেন। আগামীকাল দুপুর বারোটায় রাজ্য সরকারের তরফে এই সংক্রান্ত দি অপরাজিতা উওমেন এন্ড চাইল্ড অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২৪ পেশ করা হবে। পরে তার উপরে দুই ঘন্টা আলোচনা হবে বলে আজ কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে ঠিক হয়েছে। বিলের কপি আজই সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। শাসক শিবিরের সব সদস্যদের আগামীকাল অধিবেশনে উপস্থিত থাকার জন্যে হুইপ জারি করা হয়েছে। পরে বিল পাশ হলে রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্যে তা রাজভবনে পাঠানো হবে। এরপরে আইনে পরিনত করতে তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্যে বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হবে বলে পরিষদীয় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন শুরুর আগে সরকার পক্ষের তরফে কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক শুরু হযেছে। সোমবার এই বৈঠকটি অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেম্বারে শুরু হয়েছে। এদিকে, ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে খুন এই ভয়ঙ্কর অপরাধের ঘটনাতে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িতদের মৃত্যুদন্ডের সংস্থান রাখতে কড়া আইন প্রণয়নের জন্য সোমবার থেকে দুই দিনের জন্য রাজ্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন। বেলা দুটোয় অধিবেশন শুরু হবে। বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সদ্যপ্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মরণে শোক প্রস্তাব গ্রহণের পর আজকের মতো সভার কাজ মুলতুবি থাকবে। আগামীকাল একটি নতুন বিল পেশ করবে সরকার পক্ষ। তার উপর আলোচনা হবে। শাসক ও বিরোধী উভয়পক্ষের জন্যই আলোচনার জন্য সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, দুপুর একটা নাগাদ কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক বসেছে। ওই বৈঠকে চূড়ান্ত করা হবে কার্যসূচি। এরপর তা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও এই বিল নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে চলেছেন বলে জানা গিয়েছে। তবে বিজেপি বিলটি সমর্থন করবে কিনা বা আলোচনায় সময় যোগদানে আগ্রহী কিনা তা নিয়ে এখনও দলের তরফেও কোনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয় নি, দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ জানিয়েছেন।

আর্থিক দুর্নীতি মামলায়

অবশেষে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার সন্দীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ শেষমেস গ্রেপ্তার করা হল আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে। টানা ১৫ দিন জেরার পর সোমবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। জানা গিয়েছে, তরুণী চিকিৎসককে খুন বা ধর্ষণের মামলা নয়। আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ধৃত সন্দীপ। আজ সকাল থেকেই টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে। তাতে একাধিক অসংগতি মেলে বলে খবর। এর পরই আচমকা সন্দীপকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন সিবিআইয়ের অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চের কর্তারা। জল্পনা শেষে নিজাম প্যালেসে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানেই গ্রেপ্তার করা হয় সন্দীপকে। এদিকে, সন্দীপ গ্রেপ্তার হতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছেন আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা। তাঁদের কথায়, সন্দীপের গ্রেপ্তারি নৈতিক জয়। বলে রাখা ভালো, এদিন দুপুর থেকে কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবিতে লালবাজার অভিযানে নামেন তাঁরা। নগরপাল দেখা না করায় রাস্তাতেই বসে পড়েছেন আন্দোলনকারীরা। উল্লেখ্য, গত ৮ আগস্ট, নাইট শিফট ছিল আর জি করের তরুণী চিকিৎসকের। পরদিন সকালে সেমিনার হল থেকে দেহ উদ্ধার হয় তাঁর। সেই সময় প্রায় বিবস্ত্র ছিলেন তিনি। অভিযোগ, ধর্ষণ

ও খুন করা হয়েছে তরুণী চিকিৎসককে। ওই ঘটনার সময় আর জি করের অধ্যক্ষ ছিলেন সন্দীপ ঘোষ। তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলনে সরব হন পড়ুয়া ও জুনিয়র চিকিৎসকরা। পদত্যাগের দাবি জানান। টালমাটাল পরিস্থিতির মাঝে গত ১২ আগস্ট এই ঘটনার 'নৈতিকদায়' নিয়ে 'স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন অধ্যক্ষ সন্দীপ। যদিও তার কিছুক্ষণের মধ্যে রাজ্য সরকারের তরফে তাঁকে 'পুর্নবাসন দেওয়া হয়। সেখানেও প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। এর পর কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে লম্বা ছুটিতে যেতে হয়েছে আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। পরবর্তীতে আর জি করে তরুণী ধর্ষণ ও খুনের তদন্তভার পায় সিবিআই। এর পরই সিজিওতে তলব করা হয় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে। এখনও পর্যন্ত ১৫ দিন সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিলেন তিনি। এর মাঝে এক রবিবার সাতসকালে দুর্নীতির মামলায় সন্দীপের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন সিবিআই আধিকারিকরা। দিনভর চলে তল্লাশি। তবে এই লাগাতার জেরায় কি আদৌ কোনও তথ্য মিলছে? প্রশ্ন ছিল ওয়াকিবহল মহলের। এসবের মাঝে সোমবার সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ সন্দীপকে সঙ্গে নিয়ে সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বের হন সিবিআই আধিকারিকরা। তবে তাঁদের গন্তব্য কোথায় তা স্পষ্ট নয়। তবে মনে করা হচ্ছে, আর জি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলির থেকে পাওয়া তথ্য যাচাইয়ের জন্য নিজামে নিয়ে যাওয়া হতে পারে সন্দীপকে। টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর সন্দীপ ঘোষকে নিয়ে সিজিও থেকে বের হয় সিবিআই আধিকারিকরা। সোমবার সকাল থেকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে। তাতে একাধিক অসংগতি মেলে বলে খবর। এর পরই আচমকা সন্দীপকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন সিবিআই কর্তারা। তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলনে সরব হন পড়ুয়া ও জুনিয়র চিকিৎসকরা। প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। এর পর কলকাতা হাই কোর্টে নির্দেশে আপাতত লম্বা ছুটিতে আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। সিজিওতে তলব করা হয় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে। এখনও পর্যন্ত ১৫ দিন সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিলেন তিনি। এর পরেই তিনি আর্থিক দুনীর্তির মামলায় গেপ্তার হন।

মোদী সরকারের ওপরে চাপ বাড়ালো আরএসএস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ বিরোধী শিবির, এনডিএ শরিক দলগুলির পর এবার জাতগণনার পক্ষে সরব হল খোদ আরএসএস। পূর্বের অবস্থান থেকে পিছু হঠে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দাবি, ' উন্নয়নের জন্য জাতগণনার প্রয়োজন। তবে তা ভোট রাজনীতির জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।' সংঘের এহেন বক্তব্যে স্বাভাবিকভাবে চাপ আরও বাড়ল কেন্দ্রের মোদি সরকারের। কেরলের পালাক্করে সংঘের ৩ দিনের সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন সংঘের মুখপাত্র সুনীল আম্বেকর। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বিষয়টা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। সরকারের উচিত তথ্য জানার উদ্দেশ্যে জাতগণনা করা। তবে জাতপাতের প্রতিক্রিয়া আমাদের সমাজে একটি সংবেদনশীল বিষয়। জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।' পাশাপাশি তিনি আরও জানান, ' বলে রাজনৈতিক স্বার্থে কোনওভাবেই এই কাজ করা উচিত নয়। শুধুমাত্র মানুষের উন্নয়নের স্বার্থেই জাতগণনা প্রয়োজন।'তবে সঙ্ঘের তরফে জাতগণনায় রাজনীতি এড়ানোর বার্তা দেওয়া হলেও, রাজনীতিতে মাঠে এই ইস্যুতে আরও কোণঠাসা মোদি সরকার। দীর্ঘদিন ধরেই জাতগণনার দাবিতে সবর বিরোধী শিবির। এই দাবিতে কেন্দ্রের উপর লাগাতার চাপ বাড়িয়ে চলেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। শুধু তাই নয়, শরিক দলগুলিও লাগাতার চাপ বাড়াচ্ছে এনডিএ সরকারের উপর। ইন্ডিয়া জোটে থাকাকালীনই কেন্দ্রের সঙ্গে কার্যত লড়াই করে জাতিগণনা সেরে ফেলে বিহারের নীতীশ সরকার। এর পর এনডিএ-তে ফিরলেও অবস্থান বদল হয়নি তাঁর। সম্প্রতি প্রকাশ্যে জাতগণনার দাবিতে সুর চড়িয়েছেন আর এক শরিক এলজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ান। তিনি বলেন, ' জনগণনা সমাজের প্রান্তিক মানুষকে মূল স্রোতে আনার অন্যতম উপায়। আমার দল সর্বদা এই দাবির পক্ষে ছিল এবং থাকবে।' এরই মাঝে সঙ্ঘের বক্তব্যে ঘরে বাইরে যথেষ্ট চাপে নরেন্দ্র মোদি।তবে এদিন জাতগণনার পক্ষে সওয়াল করলেও, কিছুদিন আগেও এর বিরোধিতায় সরব ছিল সঙ্ঘ। গত ডিসেম্বরে আরএসএস সরাসরি জাতগণনার বিরোধিতা করে জানানো হয়, ' দেশে সামাজিক বৈষম্য আরও বাড়িয়ে তুলবে।' মোদি সরকারের মুখেও শোনা গিয়েছিল একই কথা। এ বিষয়ে কেন্দ্র কোনও রকম উদ্যোগ নিতে নারাজ সে কথা স্পষ্ট করে মোদি সরকারের জানায়, তফসিলি জাতি, উপজাতির, ওবিসি, এভাবে আলাদা করে জাতপাত ঘোষণা করলে বিভেদ বাড়বে। তবে যে ভাবে মোদি সরকারের উপর চাপ বেড়ে চলেছে তাতে কত দিন সরকার কত দিন জাতগণনা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

ছাত্রনেতা সায়নের জামিন বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ সুপ্রিম কোর্টে বিরাট ধাক্কা রাজ্যের। ছাত্রনেতা সায়ন লাহিড়ীকে জামিনে মুক্তি দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হয় রাজ্য। কিন্তু সায়ন লাহিড়ীকে নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। আরজি কর কাণ্ডে সুবিচারের দাবিতে দিকে দিকে পথে নামছে সাধারণ মানুষ। সেই মতো গত ২৭ অগাস্ট তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস খুনের ঘটনার বিচারের দাবিতে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল 'যুব ছাত্রসমাজ' নামে তথাকথিত অরাজনৈতিক সংগঠন। এই নবান্ন অভিযানের আহ্বায়ক ছিল সায়ন লাহিড়ী। তবে গোয়েন্দা সূত্রে আগে থেকে খবর ছিল পুলিশের অনুমতি ছাড়া এই কর্মসূচির আড়ালে রাজ্যকে অশান্ত করার ছক কষা হচ্ছে। এই অভিযান ঘিরে কলকাতার বেশ কিছু জায়গা রণক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার পাশাপাশি এদিন পুলিশের বিরুধ আন্দোলনকারীদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ার পাশাপাশি লাঠিচার্জেরও অভিযোগ ওঠে। মূলত,দুস্কৃতীদের চাল বানচাল করতে এদিন পুলিশের ' লক্ষ্য করা গিয়েছিল। 'এই অভিযান'-এর দিন মিছিল শেষে একটি বেসরকারি চ্যানেলের বিতর্কসভা শেষে সেখান থেকে বেরোনোর পরেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশের অভিযোগ ছিল, প্রতিবাদ মিছিল ঘিরে অশান্তিতে উসকানি দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজের অন্যতম আহ্বায়ক সায়ন লাহিড়ী। তাই তাঁকে বাইরে রাখা বিপজ্জনক। সেখানে জেল হেফাজতে রাখা হয়েছিল তাঁকে। গ্রেপ্তারির বিরোধিতায় সায়ন শুক্রবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে বিচারপতি অমৃতা সিনহা তাঁকে জেলমুক্তির নির্দেশ দেন। উচ্চ আদালত থেকে স্পষ্ট জানানো হয় সায়ন লাহিড়ী এমন কোনও প্রভাবশালী নন, তাঁকে মুক্তি দিতে হবে। শনিবার সেই নির্দেশ অনুযায়ী সায়ন মুক্তি পেয়েছে।

লালবাজার অভিযানে রফা সূত্র মিলল না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগ-সহ চার দফা দাবি নিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের লালবাজার অভিযান হয়। আন্দোলনকারীদের আটকাতে বৌবাজারে বসে লোহার গার্ডরেল। ব্যারিকেড করা হয় বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিটেও। প্রায় ন'ফুট সমান উচ্চতার গার্ডরেলের দেওয়াল তুলে নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনি তৈরি হয়। বিচারের দাবিতে অবিচল থেকেই 'লালবাজার অভিযান' শুরু করেন জুনিয়র ডাক্তাররা। মিছিলের জেরে কার্যত স্তব্ধ বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট। প্রতিবাদে দেখা যায় অভিনবত্বও। হাতে প্রতীকী শিরদাঁড়া নিয়ে হাঁটেন জুনিয়র ডাক্তাররা। হাতে ছিলো গোলাপ ফুল, পোস্টার। মিছিল থেকে কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবি ওঠে। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, শুরু থেকেই আমরা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা দেখেছি। ঘটনাক্রম দেখলেও বোঝা যাবে, পুলিশি কার্যকলাপে বহু গরমিল রয়েছে। রাজ্যই সুপ্রিম কোর্টে সেই ঘটনাক্রম দিয়েছে। ১৪ তারিখ রাতেও আর জি করে যে ভাঙচুর হয়েছে, সেখানেও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা ছিল। তিলোত্তমার পরিবারের প্রতিও পুলিশের ব্যাবহার ঠিক ছিল না। প্রতিবাদে গোলাপ কেন? আন্দোলনকারীদের দাবি, ভুল ভাঙানোর জন্য। তাঁরা বলছেন, কর্তৃপক্ষ আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের দুষ্কৃতী বা বহিরাগত ভাবছে। তাদের এই ভুল ভাঙাতেই হাতে গোলাপ।

'এর পর কী?', প্রশ্ন সাংসদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ গ্রেপ্তার হতেই ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়ের। আর জি কর ইস্যুতে প্রথম থেকেই সরব সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। মেয়েদের রাতদখলের আগে আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে রাতদখলে শামিল হওয়ার কথাও বলেছিলেন। একাধিক ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টও করেছিলেন তিনি। সোমবার রাতে সন্দীপ গ্রেপ্তার হতেই এক্স হ্যান্ডেলে একটি উইকেটের ছবি পোস্ট করেন তিনি। যার মাঝের স্ট্যাম্পটি ভাঙা। সঙ্গে লেখা, 'মিডিল স্টাম্প তো ভাঙল। এর পর কী?' এই পোস্ট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আরজি কর কাণ্ডে ন্যায় চেয়ে গানে গানে সিবিআইকে বিঁধলেন কুণাল ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ আর জি কর কাণ্ডে তোলপাড় গোটা দেশ। তিলোত্তমার বিচার চেয়ে একের পর এক মিছিল দেখছে শহর। সেই প্রতিবাদকে সঙ্গে নিয়েই এবার গান বাঁধলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। গানের কথায় সিবিআইকে বিঁধলেন তিনি।এই দাবানল ছড়িয়ে পড়ুক,স্লোগান ভরা মিছিল চাই। ঘড়ির সময় যাচ্ছে চলে, বিচার দাও সিবিআই।

গানের শুরুতে কুণাল ঘোষ বললেন, আমি গায়ক নই, আমি গান শুনি। কিছু লেখালেখি করি। তার মধ্যে দুএকটা গান লিখেছিলাম। কিছু লোক গেয়েও ছিলেন। গানা ডট কমে পাওয়া যাবে। চলতি পরিস্থিতিতে একটা চেষ্টা করলাম। দেখবেন। পেশাদার গায়কদের মতো, গুণগত বিচার করবেন না। আমি গায়ক নই। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সম্প্রতি গান বেঁধেছিলেন জনপ্রিয় গায়ক অরিজি সিং। প্রতিবাদে মিছিলে সেই গান একেবারে সুপারহিট। কয়েকদিন আগে অরিজিতের সেই গানকে কটাক্ষ করে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ সোশাল মিডিয়ায় স্পষ্ট লিখেছিলেন, অরিজিৎ সিং অপূর্ব গায়ক। ছেলেটিও ভালো।

তিলোত্তমার ন্যায়বিচার চেয়ে গানটি যথাযথ, সমর্থন করি। কিন্তু সমস্যা হল বিবেক জাগে শুধু বাংলায়। মহারাষ্ট্রের বদলাপুর নিয়ে হিন্দিতে গান হয় না। বা সাক্ষী মালিকদের নিয়ে। কারণ ওটা মূল কর্মক্ষেত্র, হিন্দিজগত, কাজ, টাকা, কেরিয়ার, তাই চুপ? কুণাল ঘোষের সেই পোস্ট নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয় নেটপাড়ায়। আর এবার আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে নিজেই গান বাঁধলেন কুণাল। অরিজিতের গানের মতোই, কুণালের গানেও 'বিচার কবে?' প্রশ্ন। আর কবে, আর কবে, আর কবে,চোখ খুলে, মন খুলে গান হবে,আর কবে, আর কবে, আর কবে, রং না বেছে, দল না বেছে গান হবে। আর কবে আর কবে আর কবে, হিন্দিতেও প্রতিবাদী গান হবে। উল্লেখ্য, গত ৮ আগস্ট নাইট শিফট ছিল তরুণী চিকিৎসকের। ওই রাতেও মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা হয় তাঁর। তার পরই সব শেষ। পরদিন সকালে সেমিনার হল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে বলেই অভিযোগ। এই ঘটনায় পুলিশের জালে ধরা পড়ে সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ার। তবে গত ১৩ আগস্ট থেকে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে ঘটনার তদন্তভার নিয়েছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এই ঘটনা সংক্রান্ত তথ্যের খোঁজে এখনও পর্যন্ত একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। বেশ কয়েকজনের পলিগ্রাফ টেস্টও হয়েছে। তবে তদন্তভার নেওয়ার পর নতুন করে কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করেনি সিবিআই। একাধিক প্রশ্নে আপাতত মুখর মহানগরী।

সুপ্রিম নির্দেশে জামিনে মুক্ত কেজরির সহযোগী

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্চেম্বর ঃ আপের রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়ালকে হেনস্তা এবং শারীরিক আক্রমণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক বৈভব কুমার। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জামিন পেলেন তিনি। ১০০ দিন জেলবন্দি থাকার পর মুক্ত হলেন বৈভব। বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভূবনের বেঞ্চে উঠেছিল মামলা। দুই বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, বৈভব কুমার ১০০ দিন বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। ইতিমধ্যে পুলিশ চার্জশিটও দিয়েছে। অতএব, জামিনে মুক্তি পেতে পারেন তিনি। বিচারপতি ভূবন বলেন, (মালিওয়ালের) আঘাত গুরুতর নয়। এটা জামিনযোগ্য মামলা। বিরোধিতা করা উচিত নয়। এমন মামলায় কাউকে জেলে রাখা যায় না। যদিও পুলিশ দাবি করে, প্রভাবশালী বৈভব মুক্ত হয়ে সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন। যদিও এই দাবিকে শেষ পর্যন্ত গুরুত্ব দেয়নি শীর্ষ আদালত। মুক্ত করা হয়েছে অরবিন্দ কেজিরওয়ালের আপ্ত সহায়ককে।

৯ আগস্ট সকাল হতেই আবার হলে গিয়েছিল সঞ্জয়! কেন?

সূত্র খুঁজছে সিবিআই

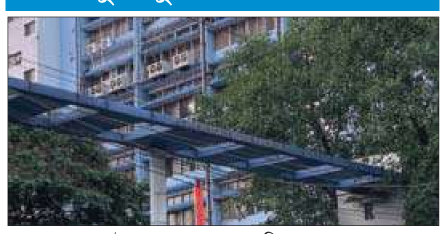

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ প্রথমে ভোর ৪টে ৩৫। সেমিনার হল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছো। তার পরে সকাল ৬টা। ফের সেমিনার হলে তাকে দেখতে পাওয়া যায়। তার পরে মাঝের ঘণ্টা দেড়েক। আর জি কর হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ইতিউতি ঘুরে বেড়ানোর ছবি। কিসের জন্য তার কোনও বক্তব্য তার কাছে নেই। পরে সকাল সাড়ে ৬টার কিছু আগের মুহূর্ত। আর জি কর ছেড়ে চতুর্থ ব্যাটালিয়নের বারাকের দিকে চলে যায় সে। সেদিনের ভোররাতটা অনেকটা এমনই ছিল ধৃত সঞ্জয় রায়ের। অন্তত, তদন্তের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এমনটাই জানাচ্ছে সিবিআই। পুরো বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। সিবিআই আধিকারিকদের মতে, অপরাধ ঘটানোর পর বহু অপরাধীর মধ্যে ফের অপরাধস্থল বা ঘটনাস্থলে ফিরে আসার প্রবণতা থাকে। তদন্তকারীদের মতে, মূলত সেই কারণেই সঞ্জয় সহজে আর জি কর চত্বর ছাড়তে চায়নি। আসলে তার নজর ছিল চারতলার সেমিনার হলের দিকে। সেখানে কেউ এসে নির্যাতিতার দেহটি দেখেছেন কি না-সে দিকে নজর রাখতেই অন্যান্য তলার করিডর ও সিঁড়ির কাছে ঘুরে বেড়ায় সে। কারণ, সঞ্জয় জানত তরুণীর দেহ কেউ দেখতে পেলে চেঁচামেচি হবেই। সিবিআইয়ের অনুমান, হারিয়ে যাওয়া ব্লু টুথ ইয়ারফোন খুঁজতেই ঘটনার ঘণ্টা দেড়েক পর আর জি কর হাসপাতালের সেমিনার হলে ফিরে এসেছিল সঞ্জয় রাই। সেটি খুঁজে না পেয়ে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে যায় সে।উল্লেখ্য, ঘটনার একদিনের মধ্যেই এই ব্লু টুথ ইয়ারফোনের সূত্র ধরেই সঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করেছিল কলকাতা পুলিশ। সূত্রের খবর, এই ব্যাপারে যখন সিবিআই সঞ্জয়কে জেরা করে, তখন সে বিভ্রান্তিমূলক বয়ান দিয়েছিল সে। তাই হাসপাতালে সঞ্জয়ের গতিবিধির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে সিবিআই একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। জেরার কখনও সঞ্জয় বলেছিল, ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর সে ভোর ৪টে ৩৫ মিনিট নাগাদ সেমিনার হল থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু, আর জি কর ছেড়ে চলে না গিয়ে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘোরাফেরা করতে থাকে। তদন্তকারীদের অনুমান, বেশ কিছুক্ষণ পর সঞ্জয় বুঝতে পারে, তার গলায় যে ব্লু টুথ ইয়ারফোনটি ছিল, সেটি নেই। এর পরই সঞ্জয় হাসপাতালের বিভিন্ন তলায় ঘুরে ঘুরে তার ইয়ারফোনটি খুঁজতে শুরু করে। কিন্তু সেটি সে পায়নি। সিবিআইয়ের ধারণা, হারিয়ে যাওয়া ব্লু টুথ ইয়ারফোনটির সূত্র ধরে পুলিশ তার সন্ধান পেতে পারে, সে আশঙ্কা সঞ্জয় করেছিল। তাইসেটি খুঁজে পেতে এতটাই উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। সিবিআইকে সঞ্জয় রাই জানায়, সকাল ৬টা নাগাদ সে ফের সেমিনার হলে যায়।

বৈষ্ণোদেবীর পথে বড়সড় ধস, মুচড়ে গেল লোহার কাঠামো

২ সেপ্টেম্বর ঃ বৈষ্ণোদেবীতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। পুণ্যার্থীদের যাত্রাপথে নামল বড়সড় ধস। তাতেই মৃত্যু হয়েছে দুই ব্যক্তির। দুমড়মুচড়ে গিয়েছে লোহার কাঠামো। ধসের কারণে নির্দিষ্ট রাস্তাটি সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অনেকের আটকে পড়ার খবরও মিলেছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, উদ্ধারকাজের পাশাপাশি রাস্তা মেরামত করাও শুরু হয়েছে। তা সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই নতুন করে ওই পথে তীর্থযাত্রার অনুমতি দেওয়া হবে।

প্রতি বছরই বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে যাত্রা করেন পুণ্যার্থীরা। সোমবারও তীর্থযাত্রা অব্যাহত ছিল। এর মধ্যেই বড়সড় ধস নামে জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরায়। এর ফলে যাত্রার জন্য তৈরি অস্থায়ী ইস্পাতের কাঠামো

দুমড়েমুচড়ে যায়। রাস্তার একাংশ ধসে নেমে যায় গভীর খাদে। তাতেই মৃত্যু হয়েছে দুই পুণ্যার্থীর। এছাড়াও আহত হয়েছেন বেশ কয়েক জন পুণ্যার্থী। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আঘাত ততটা গুরুতর নয়। বৈষ্ণোদেবী দেশের অন্যতম জনপ্রিয় তীর্থস্থান। প্রতি বছরই লাখ লাখ মানুষ ভিড় করেন মঃিদরে। সাধারণত পুণ্যার্জনে পায়ে হেঁটেই বৈষ্ণোদেবী মঃিদরে পৌঁছন তীর্থযাত্রীরা। তবে ইদানীং কপ্টারের ব্যবস্থাও করেছে স্থানীয় প্রশাসন। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বরেই ভোট জম্মু ও কাশ্মীরে। তার আগে একের পর এক জঙ্গি হামলায় অস্থীর ভূস্বর্গ। বৈষ্ণোদেবীতেও আঁটসাঁট নিরাপত্তা। এর মধ্যেই ধসের ঘটনায় উত্তেজনা বাড়ল। সাদারণ মানুষ বেশ খানিকটা ভয় পেয়ে যান বলে জানতে পারা গিয়েছে। তবে নিরাপত্তার জোরদার থাকার জন্য অন্য কোনও রকম বিপদই আসতে পারে নি। চারিদিকে নিরাপত্তার ঘেরা টোপের মধ্যে রয়েছেন সেখানকার সাধারণ মানুষ। পূণার্ধীরা সকলেই নিরাপদে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে ভক্তের ঢল, তারামায়ের বিশেষ আরাধনা হয়েছে

বীরভূম, ২ সেপ্টেম্বর ঃ কৌশিকী অমাবস্যার তিথি শুরু হতেই তারাপীঠে ভক্তের ঢল নামল। সোমবার প্রথমেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পুজো দেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার তথা তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ'র চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাপীঠে এদিন তারামায়ের বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। সারা রাত্রি মন্দির খোলা ছিল।দুপুর ১২টার সময় মন্দির বন্ধ ছিল। দুপুরের খাবারে ছিল পোলাও অন্ন, খিচুরি, পাঁচ রকম ভাজা, বলির পাঁঠার মাংস, দই, মিষ্টি, পায়েস। সন্ধ্যা ৬টার সময় সন্ধ্যা আরতি। সেই সময় তারা মাকে সোনার অলঙ্কার দিয়ে রাজবেশে সাজানো হয়েছে। শীতল ভোগ হয়েছে সন্ধ্যার সময়। ভোগে ছিল লুচি, সুজি, নানা রকমের মিষ্টি ,ভাজার পাশাপাশি মাছ ভাজা ছিল রাত্রী ১২টায় মায়ের নিশি পুজো হয়েছে।

বিজেপির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ইডি-কেঃসঞ্জয় সিং

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ বিজেপির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ইডিকে, সোমবার এমনই অভিযোগ করলেন আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং। দলের বিধায়ক আমানতুল্লাহ খানের বাড়িতে ইডির অভিযান প্রসঙ্গে সঞ্জয় সিং বলেছেন, ইডি-কে সুপ্রিম কোর্ট বারবার ভর্ৎসনা করছে, তাদের বারবার সতর্কও করা হচ্ছে, যাতে তারা যেন বিদ্বেষের সঙ্গে তদন্ত না করেন, তাদের একমাত্র লক্ষ্যই হল মানুষকে জেলে রাখা। এরপরও আজ ইডি আমানতুল্লাহ খানের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে, এবং এমন সময় যখন তাঁর শাশুড়ি ক্যান্সারে অসুস্থ এবং অপারেশন হযেছে। আমানতুল্লাহ খানের আইনজীবী ইডিকে চিঠি দিয়েছেন এবং সময় চেয়েছিল।এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং আরও বলেছেন, ২০১৬ সালে সিবিআই একটি মামলা নথিভুক্ত করেছিল। দীর্ঘ ৬ বছর তদন্তের পর, সিবিআই বলেছিল যে আমানতুল্লাহ খান কোনও ঘুষ নেননি, তিনি কোনও অর্থনৈতিক অপরাধ করেননি, সিবিআই তাঁকে গ্রেফতারও করেনি, এরপরও ইডি নিজেদের মামলা বন্ধ করেনি। ২০২৩ সালে ইডি আমানতুল্লাহ খানের বাড়িতে অভিযান চালায় এবং ১৩ ঘন্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ২০১৬ সালের একই মামলায় সোমবার আবার ইডি তার বাড়িতে পৌঁছেছে। উল্লেখ্য, এএপি বিধায়ক আমানতুল্লাহ খানকে এদিন ইডি আধিকারিকরা আটক করেছেন।

নেকড়ের আতঙ্ক বাহরাইচে! মানুষখেকোর হামলায় ৩ মাসের শিশু ও দুই মহিলা আহত

বাহরাইচ, ২ সেপ্টেম্বর ঃ দুই মানুষখেকো নেকড়ে এখনও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে উত্তর প্রদেশের বাহরাইচের তরাই অঞ্চলে। ৪টি নেকড়ে ধরা পড়লেও, দুই নেকড়েকে এখনও ধরতে পারেনি বন দফতর। ফলে নেকড়ের আতঙ্ক বিরাজ করছে বাহরাইচে! এরইমধ্যে রবিবার গভীর রাতে মানুষখেকো নেকড়ের হামলায় ৩ মাসের একটি শিশুকন্যা ও দুই মহিলা আহত হয়েছেন। এছাড়াও রবিবার গভীর রাতে বাহরাইচের বারবিঘা হার্দি থানা এলাকার বাসিন্দা ৭ বছর বয়সী একটি বালক ও এক মহিলাও নেকড়ের হামলায় আহত হয়েছেন।সিএইচসি ইনচার্জ মাহাসি সোমবার বলেছেন, রবিবার গভীর রাতে নেকড়ের আক্রমণে তিন বছর বয়সী এক শিশুকন্যা ও দুই মহিলা আহত হয়েছেন। বাহরাইচের ডিএম মনিকা রানী বলেছেন, আমরা ৪টি নেকড়ে ধরেছি, দু'টি বাকি আছে... আমাদের দল ক্রমাগত টহল দিচ্ছে, আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নেকড়ে দু'টি ধরার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমি লোকজনকে ঘরের ভিতরে ঘুমাতে অনুরোধ করছি... একটি ২.৫ বছর বয়সী শিশু একটি নেকড়ের হামলায় আক্রান্ত হয়েছে...আমি এখানকার লোকজনকে সতর্ক হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

জীবনের লড়াই চালাতে শক্তি ও জ্ঞানের চর্চা করুন, ক্যাডেটদের প্রতি বার্তা উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২সেপ্টেম্বরঃ উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় দেরাদুনে রাষ্ট্রীয় মিলিটারি কলেজ (আর আই এমসি)-এর ক্যাডেটদের কাছে তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য পূরণ এবং জ্ঞান ও শক্তির চর্চার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে তাঁরা জীবনের বৃহত্তর যুদ্ধে লড়াই চালাতে পারেন। তিনি বলেন, চ্যালেঞ্জের সময় শক্তি এবং বিবেকের মিলিত রূপ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। সমস্ত পরিস্থিতিতে দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন উপরাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, গর্ব এবং নির্ভীক মানসিকতা নিয়ে দেশের সেবা করুন! ভারত মাতা আপনাকে পথ দেখাবে। আপনাদের কাজই দেশের ভবিষ্যৎ। সবসময় জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিন। আরআইএমসিতে ক্যাডেটদের প্রতি ভাষণ দিতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি সেখানকার প্রাক্তনী এবং অন্যান্যদের প্রতি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করার এবং জাতীয়তাবোধের চেতনা নিয়ে দেশ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আর্জি জানান। ৯৬২ সালের ১০ ডিসেম্বর আরআইএমসি ক্যাডেটদের উদ্দেশে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের দেওয়া ভাষণের কথা উল্লেখ করে উপরাষ্ট্রপতি ধনখড় বলেন, এই বিশ্ব সাহসীদের জন্য, শক্তিশালী চেতনাসম্পন্নদের জন্য, অলসদের জন্য নয়, অযোগ্যদের জন্য নয়। এই বিশ্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বৈরিতা রয়েছে, আমাদের প্রত্যেককেই আত্মসংযম ও ত্যাগ নিয়ে জীবনযাপন করতে হবে। এই মহান আদর্শগুলি জীবনে অনুসরণ করুন।ব্যর্থতার ভয়কে অগ্রগতির সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে চিহ্নত করে শ্রী ধনখড় ক্যাডেটদের উদ্দেশে বলেন, জীবনে কখনও ব্যর্থতাকে ভয় পাবেন না, এটি হচ্ছে সাফল্যের পথে একটি পদক্ষেপ। ভয় আপনার প্রতিভার বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সবসময় মনে রাখবেন, আমাদের অগ্রগতির পথে ভয় হল একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ।চন্দ্রযান মিশনের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঐতিহাসিক চন্দ্রযান মিশনের কথা চিন্তা করুন! চন্দ্রযান ২ ব্যাপকভাবে সফল হলেও, পুরোপুরি হয়নি। এর কিছু ব্যর্থতা রয়েছে এবং বুদ্ধিমানদের কাছে এটি সাফল্যের পথে এগোনোর একটি পদক্ষেপ ছিল। গত বছরের ২৩ অগাস্ট আমরা সবাই দেখেছি, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান ৩-এর সফল অবতরণ এবং বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ভারত এই সাফল্য অর্জন করল।লিঙ্গ সমতার উল্লেখ করে ধনখড় বলেন, আমাদের নারীরা যুদ্ধবিমান চালনা করছেন, মহাকাশ অভিযানে অংশীদার হচ্ছেন। লোকসভা ও রাজ্য বিধান সভাগুলিতে মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত ভাবে বড় পরিবর্তন আনবে। অনুষ্ঠানে উত্তরাখন্ডের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুরমিত সিং, রাষ্ট্রীয় ইন্ডিয়ান মিলিটারি কলেজের কম্যান্ড্যান্ট কর্নেল রাহুল আগরওয়াল, ক্যাডেট, বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি সদস্য এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

অসমে নামাজ-বিরতি প্রথা বাতিলে তেজস্বীর আক্ষেপ, বিহারে এই বিধি চালু করার পরামর্শ হিমন্তবিশ্বের

রাঁচি,২সেপ্টেম্বরঃ অসমে গত শুক্রবারের জুম্মার নামাজবিরতি প্রথা বাতিল করায় আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব তাঁর অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নিন্দা করেছেন। তেজস্বী যাদব যে মন্তব্য করেছেন তার জবাব দিতে বিলম্ব করেননি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তেজস্বীকে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মার জিজ্ঞাসা ও পরামর্শ, 'বিহারে এ ধরনের প্রথা কি বিদ্যমান? আপনি যা চাইছেন, তা আপনার রাজ্য বিহারেও চালু করুন না।'আজ শনিবার রাঁচিতে বিজেপির সদর দফতরে জেএমএম নেতা লবিন হেমব্রমের দলে যোগদান উপলক্ষ্যে এসেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। তখন উপস্থিত সাংবাদিকরা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের এক মন্তব্য সম্পর্কে ড. শর্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, 'অসমে শুক্রবারের জুম্মার নামাজবিরতি প্রথার অবসান করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে কংগ্রেসও। অসম বিধানসভায় শুক্রবারের দুঘণ্টার নামাজবিরতি বাতিল করার সিদ্ধান্ত হিন্দু ও মুসলিম বিধায়করা যৌথভাবে গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় সংসদেও এ ধরনের কোনও বিধি নেই। এমন বিরতি নেই বিহার বা দেশের অন্য কোনও বিধানসভাযও। আমি বিস্মিত, অসমের বাইরের মানুষ কোনও কিছু চিন্তা না করেই এর বিরোধিতা করছেন! অসমের সব সামাজিক ব্যাধি আমরা নির্মূল করব।'তেজস্বী যাদবের সমালোচনা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ড. শর্মা বলেন, 'বিহারে এ ধরনের প্রথা কি বিদ্যমান? উপমুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন যাদবের চার ঘণ্টা বিরতি কার্যকর করা উচিত ছিল...,' পরামর্শ দেন হিমন্তবিশ্ব। সম্প্রতি অসম বিধানসভায় দুই ঘণ্টার জুম্মার নামাজ- বিরতি প্রথা বাতিল করার পর আর জেডি নেতা তেজস্বী যাদব মুখ্যমন্ত্রী শর্মাকে সস্তা জনপ্রিযতা পাওয়ার জন্য তা করছেন বলে অভিযোগ তুলেছিলেন। হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে এর প্রতিক্রিয়া চাইলে তিনি বলেন, 'আমরা দু ঘণ্টার বিরতি পুনরায় চালু করব, যদি অন্য রাজ্য চার ঘণ্টা বিরতি প্রথা চালু করে।'তিনি বলেন, 'অসমে দু -ঘণ্টার জুম্মা-বিরতি ব্রিটিশ আমলে ১৯৩৭ সাল থেকে চলছিল। ভারতের লোকসভা বা রাজ্যসভা সহ অন্য কোথাও এই প্রথা চলে না।হিমন্তবিশ্ব শর্মা স্পষ্ট করেছেন, 'জুম্মার নামাজবিরতি প্রথা বাতিল করা অসমের হিন্দু ও মুসলিম বিধায়কদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ছিল, কোনও মুসলিম বিধায়ক এই ঘোষণার প্রতিবাদ করেননি। প্রস্তাবটি বিধানসভার অধ্যক্ষের নেতৃত্বে গঠিত বিধি কমিটি কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হযেছে।' বিস্ময় ব্যক্ত করে ড. শর্মা বলেন, 'অসমের বিধায়করা যখন রাজ্যের উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করছেন, তখন এই সিদ্ধান্তটি শুধুমাত্র বহিঃ রাজ্য সমালোচিত হচ্ছে।'

শ্রেষ্ঠত্বের একটি নতুন মানদণ্ড তৈরি করেছেন, প্রীতিকে শুভেচ্ছা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ প্যারিস প্যারালিম্পিকে সফল ভারতীয় প্রতিযোগী প্রীতি পালকে অভিনন্দন জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।রবিবার রাতে প্রীতি পালকে উদ্দেশ করে অমিতবাবু এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ধন্যবাদ। প্যারিসে মহিলাদের ২০০ মিটার টি৩৫ ফাইনালে আপনার দ্বিতীয়.ব্রোঞ্জ পদক জিতে আপনি শ্রেষ্ঠত্বের একটি নতুন মানদণ্ড তৈরি করেছেন। আপনার অটল উৎসর্গ নতুন প্রজন্মের ক্রীড়াবিদদের অনুসরণ করার জন্য একটি অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ। আপনার কৃতিত্বে জাতি গর্বিত।প্রসঙ্গত, ১০০ মিটারের পর ২০০ মিটার দৌড়েও ব্রোঞ্জ পেলেন প্রীতি পাল। গত রবিবার রাতে ৩০.০১ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে তৃতীয় হয়েছেন তিনি। এটাই তাঁর সেরা টাইমিং।

প্রয়াত কীর্তি আজাদের স্ত্রী পুনম, শোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ পুনম আজাদের প্রয়াণে শোক জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সোমবার মুখ্যমন্ত্রী এক্সবার্তায় লিখেছেন, আমাদের সাংসদ এবং বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার কীর্তি আজাদের স্ত্রী পুনম ঝা আজাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন জেনে দুঃখিত। আমি পুনমকে অনেকদিন ধরে চিনি। আমি জানতাম যে তিনি গত কয়েক বছর ধরে গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। কীর্তি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাঁদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন এবং পুনমের শেষ লড়াইয়ে সব সময় তাঁর পাশে ছিলেন। কীর্তি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

জঙ্গি হামলায় মণিপুরে হত দুই, ইমফল পশ্চিমে কম্বিং অপারেশের নির্দেশ রাজ্য সরকারের

ইমফল, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঃ মণিপুরে সন্দেহভাজন জঙ্গিদের এক ভয়াবহ হামলায় দুজন নিহত এবং নয়জন আহত হওয়ার পর রাজ্য সরকার ইমফল পশ্চিম জেলায় কম্বিং অপারেশন করতে পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছে। সে অনুযায়ী গোটা জেলার আন্তঃ জেলা সীমান্তবর্তী এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছে কম্বিং অপারেশন।গত শনিবার সংগঠিত বন্দুক ও বোমা হামলায় জড়িতদের গ্রেফতার করতে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে কম্বিং অপারেশন চালাতে সোমবার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের গৃহ দফতরের এন অশোক কুমার। প্রসঙ্গত, গত রবিবার পাহাড়ের চূড়া থেকে কাউতরুক এবং পার্শ্ববর্তী কাদাংবন্দের নিচু উপত্যকা এলাকায় নির্বিচারে গুলি ও বোমা হামলা চালিয়েছিল সন্দেহভাজন জঙ্গিরা। পুলিশের দাবি, হামলায় রকেট চালিত গ্রেনেড ও ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে। এ ঘটনায় দুই ব্যক্তি নিহত এবং নয়জন আহত হয়েছে। বেশ কয়কটি ঘরবাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

থুরায় গাড়ি থেকে উদ্ধার ব্যবসায়ীর নিথর দেহ,

মথুরা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের মথুরায় গাড়ি থেকে উদ্ধার জল এক ব্যবসায়ীর নিথর দেহ। রবিবার সন্ধ্যায় মথুরায় জয়পুর-বরেলি হাইওয়ের কাছে এক ব্যবসায়ীকে তাঁর গাড়িতেই মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মৃতের নাম জিতেন্দ্র, তাঁর বাড়ি নওয়াদায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে, ওই ব্যবসায়ীকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।মৃত ব্যবসায়ীর এক আত্মীয় সোমবার সকালে জানিয়েছেন, দু'দিন আগে তিনি মহাবনের কাছে একটি দোকানে সামগ্রী সরবরাহ করেছিলেন, কিন্তু টাকা প্রদান করা হয়নি। দোকানদার তাঁকে টাকা দেওয়ার ব্যাপারে বিভ্রান্ত করে। টাকা নিতে গেলে কিছু একটা ঘটে, এরপর তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

করিমগঞ্জের বদরপুরে উদ্ধার ৩০ কোটি টাকার মাদক ট্যাবলেট ইয়াবা, ধৃত তিন

করিমগঞ্জ (অসম), ২ সেপ্টেম্বরঃ করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বদরপুর থানাধীন জালালপুরে পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ৩০ কোটি টাকার মাদক ট্যাবলেট ইয়াবা। ইয়াবা পাচারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত পাচারকারীদের আশরাফ আলি, আব্দুল হান্নান এবং প্রদীপ দাস বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।। তাদের মধ্যে দুজনের বাড়ি কাছাড় জেলার কাটিগড়ায়।নির্দিষ্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার রাতে বদরপুরের জালালপুর এলাকায় জাতীয় সড়কে দলবল নিয়ে সাদা পোশাকে অভিযান চালান করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস। রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ এএস ০১ ডিএল ১৫১০ নম্বরের বিলাসবহুল চার চাকার ক্রেটা মডেলের একটি গাড়ির গতিরোধ করে তাতে তালাশি চালিয়ে বিভিন্ন গোপন চেম্বার থেকে এক লক্ষ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেন অভিযানকারীরা। উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেটগুলির আন্তর্জাতিক বাজারে দাম ৩০ কোটি টাকার বেশি।ঘটনা সম্পর্ক ধৃতদের প্রদত্ত বয়ানের ভিত্তিতে পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস জানান, ইয়াবা ট্যাবেলটগুলি মিজোরাম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। এগুলি পাথারকান্দিতে নিয়ে একটি মাদকচক্রের কাছে হস্তান্তর করার পরিকল্পনা ছিল তাদের। তিনি জানান, রাতভর জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের কাছ থেকে জেলায় মাদক কারবার সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য পেয়েছেন তাঁরা। ধৃত তিনজনের বিরুদ্ধে 'নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫' (এনডিপিএস)-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

'মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে মন্তব্য', এক অধ্যাপিকার ফেসবুক বন্ধ

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ আর জি কর-কান্ডের ব্যাপারে সেলিব্রেটি সাংসদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য করায় এক অধ্যাপিকার ফেসবুক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার ওই অধ্যাপিকার মা, যিনিও প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাবিদ, একথা জানিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, এ কোন দেশে বাস করছি আমরা?অধ্যাপিকাশিক্ষাবিদ বাসবী চক্রবর্তী সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, আমার কন্যা এই (আর জি কর) নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে দুদিন পথে নেমেছিল ও মিছিলে হেঁটেছিল। তার মধ্যে একটা মিছিলে আমিও ছিলাম। সেই মিছিলের ভিডিও ও ওর ফেসবুকে আপলোড করে। এরপর যেদিন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তার সেলিব্রেটি সাংসদের নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করেন, সেই খবর দিয়ে সে লেখে- নিজের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ, এ আবার কী? তার পরের দিন ওর ফেসবুক আক্যাডন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়।অনেক দিন হয়ে গেল, অনেক চেষ্টা করেও আর ফেসবুক খোলা যাচ্ছে না। মেইলকরা হয়েছে, তার উত্তরে জানানো হয়েছে যে - তুমি কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড লঙ্ঘন করেছ, তাই তুমি আর ফেসবুক আক্যাউন্ট খুলতে পারবে না। এ কোন দেশে বাস করছি আমরা? এই বিষয়ে কী করণীয়, বন্ধুরা একটু আলোকপাত করতে পারবেন?এই পোস্টের ২০টি প্রতিক্রিয়া এসেছে। সম্মোহন সেন নামে তাঁর এক হিতৈষি অন্য নামে ফের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলার পরামর্শ দিলে বাসবী দেবী লেখেন, অন্য নামে কেন খুলবে? অধ্যাপনা করে, গবেষণা করে ও। চোর না কি? কেন নিজের পরিচয় গোপন করবে?চিকিৎসক বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় লেখেন, আমি এদের হাড়ে হাড়ে চিনি। নির্লজ্জ মিথ্যাচারী ও সুবিধাভোগী। ওর অ্যাকাউন্ট ফেরত দিতে হবে। লেগে থাকুক ফেরত পাবে।৪০ বছরের বন্ধুদের চেনো।মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ লেখেন, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। লড়াই আন্দোলন ছাড়া আর কোন উপায় নেই। স্বর্গীয় এবং শ্রদ্ধেয় সত্যজিৎ রায়ের সেই বিখ্যাত উক্তির বাস্তব রূপ দেওয়ার সময় এসে গেছে। 'দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান'।অমিতাভ দত্ত লেখেন, আমারও হয়েছিল। আমি কিভাবে আবার খুলতে পেরেছিলাম, সেটা বলিঃমেয়েকে বলুন ওর প্রোফাইলে ঢোকার চেষ্টা করতে। তাহলে ওকে একটা মেসেজ দেখাবে যেখানে লেখা থাকবে ওর একাউন্ট ডিলিট হয়েছে। ওর নিচে Appeal করার অপশন থাকবে। সেই অপশন ক্লিক করে সাবমিট করতে বলুন। এরপরে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা ওয়েট করতে হবে। ওরা রিভিউ করে জানিয়ে দেবে। মেইল আই ডি টা চব্বিশ ঘন্টা পরে চেক করতে বলুন। ফেসবুক মেইল করে জানিয়ে দেয়।

আম আদমি পার্টি অপরাধীদের দ্বারা ঘিরে থাকা একটি দলঃগিরিরাজ সিং

বেগুসরাই, ২ সেপ্টেম্বর ঃ আম আদমি পার্টি (এএপি)'র বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। সোমবার বিহারের বেগুসরাইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, আম আদমি পার্টি অপরাধীদের দ্বারা ঘিরে থাকা একটি দল।এএপি বিধায়ক আমানাতুল্লাহ খানের বাড়িতে ইডির অভিযান প্রসঙ্গে গিরিরাজ সিং আরও বলেছেন, আম আদমি পার্টি অপরাধীদের দ্বারা বেষ্টিত একটি দল, তাঁদের মুখ্যমন্ত্রী আর্থিক জালিয়াতি, অস্ত্র কেলেঙ্কারি এবং তোলাবাজিসহ বিভিন্ন কেলেঙ্কারির কারণে জেলে আছেন। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। আমানাতুল্লাহ অথবা অন্য কোনও বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে আদালতই তা বিচার করবে।

অন্ধ্র-তেলাঙ্গানায় প্রবল বৃষ্টিতে বাতিল বহু ট্রেন

হায়দরাবাদ, ২ সেপ্টেম্বর ঃ নাগাড়ে বৃষ্টির জেরে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলাঙ্গানায় জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত। টানা বৃষ্টিতে বিঘা বিঘা চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্যোগ কবলিত এলাকায় উদ্ধারকাজ চলছে পুরোদমে। জানা গেছে, বৃষ্টির জেরে প্রায় শতাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।তেলাঙ্গানা এবং অন্ধ্রের একাধিক এলাকায় টানা বর্ষণের জেরে বিভিন্ন জায়গায় জল জমতে শুরু করে। জানা যাচ্ছে, বৃষ্টির জেরে প্রায় ২৪ জনের মৃত্যুর খবর মিলছে। দুর্যোগ কবলিত এলাকায় ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চলছে পুরোদমে। সোমবার সকালে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু।

৩-৪ সেপ্টেম্বর ব্রুনাই যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, এরপর যাবেন সিঙ্গাপুরেও

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৩-৪ সেপ্টেম্বর সুলতান হাজি হাসানাল বলকিয়ার আমন্ত্রণে ব্রুনাই দারুসসালাম সফরে যাচ্ছেন। এটিই হবে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্রুনাইয়ে প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফর। এরপর প্রধানমন্ত্রী যাবেন সিঙ্গাপুরে, সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওং-এর আমন্ত্রণে ৪-৫ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুর সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন সফরের আগে সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে, বিদেশ দফতরে সেক্রেটারি ইস্ট জয়দীপ মজুমদার বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সুলতান হাজি হাসানাল বলকিয়ার আমন্ত্রণে ৩-৪ সেপ্টেম্বর ব্রুনাই দারুসসালাম সফরে যাচ্ছেন। এরপরে তিনি সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওং-এর আমন্ত্রণে সিঙ্গাপুরে যাবেন। সিঙ্গাপুরে ৪-৫ সেপ্টেম্বর থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। জয়দীপ মজুমদার বলেছেন, এই সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী ব্রুনাইয়ের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ও সহযোগিতার সমস্ত দিক নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন এবং সহযোগিতার জন্য নতুন ক্ষেত্রগুলিও অন্বেষণ করবেন।

বিজেপিতে যোগ দিলেন দেবেন্দর সিং বাবলি, সুনীল সাংওয়ানও গেরুয়া শিবিরে সামিল

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন জননায়ক জনতা পার্টি (জেজেপি) নেতা দেবেন্দর সিং বাবলি। এছাড়াও সোমবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন সুনীল সাংওয়ানও। দিল্লিতে বিজেপির সদর কার্যালয়ে বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং ও বিজেপি নেতা বিপ্লব কুমার দেবের উপস্থিতিতে দেবেন্দর ও সুনীল বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এছাড়াও প্রাক্তন জেজেপি নেতা সঞ্জয় কাবলানাও বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন এদিন।বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর দেবেন্দর সিং বাবলি বলেছেন, আমি খুবই গর্বিত বোধ করছি, আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে কাজ করার সুযোগ পাব। ভবিষ্যৎ সময় বিজেপির জন্য...আগামী সময়ে কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে আমরা হরিয়ানায় সরকার গঠন করব। আমরা দলের কাজ সম্পর্কে, জনগণকে সচেতন করব এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করব। সঞ্জয় কাবলানা বলেছেন, বিজেপি তৃতীয় মেয়াদে হরিয়ানায় সরকার গঠন করতে চলেছে...আমরা কঠোর পরিশ্রম করব।

রাজধানী দিল্লিতে ফের প্রবল বৃষ্টি, মনোরম হয়ে উঠল আবহাওয়া

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্বাভাস ছিলই, সেই মতো সোমবার সকালেই আবহাওয়া বদলে গেল রাজধানী দিল্লিতে। সোমবার সকালে স্বস্তির বৃষ্টি হয়েছে জাতীয় রাজধানীতে। সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে ভারী বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টি হয়েছে দিল্লির আর কে পুরম, জনপথ রোড, তিন মূর্তি এলাকায়। ইন্ডিয়া গেট এলাকাতেও প্রবল বৃষ্টি হয়েছে।সোমবার সকালের এই বৃষ্টিতে দিল্লির আবহাওয়া অনেকটাই মনোরম হয়ে উঠেছে, তবে কোথাও যানজটের খবর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, দিল্লিতে আপাতত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। দিল্লিতে এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

দুই শিল্পীর 'প্রতিবাদে' দু'রকম প্রতিক্রিয়া তৃণমূলের কুণালের, প্রশ্ন নানা মহলে

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বরঃ আর জি করের নির্যাতিতার বিচার চেয়ে 'আর কবে' গান গেয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের কটাক্ষ শুনতে হয়েছে শিল্পী অরিজিৎ সিংকে। আবার, আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতার অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও তাঁর অবস্থানকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা। কেন এই দ্বিচারিতা প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। যদিও শনিবার এর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কুণাল নিজেই।শ্রেয়ার বিবৃতির প্রেক্ষিতে কুণাল বলেছেন, ''শ্রেয়া ঘোষালের অবস্থানকে সাধুবাদ জানাই। আর জি কর নিয়ে আমাদের সকলের মতো তিনিও উদ্বিগ্ন। অনুষ্ঠান পিছিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি সারা দেশ এবং বিশ্বের মহিলাদের সুরক্ষার কথা বলেছেন তিনি। কারণ, এই ধর্ষণখুনের সামাজিক সমস্যা, অপরাধটা নিয়ে সর্বত্রই প্রতিবাদ দরকার। এটা শুধু বাংলার সমস্যা নয়।''কুণালের বক্তব্য, ধর্ষণ যে একটি সামাজিক সমস্যা, শুধু বাংলার সমস্যা নয়, তা মেনেছেন শ্রেয়া।অরিজিতের গান প্রসঙ্গে শুক্রবার কুণাল বলেছিলেন, ''অরিজিৎ ভাল গায়ক। ভাল ছেলে। আর জি করের নির্যাতিতার বিচার চেয়ে 'আর কবে' গানটিও দারুণ। সমর্থন করি। কিন্তু সাক্ষী মালিক ইস্যু থেকে সে দিনের বদলাপুর, তার বিচার চেয়ে হিন্দিতে 'অউর কব' গাইলেন না কেন? বিবেক শুধু বাংলায়? মুম্বই কর্মজগৎ, হিন্দির বাজার, কেরিযার, তাই ও সব ঘটনায় চুপ?''এ প্রসঙ্গে আগে অরিজিৎ বলেছিলেন, ''অন্যায়, অপরাধ প্রত্যেক স্তরে। সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানোর মুখ হয়ে উঠেছেন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসক। বৃহত্তর আন্দোলনের পথে এগিয়ে যাওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়।''অরিজিতের অবস্থান নিয়ে আপত্তি জানালেও শ্রেয়ার অবস্থানকে সমর্থন করলেন কুণাল।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৬ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৭ ভাদ্র, চান্দ্রঃ৩০ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৮ ভাদ্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১১ ভাদ্র ১৯৪৬, মৈতৈঃ৩০ হাবান, আসামঃ১৬ ভাদ্, মুসলিমঃ ২৭সফর১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২২ঃ০৮ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ৫৩।চন্দ্র উদয়ঃশেষ রাত্রি ০৫ঃ১৯ঃ১২(২) এবং অস্তঃ বিকাল ০৬ঃ০৮ঃ১০(৩)।কৃষ্ণ পক্ষ । তিথিঅমাবশ্যা (পূর্ণা) সকাল ঘ ০৫ঃ৫৪২৪ দং ১১৯৪২.৫ পর্যন্তন ক্ষত্রঃমঘা সকাল ঘ ০০ঃ১৮ঃ৫২ দং ৪৭২০৫২.৫ পর্যন্ত পরে পূর্বফাল্গুনী করণঃচতুষ্পাদ বিকাল ঘ ০৫ঃ১০ঃ ০৭ দং ২৯২৯৪৫ পর্যন্ত পরে নাগযোগঃশিব রাত্রিঃ০৭ঃ৩৩ঃ২৪ দং ৩৫২৭৫৭.৫ পর্যন্ত পরে সিদ্ধ অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২২ঃ১৩ থেকে - ০৭ঃ০১ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ ২০ঃ৫৫ থেকে- ১২ঃ৫০ঃ১৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ৩৫ঃ১১ থেকে- ০৮ঃ ৫৩ঃ৫০ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ১২ঃ২৯ থেকে - ০২ঃ১৭ঃ২১ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগঃদিন ০৩ঃ১৯ঃ৩৭ থেকে - ০৪ঃ৫৯ঃ১১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ০২ঃ২৯ঃ৫০ থেকে- ০৩ঃ১৯ঃ ৩৭ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০১ঃ৩১ঃ০৮ থেকে - ০২ঃ১৭ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০২ঃ৪২ঃ১৭ থেকে- ০৪ঃ১৫ঃ৩৮ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৬ঃ৫৫ঃ৩৪ থেকে- ০৮ঃ২৮ঃ৫৫ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ১০ঃ০৮ঃ৫৬ থেকে - ১১ঃ৩৫ঃ৩৬ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৪১৬৪৩৪ (১১) ১ পদচন্দ্রঃ৪১৪৪৬৩৯ (১১) ১ পদমঙ্গলঃ২২৬৫ (৫) ৩ পদবুধঃ ৪০২০২২ (১০) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১২৬০১৬ (৫) ১ পদশুক্রঃ ৫১০৪৫৩৫ (১৩) ১ পদশনিঃ ১০১৯০৩৪ (২৪) ৪ পদরাহুঃ ১১১৫৫৬৩৬ (২৬) ৪ পদকেতুঃ ৫১৫৫৬৩৬ (১৩) ২ পদশনি বক্রি।লগ্নঃসিংহ রাশি সকাল ০৬ঃ ২০ঃ৩৭ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৮ঃ৩০ঃ৫০ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১০ঃ৪৫ঃ০০ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০১ঃ০০ঃ৪৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০৩ঃ০৬ঃ০১ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৪ঃ৫২ঃ৫৫ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৬ঃ২৬ঃ২০ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৭ঃ৫৭ঃ২২ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ০৯ঃ৩৭ঃ ৫৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ১১ঃ৩৬ঃ ২০ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৪৯ঃ৩৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ০৫ঃ২১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৭.২ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৬০ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৮টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ১০ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬টা ১২মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃ উচ্চশিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য।
বৃষ রাশিঃসন্তানদের বিবাহ স্থির হলেও পারিবারিক কারণে স্থগিত রাখতে হতে পারে। শুভ দিন হবে।
মিথুন রাশিঃসন্তানদের প্রণয়ঘটিত সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলুন। আমোদ-প্রমোদে খরচ বৃদ্ধির জন্য সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
কর্কট রাশিঃরাজনীতিবিদরা সমাজকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে নিজের নাম, যশ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবেন।
সিংহ রাশিঃগাড়ি চালানোর সময় অত্যন্ত সাবধান হওয়ার দরকার। বাইরের কোনও ব্যক্তিকে নিয়ে পরিবারে অশান্তি।
কন্যা রাশিঃ আমদানি-রফতানি ব্যবসায় বাড়তি মুনাফা আসার যোগ। সংসারে শান্তি ফিরে আসবে।
তুলারাশিঃসন্তানের লেখাপড়ায় মনোযোগ না থাকার ফলে পরীক্ষার ফল খুব একটা ভালো হবে না।
বৃশ্চিক রাশিঃ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করুন। বাড়িতে অতিথি আসবে।
ধনু রাশিঃবাড়িতে অতির্থি আগমন
মকর রাশিঃ লটারি বা শেয়ারে খুব বেশি বিনিয়োগ করবেন না। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে। শুভ দিন।
কুম্ভ রাশিঃ শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় ভালো ফল করার জন্য ঋণগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক উন্নতি।
মীন রাশিঃকর্মপ্রার্থীদের নতুন ব্যবসা করার সুযোগ আসবে। কারিগরি শিক্ষায় যুক্ত শিক্ষার্থীদের সুফল লাভের সম্ভাবনা।।

নববারাকপুরে জমজমাট কবিতা উৎসব ঘিরে কচিকাচাদের উন্মাদনা উচ্ছ্বাস

নববারাকপুর, ২ সেপ্টেম্বরঃ প্রতিবছরের মতো এবছরও নববারাকপুরে ৩১শে আগস্ট শনিবার কৃষ্টি মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল কবিতা উৎসব ২০২৪। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী সৌমি রাজলক্ষী। এটি রাজলক্ষ্মী আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দশম বর্ষপূর্তি উৎসব। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন বিশিষ্ট ছড়াকার রামচন্দ্র পাল, কবি কেশব রঞ্জন ।এছাড়াও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন সাংসদ অধ্যাপক সৌগত রায়। গৌরবময় উপস্থিতি পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস,কবি ও সংগীত শিল্পী সমীরণ দাস, সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিরা। সাংসদ সৌগত রায় বলেন কবিতা একটি শিল্প। নববারাকপুর তথা এ রাজ্যের মধ্যে রাজলক্ষ্মী যেভাবে কবিতা নিয়ে কাজ করছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। উদ্বোধক কবি রামচন্দ্র পাল ও রাজলক্ষ্মীর এত বড় কর্মকাণ্ডের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশন ছিল চোখে পড়ার মতন। উদ্বোধনী কবিতা হিসাবে অনুষ্ঠিত হয় শত কন্ঠে অন্তর মম বিকশিত করো। কিচিরমিচির, কলতান, কচিকাঁচা ,কণ্ঠ মাধুরী,আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, স্বরধ্বনি গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীরা অসাধারণ আবৃত্তি পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের সেরা আকর্ষণ ছিল কবিতা কোলাজ আর্তনাদ। অনুষ্ঠানে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে উৎসাহ প্রদানে সম্মাননা স্মারক দিয়ে অভিনন্দিত করেন রাজলক্ষ্মী। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সৌমি যেভাবে কবিতা নিয়ে নানান অভিনব বিষয় উত্থাপন করে তা সত্যিই আলাদা। কবিতা উৎসব আয়োজন করার জন্য রাজলক্ষ্মীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন অধ্যাপক অম্লান দাশগুপ্ত। কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহে দর্শক আসন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। দর্শকরাও সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

অন্যদিকে, এদেশের রয়েছে শিক্ষক দিবস, চিকিৎসক দিবস। রয়েছে নার্স দিবস ও। কিন্তু পুলিশের জন্য পুলিশ দিবস ছিল না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পালিত হয় পুলিশ দিবস প্রতি বছর ১ সেপ্টেম্বর। যদিও ও নববারাকপুর থানায় সেভাবে এর আগে কখনও পুলিশ দিবস পালিত হয় নি। এই বছর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুমিত কুমার বৈদ্যের উদ্যোগে রবিবার সন্ধ্যায় থানা প্রাঙ্গণে গান, আবৃত্তি, সংবর্ধনা ও মিষ্টি মুখের মাধ্যমে পালিত হয় পুলিশ দিবস। ডিউটির মধ্যে থেকে সময় বার করে পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, আইনজীবীদের সংগঠন, বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি ক্লাবে এবং ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দের পক্ষ থেকে পুলিশ বন্ধু দের সংবর্ধিত করা হয় এদিন। থানার অফিসার, কনস্টেবল, লেডি কনস্টেবল, হোমগার্ড ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের কাজের নিরিখে উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। ছোট ও জমজমাট অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন জি বাংলা খ্যাত শিল্পী উৎপল দে, থানার অফিসার সমীরন দাস, ইন্দ্রজিৎ দে, কল্যাণ সরকার, গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান কে জমিয়ে দেন। ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুমিত কুমার বৈদ্যের সুধুর কন্ঠে স্বরচিত কবিতা পাঠ পাতাল পুরির গল্প উচ্চ প্রশংসীত হয়। পুলিশ কে নিয়ে থানার অফিসার সমীরন দাসের সংগীত বেশ সাবলীল। থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য জানান পুলিশ একমাত্র ডিপার্টমেন্ট। যারা মাথার উপর অশোকস্তম্ভ বহন করতে পারে। তাই তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি। স্বভাবতই সমাজের চাহিদা অন্যান্য দের থেকে পুলিশের প্রতি বেশি। আমরা আগামী দিনে মানুষকে সুন্দর সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সেবা দান করে যাব এবং আমাদের এই রকম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে থানাস্তরে পুলিশ কর্মীদের আবার ও উৎসাহিত করা হবে। পুলিশ দিবসে থানার পুলিশ দের ভালো কাজে উৎসাহ প্রদানে সংবর্ধিত করা হয় ।তদন্ত ও সুষ্ঠু ভাবে লোকসভা নির্বাচন পরিচালনার জন্য পুরস্কৃত করা হয় অফিসার সমীরন দাস ও অর্ণব মিস্ত্রি কে। সাইবার ক্রাইমের তদন্তে বিশেষ সাফল্যের জন্য পুরস্কৃত করা হয় অফিসার সৌমেন দাস ও লেডি কনস্টেবল মাম্পি সরকার কে।

ক্রাইম ওয়ার্কের জন্য অফিসার শুভম সরকার,সুজয় বরুয়া ও কনস্টেবল বাপ্পা ঘোষকে পুরস্কৃত করা হয়।

থানার আনুষঙ্গিক কাজ কর্মের জন্য অস্থায়ী হোমগার্ড তন্ময় সাহা ও সিভিক ভলান্টিয়ার সুব্রত দাস ও অর্পন সাহাকে উৎসাহ প্রদানে পুরস্কৃত করা হয়। স্বভাবতই এমন নতুন অনুষ্ঠান ও আঙ্গিকে অভিনবত্বে অভিভূত এলাকাবাসী ও থানার পুলিশ কর্মীরা।

নির্যাতিতার স্মরণে নীরবতা ও মোমবাতিতে প্রতিবাদ

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ এ এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। সাক্ষী থাকল বিধানসভার অধিবেশন কক্ষ। একদিনে দুইবার নীরবতা পালন। সরকার পক্ষের তরফে প্রথমে এবং বিরোধী পক্ষের তরফে দ্বিতীয় বার। প্রথমবার প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্মরণে। দ্বিতীয়বার বিজেপির পক্ষ থেকে আর জি কর হাসপাতালের কর্মরত মহিলা চিকিৎসক ডাক্তার বোনের স্মরণে। সরকার পক্ষের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনের প্রথম দিনে কার্যকরী বৈঠকের পর এবং তা যদিও সরকারিভাবে। দু পক্ষের তরফে আজকের সভায় হাজির সমস্ত সদস্য যোগদান করেন শোক প্রস্তাব পাঠ ও নীরবতা পালনে। যদিও এককভাবে বিজেপি শাসকদলের অনুপস্থিতিতে অর্থাৎ সভায় কাজ মুলতুবি ঘোষণার পর পালন করেছে এই সরব প্রতিবাদ কর্মসূচি।

লাভলী মৈত্র সরাসরি থ্রেড দিলেন সুজন,সায়নের নাম ধরে

সমীর দাস, সোনারপুর, ২ সেপ্টেম্বরঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোঁস মন্ত্র উজ্জীবিত উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র। আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভায় প্রতিবাদ সভা ডেকেছিল তৃণমূল। আর লাভলী মৈত্র সেই সভাকে বদলার সভায় পরিনত করলেন। সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নিয়ে আক্রমণ করতে শোনা যায় তাঁকে। বিধায়ক লাভলি বলেন, ''সুজন, সায়নরা ঘুরে বেড়ান। তার একটাই কারণ। রাজ্যে বদল হয়েছিল, কিন্তু বদলা হয়নি। ২০১১ তে বদল হয়েছিল বদলাও হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুললে, কীভাবে আঙুল নামাতে হয়, সেটা আমরাও জানি। আমরা শান্ত আছি কিন্তু দুর্বল নই। তার কথায় আছে স্পষ্ট ধমকের সুর। নাগরিক মহল বলছেন,এভাবেই তিলোত্তমা কাণ্ড থেকে মানুষের মুখ ঘুরিয়ে দিতে চাইছে অনেক রাজনৈতিক। এই নিয়ে সুজন চক্রবর্তীর কাছে প্রশ্ন করলে তিনি বিষয়টিকে মোটেও গুরুত্ব দিতে চান নি।

তিনি বলেন, কে লাভলি! এই ধরনের আক্রমণ যে বালখিল্যতা, এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের বিরুদ্ধে কথা বললেন নির্যাতিতা বিচার পাবে তো? মানুষ যেভাবে ফুঁসে উঠছে, তাতে যেন সতর্ক থাকে। আবার বাম নেতা সায়ন বলেন, কতজনকে দেখে নেবেন বিধায়ক ম্যাডাম? কতজনের ওঠানো আঙুল নামিয়ে দেবেন? ও হুমকিতে আমরা ভয় পাই না। সায়ন বলেন, লাভলীর এই বক্তব্যর প্রেক্ষিতে তিনি আদালতে অভিযোগ জানাতে পারেন।

ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের সময় বিজিবির গুলিতে নিহত বাংলাদেশী কিশোরী, প্রাণে বাঁচলেন দম্পতি

কৈলাসহর , ২ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার ভোরে কৈলাসহরের ইরানী থানার অন্তর্গত কালেরখান্দি এলাকায় ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তে গুলীর আওয়াজ শোনেন গ্রামবাসীরা। এরপর থেকে দিনভর কালেরখান্দি এলাকায় তীব্র আতংক বিরাজ করেছে। এব্যাপারে ইরানি থানার ওসি অরুনোদয় দাস সোমবার বিকেলে কালেরখান্দি এলাকায় ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের ৫৭নম্বর পিলারের সামনে দাঁড়িয়ে জানান যে, ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতের অংশে প্রবেশ করার চেষ্টা করার সময় বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীরা গুলী করে। গুলীবিদ্ধ অবস্থায় বাংলাদেশের নাগরিক দৌড়ে ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের ভারতের জিরো পয়েন্ট এলাকায় এসে মারা যায়।

ভারতের জিরো পয়েন্ট এলাকায় মারা যাওয়ায় বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীরা মৃতদেহটি নিতে পারেনি। সোমবার সকালে বি.এস.এফ জিরো পয়েন্টে মৃতদেহ দেখার পর ইরানি থানায় খবর দেয়। খবর পাওয়ার পর উনকোটি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, কৈলাসহরের মহকুমা পুলিশ অফিসার জয়ন্ত কর্মকার, ইরানি থানার ওসি অরুনোদয় দাস, ডেপুটি মাজিস্ট্রেট সহ বি.এস.এফের আধিকারিকরা বিকেলে ৫৭নম্বর গেইট দিয়ে জিরো পয়েন্টে প্রবেশ করে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য কৈলাসহরের উনকোটি জেলা হাসপাতালে রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হবে বলে জেলা হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়। তবে, সূত্র মারফত জানা যায় যে, মৃতদেহটি ১৬বছরের স্বর্না দাসের। স্বর্নার বাড়ি বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া থানার অন্তর্ভুক্ত জুড়ি এলাকায়। আরও জানা যায় যে, স্বর্না দাসের সাথে স্বর্নার বাবা রেবতি দাস এবং মা রানী দাস ছিলেন। তারা তিনজন দালাল ধরে অবৈধভাবে ভারতে আসার চেষ্টা করেছিলেন। কালেরখান্দি এলাকার ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে দালালের মাধ্যমে আসাতেই বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীরা গুলি করে। গুলি করা মাত্রই যে যার মতো করে পালিয়ে যায়। ১৬বছরের স্বর্নার গায়ে গুলি লাগে। গুলিবিদ্ধ স্বর্না দৌড়ে পালিয়ে ভারতের সীমান্তের জিরো পয়েন্টে এসে মারা যায়। অন্যদিকে স্বর্নার মা বাবা দৌড়ে বাংলাদেশের অংশে ঢুকে পড়লে পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীরা স্বর্নার মা বাবাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার করার পর স্বর্নার মা বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে বাংলাদেশের পুলিশ মা বাবাকে মৌলভীবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে মৃতা স্বর্নার মা বাবা মৌলভীবাজার জেলা হাসপাতালের চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে সূত্র মারফত জানা যায়।

হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যানে অনাস্থা তৃণমূলের কাউন্সিলরদেরই একাংশের

বনস্পতি দে , হুগলি,২ সেপ্টেম্বরঃ হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যানে অনাস্থা তৃণমূলের কাউন্সিলরদেরই একাংশের। চেয়ারম্যান অমিত রায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলেন তৃণমূল কাউন্সিলরদের একাংশ। তাঁদের একাধিক অভিযোগ এই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। পুর শ্রমিকদের বেতন সময়ে না দেওয়া, শহরের রাস্তাঘাট ঠিক মতো মেরামত না হওয়া, নাগরিক পরিষেবা ঠিক মতো না দিতে পারার অভিযোগ উঠছে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। সোমবার চুঁচুড়া মহকুমাশাসক স্মিতা সান্যাল শুক্লার কাছে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন তৃণমলের কয়েকজন কাউন্সিলর। চেয়ারম্যানকেও দেওয়া হয় সেই চিঠি। যদিও চেয়ারম্যান অমিত রায় বলেন, ''আমার কাছে চিঠি দিয়েছে আস্থা নেই বলে। পাঁচ বছর ধরেই একই ঘটনা ঘটিয়ে চলেছেন ওনারা। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে প্রথম গিয়েছিলেন। যদিও তিনি এখন জেলে।

এখন এখানে দিয়েছে। এভাবে তো অনাস্থা হয় না। চেয়ারম্যানের বক্তব্য একজনের শিফ্‌ট বদল করে দেওয়ায় এত কিছু হচ্ছে। ২০২২ সালে পুরসভা ভোটের পর অমিত রায় চেয়ারম্যান হন। এর আগে চেয়ারম্যান ছিলেন গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়। তাঁকে সরিয়ে অমিত রায়কে চেয়ারম্যান করে দল। এ নিয়ে চুঁচুড়া পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলরদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। বোর্ড মিটিংয়ে এ নিয়ে প্রায়শই অশান্তি লেগে থাকে। চুঁচুড়া পুরসভার ৩০টি ওয়ার্ড। তার মধ্যে ২৯টি তৃণমূলের দখলে রয়েছে। অভিযোগ, এলাকার বিধায়ক অসিত মজুমদারের গোষ্ঠীর সঙ্গে চেয়ারম্যান অমিত রায়ের গোষ্ঠীর খুব একটা মধুর সম্পর্ক নয়। বিধায়ক কর্মসূচি ডাকলে চেয়ারম্যান অনুপস্থিত থাকে। পাল্টা কর্মসূচি করে। এতে অনেক সময় দলকে অস্বস্তিতেও পড়তে হয়। চেয়ারম্যান অমিত রায় বলেন, ''আমাদের ভোটাভুটি করে চেয়ারম্যান নির্বাচন হয়নি। তাই মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বললে আমি সরে যাব। অন্য কারও কথায় সরব না। এদের হয়ত কেউ টোপ দিয়েছে চেয়ারম্যান করবে। তাই এসব করছে। লাভ নেই কিছু। প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায় অবশ্য অনাস্থা আনার কথা সরাসরি স্বীকার করেননি। হুগলি চুঁচুড়া শহরের তৃণমূল সভাপতি সঞ্জীব মিত্রের বক্তব্য, পুরসভা পরিচালনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ হচ্ছে। বিষয়টি রাজ্যস্তরে জানানো হবে বলেও জানান তিনি। হুগলির বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন এটা সম্পূর্ণ তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল। বিধায়কের সঙ্গে চেয়ারম্যানের যে বনিবনা নেই, তা আগেও লোকে দেখেছে। এক পক্ষ আরেক পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে।

নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়ের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ সেপ্টেম্বরঃ হাওড়া জেলা হাসপাতালে শ্লীলতাহানির শিকার নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা হাওড়া জেলা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান অরূপ রায়। সোমবার সকালে তিনি হাওড়ার শিবপুরের নির্যাতিতার বাড়িতে যান। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, মেয়েটি ভবিষ্যতে শিক্ষিকা হতে চায়। এই ব্যাপারে আমরাও ওর পরিবারের পাশে থাকব। ছাত্রীর পাশে থাকব। অভিযুক্ত ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছে। পকসো আইনে কেস শুরু হয়েছে। অরূপ রায় এদিন বলেন, মেয়েটি সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। সেই কারণে সে সুস্থভাবে ফিরে আসতে পেরেছে। ওর পাশে

আমরা আছি। বড় হয়ে সে শিক্ষিকা হতে চায়। ওর স্বপ্ন যাতে সফল হয় সেই দিকটি দেখা হবে। হাসপাতালে সিটি স্ক্যানের জন্য যে সংস্থা দায়িত্ব পেয়েছিল তাদের বাতিল করা হচ্ছে। নতুন এজেন্সির জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা হবে। অন্যদিকে, হাওড়া জেলা হাসপাতালে নাবালিকা রোগীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় ধৃত আমন রাজকে একদিনের পুলিশ হেফাজতের পর সোমবার ফের হাওড়ার পকসো আদালতে তোলা হয়। আদালত ধৃতকে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের আদেশ দেয়।

নয়া রাষ্ট্রকে তোপ তসলিমার, পেলেন নেটনাগরিকদের সমর্থন

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বরঃ ''কতগুলো জিহাদির বাচ্চা দেশ চালাচ্ছে। বাংলাদেশের নাম না করে সোমবার এই ভাষাতেই তোপ দাগলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। নেটনাগরিকদের সিংহভাগে সমর্থনও পেলেন।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়েও তাঁর সমালোচনা করে তসলিমা সামাজিক ও মুদ্রণ মাধ্যমে যথেষ্ঠ লেখালেখি করেছেন। শেখ হাসিনা দেশত্যাগের আগে থেকেই তসলিমার প্রতিক্রিয়া আরও বাড়ে। বাংলাদেশ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নিয়মিত মন্তব্য বা পোস্ট করেছেন তসলিমা। সোমবার তাঁর এক লাইনের পোস্ট-এর চার ঘন্টা বাদে, সন্ধ্যা ৭টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা হয়েছে যথাক্রমে ৩ হাজার ১০০, ৩৯ ও ১৩৭।

প্রতিক্রিয়ায় জনৈক রুদ্রশঙ্কর লিখেছেন, ''মনে হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ আরেকটি গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হতে চলেছে। 'আমি লীনা' পরিচয়ে কোনও এক নেটনাগরিক লিখেছেন, ''একটু আগে আজম খানের লেখা পড়লাম। এরা নাকি পাকিস্তানের সঙ্গে ঐক্য চায়, শুধুমাত্র মুসলমান বলে। '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি অত্যাচারটা এতো সহজে ভুলে গেল?সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ''হঠাৎ জিহাদিরা কি করে উড়ে এসে জুড়ে বসল? হাসিনার শাসনকাল হয়ত খারাপ ছিল। কিন্তু এখন ইউনূসকাল তো ভয়ঙ্কর! আতায়ুর রহমান আজাদ লিখেছেন, ''গৃহযুদ্ধ আসন্ন। সুশান্ত দেব লিখেছেন, ''দেশটাকে লাটে উঠিয়ে ছাড়বে। আর বেশী দিন নয়। শেখ মিজান লিখেছেন, ''চালাচ্ছে শব্দটি যথার্থ নহে, আনকোরা ড্রাইভারের হাতে মটর সাইকেল। বাকীটা কি ঘটে সেটি দেখার অপেক্ষায় বাংলাদেশ। জ্যোতি প্রকাশ সাহা লিখেছেন, ''এমনটাই তো মৌলবাদীরা চেয়েছিল। জাহাঙ্গির আলম লিখেছেন, ''বর্তমান পরিস্থিতি দেখে মনে হইতেছে দুর্ভিক্ষ গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হবে। এম এম রহমান লিখেছেন, ''মৌলবাদীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয় সঙ্গীতও পরিবর্তন চায় এতে নাকি শিরকের মত কিছু শব্দের ব্যবহার রয়েছে। তাছাড়া ভিনদেশী লেখক, ভিন্ন ধর্মের লেখক বলে। এ বিষয়ে কি বলবেন দিদি। শান্তনু রায় লিখেছেন, ''একটি রিপোর্ট দেখলাম যে কেবল ধ্বংস করে দেশের শিল্প বা উৎপাদন অর্থ নষ্ট হয়েছে দশ হাজার কোটি। ভিখারী হলেও বোধহয় এদের অনুশোচনা নেই। এরা ভাবছে মাদ্রাসা এদের রক্ষা করবে। একটি অর্থনৈতিক ভাবে দূর্বল দেশ , নিজেরাই নিজেদের শত্রু হয়ে উঠল- বেদনাদায়ক!

তসলিমার বিরোধিতাও করেছেন অল্প ক'জন। যেমন জামিরউদ্দিন লিখেছেন, ''বাংলাদেশ কে চালাবে এটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজে মরণ ফাঁদ থেকে কী ভাবে বাচবে চিন্তা কর।

স্বামী কাঞ্চন মল্লিকের হয়ে রুখে দাঁড়ালেন শ্রীময়ী চট্টরাজ

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বরঃ এ বার স্বামী কাঞ্চন মল্লিকের হয়ে রুখে দাঁড়ালেন শ্রীময়ী চট্টরাজ। 'আন্দোলনের নামে গুন্ডামি' চলেছে বলে দাবি করলেন করলেন শ্রীময়ী। পাশাপাশি, কাঞ্চনকে তোপ দাগার দায়ে অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তীকেও পাল্টা জবাব দিলেন তিনি। এক প্রতিবাদী ধর্না মঞ্চ থেকে রবিবার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকের করা মন্তব্য নিয়ে তোলপাড় টলিপাড়া। অভিনেতা-বিধায়কের বন্ধুরা তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করছেন । সে তালিকায় প্রথমেই রয়েছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী। কাঞ্চনা মৈত্র আবার নাম না করে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক, বিবাহ নিয়ে খোঁচা দিয়েছেন। ঋত্বিক চক্রবর্তী কাঞ্চনের নাম না করে ''ঘাঁটা মল্লিক চাটা মল্লিক নানা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছেন। শ্রীময়ীর দাবি, আর জি কর-এর ঘটনাটা নারকীয়। তিনি বিচার চান। পাশাপাশি, যাঁরা কাঞ্চনকে কটাক্ষ বিদ্ধ করেছেন, তাঁদের কাছে জানতে চান, ''শুধু আর জি কর-এ নয়, আমাদের ইন্ডাস্ট্রির অন্দরেও অনেক আকস্মিক মৃত্যু হয়। তখন কি আন্দোলনে নামি! কাজ থেমে থাকে? শুধু সিরিয়ালের নিচে লেখা হয় অমুক চরিত্রটা বদলে গেলেন। সেখানে চিকিৎসকদের তো দায়িত্বটা আরও বেশি, সেটাই বলতে চেয়েছে কাঞ্চন। আমরা কিন্তু সবাই সুবিচার চাইছি। তদন্তের ভার রাজ্যের হাত থেকে কেন্দ্রে গিয়েছে। বড় বড় মানুষরা বিচার করছেন। এখানে চিৎকার করে রক্তবন্যা বইয়ে দিচ্ছি। আন্দোলনের নামে গুন্ডামি হচ্ছে।

শ্রীময়ীর দাবি, সুদীপ্তাদি ভালই করেছেন। এ রকম বন্ধু না থাকাই ভাল। আর যাঁরা চটি চাটা বলেছেন, কাঞ্চন বিধায়ক বলেই এ সব বলছেন। তার মানে তাঁরা বলেছেন, সরকারের লোকেরা দোষী। তাঁর কাছে কি কোনও প্রমাণ আছে? তা হলে তিনিই বিচার করে নিন। এ সব না করে, সকলে মিলে সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে দাবি করতে পারেন, যাতে অপরাধীকে বা তদন্ত ভার তাঁদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। আসলে, আর জি কর-কাণ্ডে আন্দোলন এবং মিছিলের 'প্রয়োজনীয়তা' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কাঞ্চন। যে চিকিৎসকেরা বিক্ষোভ করছেন, কর্মবিরতি পালন করছেন, তাঁদের উদ্দেশে কাঞ্চন প্রশ্ন তোলেন, বেতন নেবেন তো? এমনকী শাসকদলের বিরোধিতা করে যে চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের বিচার চাইছেন সেই সরকারি চাকুরেরা পুজোর বোনাস নেবেন কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন কাঞ্চন মল্লিক।

নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠকে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বরঃ আর জি কর আবহে কলকাতার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে নিরাপত্তা পরিকাঠামো বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে কলকাতা পুলিশ বৈঠকে বসতে চলেছে। আগামীকাল লালবাজারে বিভিন্ন হাসপাতালের সহকারী সুপার ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সুপারভাইজারদের সঙ্গে এই বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। শহরের পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজের প্রতিনিধিরাও প্রস্তাবিত এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

নিরালায় নিরিবিলিতে কাটানোর সেরা জায়গা এই পাহাড়ি ছোট্ট গ্রামে

সজল দাশগুপ্ত,কালিংপং, ২ সেপ্টেম্বরঃ অনেকেই পাহাড়ে বেড়াতে ভালোবাসেন। যারা পাহাড়ে বেড়াতে ভালোবাসেন তাদের জন্য খুব দুর্দান্ত একটি ঘোরবার জায়গা কালিংপং এর ছোট্ট একটি গ্রাম। যেখানকার পরিবেশ অসাধারণ মায়াবী, যা দেখলে মুগ্ধতা নিয়ে আসবে। পাহাড় প্রেমীদের কাছে এই জায়গাটি অসাধারণ একটি জায়গা। পুজোর সময় অনেকে বেড়াতে ভালোবাসেন, তাদের জন্য কালিংপং এর বেনদা গ্রামটি অসাধারণ একটি ঘোরার জায়গা। সারাদিন ঘোরাফেরা করবার পর কটেজে বসে মোমো খাওয়ার মজাটাই আলাদা। আর সকাল হলেই দেখা যাবে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। এক অপরূপ মুগ্ধতা নিয়ে আসবে এই গ্রামে গেলে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই পাহাড়ি গ্রামে চাষবাস হয়ে থাকে। সেই দৃশ্য এক অসাধারণ দৃশ্য। শিয়ালদা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি গামী ট্রেনগুলিতে করে পৌঁছে যাওয়া যাবে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে সোজা গন্তব্যস্থল। দিন কয়েক অসাধারণ অনুভূতি নিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাবে এখানে। একদিকে যেরকম রয়েছে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ, পাশাপাশি রংবেরঙের ফুল, পাখির কলতান। সবকিছু নিয়ে দুর্দান্ত।

চিকিৎসকরা অবস্থানে, ফিরিয়ে দিলেন পুলিশকর্তাকে

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ''পুলিশ কমিশনারকে প্রতিবাদস্থলে এসে আমাদের কথা শুনতে হবে। অন্যথায় আমরা সরবো না।'' সোমবার দুপুরের পর থেকে মূলত এই দাবিতে প্রতিবাদী চিকিৎসকরা বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট সংলগ্ন ফিয়ার্স লেনে অবরোধে বসেন। সেখানেই তাদের লালবাজারমুখী মিছিলের গতিরোধ করেছিলো পুলিশ। শেষ পর্যন্ত অনমনীয় আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ তাঁদের মুখোমুখি হন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার অশেষ বিশ্বাস। কেন মিছিল আটকাতে ৯ ফুটের ব্যারিকেড? পুলিশকর্তাদের প্রশ্ন করেন আন্দোলনরত চিকিৎসকরা। পাশাপাশি বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতির আর্জি জানিয়ে প্রতিবাদীরা সাফ জানেলন অন্যথায় সিপি-কে আসতেই হবে আন্দোলনকারীরা। দুপুর ২টোর পর কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল শুরু হয় জুনিয়র চিকিৎসকদের। মিছিলে শামিল হন কামদুনির প্রতিবাদী টুম্পা কয়াল। কামদুনি মামলার তদন্তের দায়িত্বেও ছিলেন বিনীত গোয়েল। টুম্পাদের কথায়, কামদুনির মতো পরিণতি যেন আর জি কর মামলার না হয়। চারটে নাগাদ লালবাজারের দিকে এগোয় মিছিল। পুলিশে ছয়লাপ এলাকা।

সমীক্ষায় সুন্দরবনে বাঘের পরে এবার কুমিরের সংখ্যা বাড়ায় খুশি বন দফতর

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সুন্দরবন,২ সেপ্টেম্বরঃ বাঘের পরে এবার সুন্দরবনে কুমির। সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে বলে তথ্য সামনে এসেছিল আগেই। সম্প্রতি বন দফতরের সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, বাদাবনে কুমিরের সংখ্যাও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য ভাবে। প্রায় বারো বছর পর এ বার বন দফতরের উদ্যোগে সুন্দরবনে কুমির গণনার কাজ হয়। সেই কুমিরসুমারির ফলই সামনে এসেছে সম্প্রতি। বন দফতরের দাবি, এ বার গণনার সময়ে মোট ১৬৮টি কুমিরকে সরাসরি চোখে দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি, কুমির যেখানে থাকতে পারে,সেই সব এলাকার পরিস্থিতি ও পরিবেশ খতিয়ে দেখে বন দফতর মনে করছে সুন্দরবনে কমপক্ষে ২০৪টি কুমির রয়েছে। সর্বোচ্চ ২৩৪টি পর্যন্ত কুমির থাকতে পারে বলে মনে করছে তাঁরা। বন দফতর সূত্রের খবর, ২০১২ সালে শেষ কুমিরসুমারিতে ভারতীয় সুন্দরবনে ১৪১টি কুমিরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সেই তুলনায় এ বার কুমিরের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে ২২টি দল গণনার কাজ চালায়। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগ এলাকা মিলিয়ে কুমিরের খোঁজ চালান শতাধিক বনকর্মী ও কুমির বিশেষজ্ঞেরা। তবে জানুয়ারি মাসে, কুমির গণনা চলাকালীন আবহাওয়া খারাপ ছিল। নিম্নচাপের কারণে বৃষ্টিও হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আর ও অনেক

কুমিরকেই জঙ্গলের পাশে নদীর চরে রোদ পোহাতে দেখা যেত। তা হলে সরাসরি কুমির দর্শনের সংখ্যা আরও বাড়ত। বন দফতর জানিয়েছে, মূলত খালি চোখে দেখেই কুমির গণনা করা হয়েছে।কোথাও আবার কুমিরের উপস্থিতি অনুভব করলে সেই সংখ্যাটাও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও যে এলাকায় কুমিরের দেখা মিলছে, সেই এলাকার অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ এবং জলের তাপমাত্রা, লবণের পরিমাণ সবই রেকর্ডকরা হয়েছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন সোমবার বলেন, সুন্দরবনের প্রায় ৪২০০ কিলোমিটার এলাকা জুড়েই এই গণনার কাজ হয়েছে। সরাসরি খালি চোখে দেখে এবং এলাকায় কুমিরের উপস্থিতি অনুভব করে এই সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা খুব খুশি সুন্দরবনে আগের তুলনায় কুমিরের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায়।জীব বৈচিত্র্য বজায় রাখতে বাঘ, কুমির, হরিণ সহ অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন পরিবেশ প্রেমীরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৭৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার ১৭ ভাদ্র, ১৪৩১

বাঙালি ফুটবলার

মাঝে মধ্যেই আসামে বাঙালি দের নিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।এটা নতুন নয় ১৯৭৮ সালে বরদলুই ট্রফির ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ ব্যাঙ্ককের পোর্ট অথরিটি ক্লাব। যেহেতু ওখানকার মানুষ বাঙালি বিদ্বেষী সেই কারনে ফাইনালে পুরো গ্যালারী ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে ছিল। দর্শকদের আচরন থেকে বোঝার উপায় ছিল না যে ইস্টবেঙ্গল দেশের মাঠে খেলছে। সেই বছর ইস্টবেঙ্গল লীগ ও.শীল্ড পায়নি। ফেডারেশন কাপে যুগ্ম জয়ী হয়েছিলো তাই বরদলুই ট্রফিকেই টার্গেট করেছিলো। এই অবস্থায় পাহাড় প্রমান চাপ নিয়ে স্থানীয় দর্শক দের বিশাল বিক্ষোভের মাঝে ইস্টবেঙ্গল ফাইনালে খেলতে নেমেছিল। খেলা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই দর্শক সমর্থন পুষ্ট পোর্ট অথরিটি দল চেপে ধরে ইস্টবেঙ্গলকে। খেলার বয়েস তখন ৮ মিনিট। প্রতি আক্রমনে ইস্টবেঙ্গল। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় বল নিয়ে দ্রুত ওপরে উঠে গিয়ে বল দেন সুরজিৎ সেনগুপ্তকে। সুরজিৎ সেনগুপ্ত বল ধরেই দিয়ে দেন আগুয়ান মিহির বোসকে। কাল বিলম্ব না করে মিহির বোস গোল লক্ষ্য করে সট নিলে ভল জড়িয়ে যায় জালে। ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে যায় ১-০ গোলে। এরপরেই ইস্টবেঙ্গল মস্ত ভুল করে রক্ষনাত্মক হয়ে যায়। এই সুযোগে পোর্ট দলটি চেপে ধরে ইস্টবেঙ্গলকে। গোল শোধের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। অবশেষে ২৫ মিনিটের মাথায় সম্পরনের জোড়ালো সট ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক ভাস্কর গাঙ্গুলীকে পরাস্ত করে জালে জড়িয়ে যায় ১-১। গোল পেয়ে পোর্ট দলটি উজ্জীবিত ফুটবল খেলতে থাকে। চাপ বাড়তে থাকে ইস্টবেঙ্গল রক্ষণে। ফল স্বরূপ আবার গোল পোর্টের ।গোল শোধের ১৫ মিনিট পরেই আতাপরনের দুরপাল্লার সট ভাস্কর গাঙ্গুলীর হাতে লেগে গোলে ঢুকে যায। পোর্ট অথরিটি এগিয়ে যায় ২-১ গোলে। দর্শক রা উচ্ছ্বসিত। বিদেশী দলের সমর্থনে গলা ফাটিয়ে চলেছে। একটু পরেই একটা ফাউলকে কেন্দ্র করে মাঠে গন্ডগোল শুরু হল। উত্তপ্ত হয় গ্যালারী। খেলা প্রায় মিনিট ১৫ বন্ধ থাকে। বিরতির পর খেলা শুরু হতেই আবার ইস্টবেঙ্গলের আক্রমন এবং গোল শোধ সুরজিৎ সেনগুপ্তব। অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গল ২ পোর্ট অথরিটি ২। এরপরেই খেলাটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আক্রমণন প্রতি আক্রমণে খেলা জমে ওঠে।এই সময়ে ইস্টবেঙ্গলের গোল রক্ষক ভাস্কর গাঙ্গুলী তার দক্ষতার শীর্ষে গিয়ে পোর্টের কয়েকটি আক্রমণ প্রতিহত করেন। ঠিক এই সময়ে দর্শকরা ভাস্কর গাঙ্গুলীকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়লে খেলা আবার বন্ধ হয়ে যায়। তিন মিনিট পরে আবার খেলা শুরু হলে ৬৩ মিনিটের মাথায় বক্সের মধ্যে প্রশান্ত ব্যানার্জী ফাউল করলে পেনাল্টি পায় পোর্ট দলটি । কিন্তু পোর্ট খেলোয়াড়ের মারা পেনাল্টি সট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। এই ঘটনার পরেই গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে ইস্টবেঙ্গল। মরিয়া হয়ে ওঠে গোলের জন্য।তখন খেলা শেষ হতে আর হয়তো মিনিট পাঁচেক বাকি। ঠিক এই সময়ে সাবির আলির পাস থেকে সুরজিৎ সেনগুপ্ত নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন ৩-২ গোলে। ইস্টবেঙ্গল জিতে নিল বরদলুই ট্রফি। বাঙালির জয় হল ফুটবলে।

আকুপাংচার চিকিৎসা

১৯৩৮ সাল। ২০০ বছর ধরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে উত্তাল ভারতবর্ষ। ভারতের প্রতিবেশী চীন দেশে 'জাপানী আগ্রাসন বিরোধী জোট' গড়ে দীর্ঘ সংগ্রাম করছেন চীনের মুক্তিকামী জনগণ। তাঁরা 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'-এর কাছে চিকিৎসা-সাহায্যের আবেদন জানালে পরাধীন চীনের পাশে দাঁড়ালো পরাধীন ভারতের মানুষ। বিপুল চিকিৎসা-সরঞ্জাম নিয়ে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৮, সমুদ্রপথে চীনের উদ্দেশে রওনা দিল পাঁচ সদস্যের মেডিকেল মিশন - ডাঃ মদনলাল অটল, ডাঃ এম চোলকার, ডাঃ বিজয় কুমার বসু, ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস এবং ডাঃ দেবেশ মুখোপাধ্যায়। ১৯৩৮-৪৩ সাল। চীনের প্রবল প্রতিকূল পার্বত্য পরিবেশে আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করে, সংগ্রামী গ্রামবাসীর পাশে থেকে এবং তাদের থেকে পরবর্তী চিকিৎসক বাহিনী গড়ার প্রশিক্ষণে, ভারতীয় মেডিকেল মিশন বিশেষ করে বসু ও কোটনিস, বিশ্বখ্যাত চিকিৎসক নরম্যান বেথুন-এর যোগ্য উত্তরসূরী রূপে মানবসেবা ও আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের এক চিরস্মরণীয় উদাহরণ স্থাপন করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বিনা বিশ্রামে টানা ৪৮ ঘণ্টা অপারেশন করতে করতে অসুস্থ হয়ে ১০ই ডিসেম্বর ১৯৪২ সালে কোটনিস প্রাণ হারান। ১৯৪৩-১৯৫৮ সাল। দেশে ফিরে বসু স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন এবং জনসেবামূলক কাজে যুক্ত থাকেন। ১৯৫৭ সালে নয়া চীনের আমন্ত্রণে মেডিকেল মিশনের সদস্যরা চীনে যান। সেখানে আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রাচীন ঐতিহ্যশালী চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন দেখেন। বসুর নিজের চিকিৎসা হয় আকুপাংচার দ্বারা। ১৯৫৮ সালে পুনরায় চীনে গিয়ে তিনি এই চিকিৎসা বিদ্যা শেখেন। আকুপাংচার রোগ নিরাময়ের একটি প্রাচীন ওষুধবিহীন চিকিৎসা পদ্ধতি। এর সাহায্যে কয়েক হাজার বছর ধরে সমগ্র বিশ্বে স্বল্প ও দীর্ঘকালীন বহু অসুস্থতার সফল চিকিৎসা হয়ে চলেছে। বর্তমানে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার পর সর্বাধিক প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি হলো আকুপাংচার। এর স্বতন্ত্র তত্ত্ব দ্বারা মানুষের শরীর, রোগ ও রোগ নির্ধারণ এবং নিরাময়ের উপায় নির্ণয় সম্ভব বলে, আকুপাংচার আজ স্বাধীন চিকিৎসা বিজ্ঞান হিসাবে পৃথিবীতে স্বীকৃত। এই চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক মান নির্ধারণ, শিক্ষাক্রম তৈরী ও প্রসারের ক্ষেত্রে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'-এর ভূমিকা অসাধারণ। ১৯৫৯ সাল। বসু কলকাতায় আকুপাংচার চিকিৎসা শুরু করেন এবং শিক্ষাও দেন। ১৯৭২ সাল। বর্তমানে ইরিমে কর্মরত ভারতের প্রবীণতম চিকিৎসকদ্বয় ডাঃ চন্দনা মিত্র ও ডাঃ দেবাশিস বক্সী সহ কিছু ডাক্তারি ছাত্র বসুর কাছে আকুপাংচার শেখেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মা ভবতারিনীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়। আসলে সেবামূলক কাজ করলে তবেই ঈশ্বরের সন্ধান লাভ করা যেতে পারে। মানব সেবা করতে হবে। বারবার সেই কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতি কে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়।

বউবাজারের গুলেদানন্দজি এবারে অলক্ষ্যে প্যারিস অলিম্পিক্সে উপস্থিত হয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে করমর্দন

রবীন্দ্র কুমার শীল

বেশ কয়েকমাস ধরে বউবাজারের গুলেদানন্দজি মহারাজকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। তিনি যে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছেন তা বোঝার কোনও উপায় ছিল না। সকাল নটার সময়ে একবার তারকের চায়ের দোকানে এসে উপস্থিত হতেন। সেখানে গালগল্প করে তারপরে নিজের গৃহে প্রবেশ। তারপরে সেই রাত আটটার সময়ে আবার চায়ের দোকনে প্রবেশ। তার সঙ্গে আমরাও থাকতাম। প্যারিস অলিম্পিক্স নিয়ে কথা হচ্ছিল। কিন্তু তিনি যে স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট মাকরঁ-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেলবেন তা আমাদের ধারনার বাইরে অবস্থা করেছিল। এ ব্যাপারে কোনও সংবাদপত্র সংবাদ প্রকাশ করেনি বলে আমরা কেউই গুলেদানন্দজির প্যারিস অলিম্পিক সফর সম্পর্কে জানতে পারেনি। তিনি শুধু প্যারিস সফর করেননি। সঙ্গে বিলাতও গিয়েছিলেন। সেখানকার রাজার সঙ্গে কথা হওয়ার বিষয় ছিল। কিন্তু তিনি খুব নাকি ব্যস্ত থাকায় তাঁর সঙ্গে গুলেদার দেখা হয়নি। তবে তিনি রাজাকে একটি গোপন চিঠি দিয়ে এসেছেন। সেই চিঠির উত্তর পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন বলে জানতে পারা গেল। গুলেদা নন্দজির প্রধান লক্ষ্য ছিল প্যারিস অলিম্পিক্স দেখার। এই নিয়ে তিনি কতবার অলিম্পিক্স দেখেছেন তা বলতে পারছেন না। তিনি কোনও হিসাব রাখেন না। প্যারিস থেকে বেশ কয়েকটি চুরুট নিয়ে এসেছেন। সেই সব চুরুট থেকে ধোঁয়া বের করতে দেখা যাচ্ছে। চায়ের সঙ্গে চুরুট মানায় না বলতেই গুলেদানন্দজি রেগে একেবারে আগুন। আমাদের ওপরে বেশ খাপ্পা হয়ে গেলেন। তিনি বলতে শুরু করলেন, বিলাতে সাহেবরা চুরুটের সঙ্গে চা পান করে। তাহলে ভারতীয়রা কেন চায়ের সঙ্গে চুরুটের ধোঁয়া খাবে না। বিলাতি সাহেবরা আবার দার্জিলিং চাকে খুব পচ্ছন্দ করে। সেই চা নাকি খুব দামি। বিলাতে বহু টাকা খরচ করে চা পান করতে হয়। এলেবেলে চা নয়। এক কাপ চায়ের দাম পড়ে যায় প্রায় সত্তর টাকার মতো। ভারতীয় মুদ্রায়। গুলেদানন্দজিকে আবারে প্যারিস অলিম্পিক্স কেমন হতো তা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বলে উঠলেন, তোরা সেই সব কথা কল্পনা করতে পারবি না। প্যারিস শহরটা হচ্ছে রোমান্টিক শহর। এই শহরে রয়েছে লুভর মিউজিয়াম। পৃথিবী বিখ্যাত একটি মিউজিয়াম। প্রতি বছর কয়েক কোটি মানুষ এই মিউজিয়াম দেখতে আসে। এখানে রয়েছে লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির নিজের হাতে আঁকা মোনালিসা। তিনি মিষ্টি হাসি দিয়ে সারা বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করে রেখেছেন। প্যারিসে এক একটি বিখ্যাত ছবি দেখতে একটি দিন লেগে যায়। সবার সব দেখা সম্ভব হয় না। প্যারিস মরিয়া হয়ে উঠেছিল তাদের অলিম্পিক্সকে সফল করে তোলার জন্য। জঙ্গিরা হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু সেই সব হুমকির মধ্যে দিয়ে অলিম্পিক্স শুরু হয়ে যায়। স্যেন নদী প্রস্তুত ছিল। এবারে প্রথম অলিম্পিক্স উদ্বোধন হল খোলা আকাশের নিচে।

জলের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। জল, স্থল এবং আকাশ এক সঙ্গে অলিম্পিক্সকে সফল করে তোলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে নিয়েছিল। আইফেল টাওয়ারের পাশে চলছিল বিচ ভলিবল। এবারে যেসব প্রতিয়োগিতা জয়ী হয়েছেন তাদের পদকের সঙ্গে থাকছে আইফেল টাওয়ারের প্রতীক। গুলেদানন্দ দাদাজীর ইচ্ছা ছিল আইফেল টাওয়ারের চুড়ায় উঠে একটি ছবি তোলার। সেটা সম্ভব হয়নি। সেই কারণে গুলেদানন্দ প্যারিসের কোনও ছবি আমাদের দেখাতে পারেননি। আমরা খবর নিয়ে জেনেছিলাম গুলেদানন্দ এর কোনও পাসপোর্ট নেই। তাহলে কী করে তিনি প্যারিস গেলেন? তা নিয়ে গুলেদানন্দজিকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি তো একেবারে ক্ষেপে লাল। কে বলল আমার পাসপোর্ট নেই? আমার পাসপোর্ট তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন লর্ড ক্লাইভ। তখন তো পাসপোর্ট ছিল না। সবাই বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারতো। শুধু মাত্র লালবাজার থেকে একটি অনুমতিপত্র নিতে হতো। সেই অনুমতি পত্র নিয়ে কতবার যে বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি এবং অক্সফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয় বা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেছি তা গুনে বলা যাবে না। কোনও বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলে গুলেদা? সেই কথা বলতেই তিনি একেবারে রেগে আগুন। সেই সব কথা এখানে বলা যাবে না। একেবারে গোপন। কী বক্তৃতা দিয়েছি তার বিষয় কী ছিল তা প্রকাশ্যে বলা একেবারে নিষিদ্ধ। দাসখত দিতে হয়েছে আমাকে। সেই কারণে সব কথা খুলে বলা যাবে না। যাইহোক প্যারিস অলিম্পিকের কথায় ফেরা যাক। প্যারিসের 'প্লেস দে লা কনকর্ড'। যেখানে গিলোটিন হতো। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে সবাই ধরে ধরে গিলোটিন করা হয়েছিল এই স্থানেই। ষোড়শ লুই এবং রানি আন্তোনেয়াৎ বলেছিলেন, 'ওরা রুটি পচ্ছে না তো কী, কেক তো খেতে পারে।' এই কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল ফরাসি জনগণ। দুজনকেই ধরে গিলোটিন করে দেওয়া হয়েছিল। ফরাসিরা খুবই শান্ত। রেগে গেলে যে রাগ কতদুর পর্যন্ত যেতে পারে তা অনুমান করা যেতে পারে ফরাসি বিপ্লবের কথা পড়লেই। ইংল্যান্ডের রাজা রানিরা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তারা তো প্রাচীর তুলে দিয়েছিলেন। কোনও ফরাসি নাগরিকেরা যেন বিলাতে প্রবেশ না করতে পারে। বিলাতের রাজা রানিকে রক্ষা করতে হবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ইংল্যাণ্ড। তবে ফরাসি বিপ্লবের ফলে বিলাতের মানুষের উপকার হয়েছিল। বিলাতের রানি এবং রাজা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন সংসদীয় মন্ত্রীসভা তৈরি করতে হবে। দেশের জনপ্রতিনিধিদের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা তুলে দিতে হবে। বিলাতে রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র পাশাপাশি রয়েছে। পুরো রাজতন্ত্রের পতন সেখানে ঘটেনি। তবে ফরাসি বিপ্লবের পড়ে ফরাসি দেশে রাজতন্ত্র ফিরে এসেছিল নেপোলিয়নের হাত ধরে। সম্রাট নেপোলিয়নকে গ্রহণ করে নিয়েছিল ফরাসি বিপ্লবী মানুষেরা। কিন্তু নেপোলিয়ন সবচেয়ে বেশি ভুল করলো ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। এর ফলে তাঁর সুনাম নষ্ট হল। ওয়াটার লু যুদ্ধে পরাস্ত হলেন নেপোলিয়ন। যে ফরাসি নেপো লিয়নের ওপরে ভরসা রেখেছিল সেই ভরসা আর থাকলো না। যার ফলে নেপোলিয়নকে নির্বাসনে যেতে হল। রাজতন্ত্র থেকে মুক্ত হল ফরাসিরা। প্যারিসে যারা অলিম্পিক্স দেখতে গিয়েছিল তারা কেউ এবারে নতরদাম গির্জা দেখতে পায়নি। ২০১৯ সালে অগ্নিকাণ্ডের পর সেখানে প্রবেশ করা একেবারে নিষিদ্ধ এখনও। সংস্কার হচ্ছে। এবারে স্যেন নদীর ওপরে হয়েছিল অলিম্পিক বোধন। স্যেন নদীর ওপরে ক্রুজ নিয়ে অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী ক্রীড়াবিদের উপস্থিত থাকেন। এক একটি দেশের জন্য এক একটি ক্রুজ দেওয়া হয়েছিল। ছোট দেশের জন্য একটি ক্রুজে দুই তিনটি দেশের প্রতিযোগীদের দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তাদের দেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে উচ্ছাস করতে। এই স্যেন নদীতে এখন স্নান করা নিষিদ্ধ। জল দূষিত। তবে অলিম্পিক্স সাঁতার করার জন্য জলকে দ্রুত পরিস্কার করা হয়। দুষণ দূর করা হয়েছিল। 'জোয়ান অব আর্ক'-এর চিতাভস্ম এই নদীতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। জোয়ান এব আর্কের অপরাধ তিনি মেয়ে হয়ে পুরুষদের পোশাক পরতেন। যুদ্ধের কোনও পাঠ তিনি গ্রহণ করেননি। তবুও সেনা বাহিনীকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু বিচার সভায় কিশোরীর বিরুদ্ধে আর কোনও অপরাধ খুঁজে পাওয়া যায়নি। কী অদ্ভুত পরিহাস। ফরাসিরা বড্ড বেশি রোমান্টিক এবং কাব্যিক। কাব্যের সঙ্গে খেলার মহড়া করতে খুবই উৎসাহী ছিল ফরাসি জনগণ। তারা দেখিয়ে দিয়েছিল যে খোলা আকাশের নিচে অলিম্পিক্স উদ্বোধন করা যায়। খোলা আকাশের সঙ্গে স্থলের ও জলের মিলন সেতু তৈরি করা হয়েছিল প্যারিস অলিম্পিক্স ঘিরে। ভারতের ক্রীড়াবিদদের লক্ষ্য ছিল প্যারিস অলিম্পিক্স থেকে সোনা পাওয়া দিকে এগিয়ে যাওয়া। সেটা এবারে সফল হল না। অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়ে গেল। কুস্তিতে ভারত সোনা পাওয়ার একটি সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। গুলেদানন্দকে আফসোস করতে দেখা গেল যে ভারতের মতো একটি বিশাল জনসংখ্যার দেশে এই রকম একটি অলিম্পিক্স আয়োজন করতে পারছে না। ভারতে কমনওয়েলথ হয়েছে। ফিফা বিশ্বকাপ খেলা হল জুনিয়র মহিলা ফুটবলাদের নিয়ে। কিন্তু অলিম্পিক্স করতে পারছে না ভারত। হকিতে ভারত জেগে ছিল। ভারতের হকি তো এক সময়ে জাদুতে পরিণত হয়েছিল। ধ্যানচাঁদকে তো হকির জাদুকর বলা হতো। জার্মান চ্যান্সেলর হিটলার পর্যন্ত ধ্যানচাঁদকে অফার দিয়েছিলেন জার্মানী হয়ে যেতে। সব সুযোগ তৈরি করে দেবে ধ্যানচাঁদকে। কিন্তু ধ্যানচাঁদ হিটলারের সেই অফার গ্রহণ করেননি। তিনি ভারতের হয়ে খেলার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। এবারে প্যারিস অলিম্পিক নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল। কিউ আর কোড দিয়ে দিয়ে প্রবেশ করতে হতো প্রতিটি দর্শকদের। কিউ আর কোড না মিললে তিনি খেলা দেখতে পারতেন না। তাকে খেলার বাইরে অবস্থান করতো হতো। এটা করা হয়েছিল ইজরায়েল হামাস যুদ্ধের জন্য। জঙ্গিদের হুমকি ছিল। ইজরায়েল খেলোয়াড়রা যাতে প্যারিস অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ না করতে পারে তার জন্য আগাম হুমকি শুনতে হয়েছিল ফরাসি সরকারকে। সেই কারণে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা তৈরি করা হয়। ১৯৭৬ সালে মন্ট্রিল অলিম্পিক দেনায় ডুবে গিয়েছিল। খেলার আদর্শ পিস অ্যাণ্ড ইউনিটি তখন প্রায় ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। ১৯৭২ সালে জঙ্গিরা মিউনিখ অলিম্পিক আক্রমণ করে। ১১ জন ইজরায়েল অ্যাথলেটিক এবং কোচ প্রাণ হারান। ১৯৮৪ সালে কেউই অলিম্পিক্সের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি হচ্ছিল না। দেনার ভয়ে সব দেশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। আমেরিকা দায়িত্ব গ্রহণ করলো। লাভ করলো ২৩৩ মিলিয়ন ডলার। উবেররথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন কী করে অলিম্পিক্স থেকে বিশাল অঙ্কের টাকা আয় করা যেতে পারে। অলিম্পিক্সকে আরও জনপ্রিয় করতে ক্রিকেটকে সঙ্গে করে নেওয়া হয়েছে। পেশাদারি ক্রিকেট একন অলিম্পিক্স খেলার অন্যতম আকর্ষন। বিশ্ব ক্রিকেট সংস্থা এ ব্যাপারে কোনও আপত্তি করেনি। তারা সম্মতি দান করেছে। উবেররথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন কী করে অলিম্পিক থেকে আয় করতে হয়। কোডাক দুই মিলিয়ন ডলার দিতে চেয়েছিল। কিন্তু জাপানের ফুজি সেখানে ৭ মিলিয়ন ডলার দিয়ে রাজি হওয়ার ফলে ফুজি কোডাককে পরাস্ত করে স্পনরশিপ গ্রহণ করে নিল। অ্যাথলিটদের ব্যক্তিগত স্পনসরশিপকে আনার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছিলেন উবেররথ। অলিম্পিক্সের টর্চ রিলেকেও বিক্রি করে দিয়েছিলেন উবেররথ। ১৯৮১ সালে আইওসি প্রেসিডেন্ট হন জুয়ান আন্তোনিয়ো সামারঞ্চ। তিনি আমেরিকার কাণ্ডকারখানা দেখে একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সামারঞ্চ বুঝে গিয়েছিলেন কী করে টাকা আয় করতে হয়। অলিম্পিক্স গেমন যেন দেনায় দায়ে বিপর্যস্ত না হয়ে পড়ে তার দিকে তিনি লক্ষ্য রাখতে শুরু করলেন। ১৯৮৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক শুরু হওয়ার আগেই টিভির স্বত্ব বিক্রি করে দিয়েছিলেন করপোরেটে সংস্থার কাছে। তার ফলে অলিম্পিক্স শুরু হওয়ার আগেই অলিম্পিক্স কমিটির পকেট ভর্তি। প্যারিস অলিম্পিক্স শুরু করা আগে কুবার্তিনের উচিত ছিল উবেররথের সন্ধান করা। সোচিতে উইন্টার গেমসে প্রচুর খরচ হয়েছিল। টাকা তোলা যায়নি। রিয়ো অলিম্পিকে বিশাল ক্ষতি। ক্ষতির ভয়ে কেউ আর দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাইছে না। সবাই অলিম্পিককে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। সেই কারণে আবার অলিম্পিক আমেরিকামুখী। উবেররথ খেয়ে ব্লু প্রিন্ট তৈরি করে দিয়েছিলেন সেই রাস্তা ধরেই আমেবিকা অলিম্পিক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে অলিম্পিক্সের বাণিজ্যকরণ শুরু হয়ে গিয়েছে। ২০২৮ সালে অলিম্পিক্স গেমসে ক্রিকেটের আত্মপ্রকাশ। তার আগেই আমেরিকাতে টি -২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলার আয়োজন করে ক্রিকেটের জমি তৈরি করা হল। শোনা যাচ্ছে এবারে মহাকাশ স্টেশন থেকে নভোশ্চরেরা অলিম্পিক্সের খেলা দেখতে পাবে। আধুনিক বিজ্ঞানকে এবারে আমেরিকায় আয়োজিত অলিম্পিক্স গেমসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। প্যারিস অলিম্পিক্স কাব্যের সঙ্গে গেমসকে জুড়ে দিয়েছিল। আগামি দিনে আমেরিকা বিজ্ঞানকে গেমসের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলবে।

ক্যান্সার হাসপাতাল তৈরি করল টাটারা

বিশেষ প্রতিবেদক

ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে আমরা সব সময় তাজমহলকেই চিনি কিন্তু আসল ভালবাসা নিদর্শন একজন কিভাবে রেখে গেছেন তা হয়তো আমাদের অনেকের অজানা। আসুন জেনে নেওয়া যাক সেই আসল ভালবাসার নিদর্শনের কথা।

১৮৯৮ সালের valentines day তে অর্থাৎ ১৪ই ফেব্রুয়ারি দিন বিয়ে হয় দোরাবজিটাটা এবং মেহেরবাঈ এর। বিয়ের দু বছর পর অ্যানিভার্সারির দিন দোরাবজি টাটা তার প্রিয়তম স্ত্রীকে একটি হিরে উপহার দেন। সেই হিরেটি আকারে বিশ্ব বিখ্যাত কোহিনুর হীরের চেয়েও দ্বিগুণ বড় ছিল। ২৪৫ ক্যারটের এই হীরের বর্তমান দাম প্রায় ১৩৫ কোটি টাকা। স্বামীর থেকে এই উপহার পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন মেহেরবাঈ টাটা।

তবে আশ্চর্যজনক ঘটনা হল এই হিরেটি না থাকলে আজ হয়তো ভারতবর্ষের বুকে টাটা কোম্পানির কোন অস্তিত্বই থাকতো না। আমরা হয়তো রতন টাটার মত শিল্পপতি কেউ দেখতে পেতাম না।

মেহেরবাঈ ছিলেন খুবই সুন্দরী একজন নারী। তার মানসিকতায় রাজকীয় ভাবের পরিচয় ও পাওয়া যায়। ভারতীয় শাড়ি পড়েই তিনি দুনিয়ার সব ইভেন্টে পৌঁছে যেতেন। তিনি খুব ভালো টেনিস খেলতেন। ঘোড়সওয়ার থেকে গাড়ি চালানো সবেতেই তিনি ছিলেন দক্ষ। ভারতীয় মহিলাদের অধিকার নিয়ে তিনি অনেক ভাবতেন। টাটা গ্রুপের বিজনেস সেই সময় রমরমিয়ে চলছে। ইস্পাত শিল্পের এক নম্বর শিরোপা তখন একমাত্র টাটা কোম্পানির দখলে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর টাটা গ্রুপের অবস্থা তখন এতটাই খারাপ হল যে দোরাবজির টাটার কাছে তখন শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দেওয়ার টাকাও ছিল না। টাটা গ্রুপ প্রায় বন্ধ হতে শুরু করেছিল।

এই অসময়ে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন মেহেরবাঈ টাটা। উপহারে পাওয়া তার সেই দামি হীরের সহ প্রচুর গহনা বন্ধক দেবার অনুরোধ জানান তার স্বামীকে। প্রথমে রাজি না হলেও গরিব শ্রমিকদের কথা ভেবে তিনি তার স্ত্রীর সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং সেই সময় দামি হিরেটি এবং সমস্ত গহনা বন্ধক দিয়ে এক কোটি টাকা লোন পেয়েছিলেন দোরাবজি টাটা। সেই টাকা দিয়ে শ্রমিকদের সমস্ত পারিশ্রমিক মিটিয়ে আবার নতুন

করে শুরু করলেন টাটার ইস্পাত কারখানা। কয়েক দিনের মধ্যেই আবার রমরমিয়ে চলতে লাগল টাটা গ্রুপের ব্যবসা। দোরাবজি টাটাও কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাংকের লোন মিটিয়ে তার স্ত্রীর কাছে হিরে সহ সমস্ত গহনা তার হাতে তুলে দেন।

কিন্তু ১৯৩১ সালে মেহেরবাঈ টাটার হঠাৎ শরীর অসুস্থ হয়। চিকিৎসায় ধরা পড়লো তিনি ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত। দেশ বিদেশের অনেক ডাক্তারকে দেখিয়েও এই রোগ থেকে তার স্ত্রীকে সুস্থ করতে পারেননি দোরাবজি টাটা। অবশেষে সালে মেহেরবাঈ টাটা এক নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঠিক এক বছর বাদে দোরাবজি তার স্ত্রীর মৃত্যুর শোক করতে না পেরে ১৯৩২ সালে ৩রা জুন তিনি মারা যান। কিন্তু মারা যাওয়ার আগে তিনি স্ত্রীর জন্য তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন ভারত বর্ষের বুকে ভালোবাসার এক প্রতীক। তার স্ত্রীকে ক্যান্সারের যন্ত্রণায় তিলে তিলে শেষ হয়ে যেতে দেখেছিলেন দোরাবজি টাটা।

তখন ভারতবর্ষের বুকে ক্যান্সারের জন্য কোন চিকিৎসা কেন্দ্র ছিল না। যার জন্য মারা যেত বহু গরিব ও মধ্যবিত্ত ক্যান্সারে আক্রান্ত মানুষেরা। তাই সাধারণ ভারত বাসীর কথা ভেবে স্ত্রী মেহেরবাঈ-এর সেই বহু মূল্য হিরে টা বিক্রি করে তিনি বানিয়ে ছিলেন টাটা মেমোরিয়াল হসপিটাল এবং লেডি টাটা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। প্রতিবছর এই হাসপাতালে প্রায় ৬৫ হাজার মানুষ ক্যান্সারের চিকিৎসা করাতে আসেন। তার মধ্যে প্রায় ৭০% ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়। বছরের প্রায় সাড়ে চার লক্ষ ক্যান্সার রোগীর ফলোআপ ট্রিটমেন্ট চলে এখানে। প্রতিমাসে প্রায় কয়েক হাজার শিশু ক্যান্সার রোগী সুস্থ হয় এই হাসপাতাল থেকেই। শুধু ভারতবর্ষে নয়, বাংলাদেশ থেকেও প্রচুর মানুষ এসে এই হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা করাতে আসেন টাটা মেডিকেল সেন্টারের বিভিন্ন শাখায়। বাংলাদেশের মানুষেরাও জানেন ভারতে এই টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে ক্যান্সারের সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হয়। তাজমহল তৈরির পর শাহজাহান শ্রমিকদের আঙুল কেটে দিয়েছিলেন যাতে তাজমহলের মত আর কোন স্থাপত্য না তৈরি হয় ।কিন্তু মৃত্যুর আগে দোরাবজি টাটা বলে গিয়েছিলেন সারা দেশ জুড়ে যেন অজস্র হাসপাতাল তৈরি হয় যাতে ভারতবর্ষের সাধারণ ও মধ্যবিত্ত মানুষরা সবথেকে ভালো ক্যান্সারের চিকিৎসা করতে পারেন। শুধু মুম্বাই নয় কলকাতা সহ ভুবনেশ্বর ,বারানসি ,তিরুপতি , রাঁচি, উত্তর প্রদেশ ইত্যাদি জায়গাতেও গড়ে উঠেছে টাটা মেডিকেল সেন্টার। ভারত সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে তেলেঙ্গানা আসাম ওড়িশা নাগাল্যান্ড প্রভৃতি জায়গাগুলিতে ক্যান্সারের রিসার্চ ও নেটওয়ার্ক তৈরী চলছে। যে ক্যান্সারের জন্য স্ত্রী মেহেরবাঈকে হারাতে হয়েছিল সেই ক্যান্সারের জন্যই ৯২ বছরেরও বেশি সময় ধরে লড়াই করে চলেছে টাটা মেমোরিয়াল হসপিটাল। কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো আমরা টাটা গ্রুপ থেকে বাজারে পেয়েও যাব ক্যান্সার সারানোর ওষুধ। একেই বলে ভালোবাসার আসল নিদর্শন।

কিন্তু সময়ের বিবর্তনে ইতিহাসের পাতায় দোরাবজি এবং মেহেরবাঈএর এই ভালোবাসার কথা হয়ত একদিন হারিয়ে যাবে। তাদের অবদানের কথা ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে। আসলে টাটা গ্রুপ এখনও মানুষের সেবার আত্মনিয়োগ করে থাকে। তারা যেভাবে দেশ সেবা করে আর কোনও শিল্পপতিকে তা কতে দেখতে পাওয়া যায় না। বিড়লারা করে। তাদেরও দানধ্যান রয়েছে। বিড়লাহাসপাতাল রয়েছে ভারতের বহু শহরে। কিন্তু টাটারা যেন সবার থেকে একটু বেশি এগিয়ে থাকে। তারা এখন সব রকমের ব্যবসায় নেমে গিয়েছে হীরে থেকে শুরু করে নুন পর্যন্ত বিক্রি করছে। তবে তারা আবার বহু নতুন করে হাসপাতাল তৈরি করছে মানুষের চিকিৎসার জন্য।

সম্পাদক সমীপেষু

ফুটবলার শৈলেন মান্না

সালটা ছিল ১৯৪২। দেশের স্বাধীনতা লাভ করতে তখনও বছর পাঁচেক বাকি। বছর ১৮-র এক তরুণ ছিপছিপে ছেলে সবুজ-মেরুন তাঁবুতে পা রেখেছিলেন। চোখে ছিল গনগনে আগুন। বিপক্ষের যে কোনও স্ট্রাইকারের আক্রমণ যেন অবলীলায় বুক দিয়ে আগলে রাখার ক্ষমতা ছিল তাঁর। সেই শুরু। তারপর কেটে গেছে ১৯ বসন্ত। আজও মোহনবাগানের সর্বকালের সেরাদের মধ্যে অন্যতম তিনি। ১৯৫০-১৯৫৫, টানা পাঁচ বছর মোহনবাগানের অধিনায়ক ছিলেন তিনি । অধিনায়ক থাকাকালীন মোহনবাগান ক্লাব স্বর্ণযুগের সাক্ষাৎ করে। এইসময় ছ'বার আই.এফ.এ শিল্ড জয় করা ছাড়াও পাঁচবার ডুরান্ড কাপ জেতে মোহনবাগান। এমনকি ১৯৫৫ সালে প্রথমবার রোভার্স কাপ জয়ও আসে তাঁর নেতৃত্বেই। জানা যায়, কখনোই এই ক্লাবে খেলার জন্য কোনো পারিশ্রমিক নেননি । তাঁর পায়ের শটে এতোটাই জোর ছিল যে, বিপক্ষের গোলরক্ষক রীতিমতো শঙ্কিত থাকতেন। শোনা যায়, একবার তাঁর মারা বল ধরতে গিয়ে বিপক্ষ গোলরক্ষকের হাত পর্যন্ত ভেঙে গিয়েছিল। আসল নাম শৈলেন্দ্রনাথ মান্না। ময়দানের মান্নাদা। গোষ্ঠ পাল-কে যদি ভারতীয় ফুটবলের সম্রাট ধরা হয়, তাহলে তার পরবর্তী স্থানে উঠে আসতেই পারে ভারতীয় ফুটবলের প্রবল পরাক্রমী ডিফেন্ডার শৈলেন মান্নার নাম।

তাঁর কথা অনুযায়ী তাঁর জীবনের আক্ষেপ মাত্র দুটিই, এক ১৯৪৮ সালে খালি পায়ে লড়াই করেও লন্ডন অলিম্পিকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম পেনাল্টি মিস। ভারতের ফুটবল ইতিহাসে লন্ডন অলিম্পিক-ই ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক সফর। দুই, তাঁর নেতৃত্বে ১৯৫০ সালে ভারতীয় ফুটবল দলের ১৯৫০ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে না পারা। সেবার লন্ডন অলিম্পিক্সে ফ্রান্সের কাছে ২-১ গোলে হারলেও খালি পায়ে খেলা ভারতীয় দলের একাগ্রতা সারা পৃথিবীর নজর কাড়ে। বাকিমহ্যাম প্যালেসে স্বয়ং রাজকুমারী মার্গারেট শৈলেন মান্নাকে প্রশ্ন করেন, খালি পায়ে খেলে-ও তিনি কিভাবে এত অপ্রতিরোধ্য? জবাবে তিনি বলেছিলেন, খেলার আসল শক্তিটা থাকে মাথায়। মাথার সঙ্গে পায়ের যে অকৃত্রিম যোগাযোগ তিনি ময়দানে আজীবন স্থাপন করেছিলেন তা আজও স্মরণ করে বাঙালি। ১৯৪৮ সালে তিনি লন্ডন অলিম্পিক্সে জাতীয় ফুটবল দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। এছাড়া ১৯৫৪ সালে এশিয়ান গেমস এবং ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিক্সে শৈলেন মান্না উ ভারতীয় ফুটবল দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৫১ সালের এশিয়ান গেমসে ভারত সোনার পদক জয় করেছিল। এছাড়া ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পরপর তিন বছর ভারতীয় ফুটবল দল চতুর্দেশীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়লাভ করেছিল উ গোষ্ঠ পালের পর তিনিই দ্বিতীয় ভারতীয় ফুটবলার হিসেবে ১৯৭১ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। সাল ২০০০, ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন তাঁকে 'ফুটবল অফ দ্য মিলেনিয়াম' নামে আখ্যায়িত করে।

শোনা যায়, কিছু তাবড়-তাবড় ফুটবলাররা যেমন কিছু কুসংস্কারে বিশ্বাস করতেন বা এখনও করে থাকেন, শৈলেন মান্না তার ব্যাতিক্রম ছিলেন না। খেলার সময় ম্যাচ চলাকালীন মাঠে নামার আগে বাম পকেটে সর্বদা মা কালীর ছবি রাখতেন তিনি। ২০০১ সালে তিনি মোহনবাগান রত্ন সম্মানে ভূষিত হন।

কিংবদন্তি শৈলেন মান্না-র জন্মদিন আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। চির স্মরণীয় হয়ে থাকুন আপনি সকলের মাঝে।

ডিএম অফিস ঘেরাও অভিযানে চলল লাঠিচার্জ-জলকামান, তপ্ত কোচবিহার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২ সেপ্টেম্বর ঃ আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির জেলাশাসকের দপ্তর ঘেরাও অভিযানে ধুন্ধুমার। কোচবিহারে পুলিশ ও বিজেপি কর্মীদের খণ্ডযুদ্ধ। কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। ছোঁড়া হয় কাঁদানে গ্যাস। গ্রেপ্তার হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। আরজিকর কাণ্ডে উত্তাল বাংলা। নিজেদের মতো করে আন্দোলনে শামিল হয়েছে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনগুলি। তরুণী চিকিৎসকের হত্যার বিচারের দাবিতে সোমবার রাজ্যজুড়ে জেলাশাসকের দপ্তর ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। কোচবিহারের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামানিকের নেতৃত্বে মিছিল এগোচ্ছিল জেলাশাসকের দপ্তরের দিকে। মাঝপথে সেই মিছিল আটকায় পুলিশ। ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করে বিজেপি কর্মীরা। এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন নিশীথ প্রামানিক। ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। রীতিমতো ধাক্কাধাক্কা শুরু হয়। পরিস্থিতি আয়ত্বে আনতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এর পর পাল্টা ইটবৃষ্টি শুরু করে বিজেপির নেতা-কর্মীরা। পরবর্তীতে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে পুলিশ। সব মিলিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। গ্রেপ্তার করা হয় নিশীথ প্রামানিক-সহ বেশ কয়েকজনকে। উল্লেখ্য, এছাড়াও এই কর্মসূচি ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অশান্তির খবর প্রকাশ্যে এসেছে। ধস্তাধস্তিতে জড়িয়েছে পুলিশ ও বিজেপি। অন্যদিকে, দফা এক দাবি এক। এই দাবিতে পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসকের অফিস ঘেরাও জেলা বিজেপির। আসানসোলের বিএনআর মোড় রবীন্দ্রভবন থেকে মিছিল করে জেলাশাসকের অফিসের সামনে এসে পৌঁছায় মিছিল। পুলিশের ত্রিস্তরীয় ব্যারিকেডে আটকে যায় বিজেপি কর্মীরা। গার্ডরেল দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করে পুলিশ। ব্যারিকেড টপকে জেলাশাসক অফিসের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় পুলিশের। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। অন্যদিকে, বিজেপির জেলা শাসকের দফতর ঘেরাওকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা বাঁকুড়াতেও। তিলোত্তমার বিচার চেয়ে সারা রাজ্যের পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলাতেও জেলা শাসকের দফতর অভিযানের ডাক দেয় বিজেপি। বাঁকুড়া হিন্দু হাইস্কুল ময়দান থেকে মিছিল করে এদিন বিজেপি কর্মীরা বাঁকুড়া জেলা শাসকের দফতরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। আজিজ অফিস মোড়ের কাছে পর এক ব্যারিকেড করে মিছিলের পথ অবরোধ করে পুলিশ। দফায় দফায় পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন বিজেপি কর্মীরা। পরে ব্যারিকেডের সামনেই বিক্ষোভ শুরু করেন বিজেপি কর্মীরা। আন্দোলনকারী বিজেপি কর্মীদের দাবি আরজিকরের নির্যাতিতার বিচার যতক্ষণ পর্যন্ত না হচ্ছে ততক্ষণ আন্দোলন চলবে। ব্যারিকেড করেও এই আন্দোলন দমানো যাবে না।

ময়নাগুড়িতে চিহ্নিত হবে টোটো, উদ্যোগ পুরসভার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর আগেই জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি শহর এলাকার টোটো চিহ্নিতকরণ হয়ে যাবে বলে জানালেন ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়। তিনি জানিয়েছেন, ময়নাগুড়ি পুরসভা তরফে শহর এলাকার টোটো চালকদের একটি ফর্ম দেওয়া হয়েছে। এই ফর্ম পূরণ করে টোটো চালকরা পুরসভা অফিসে জমাও দিচ্ছেন। এই ফর্ম হিসেবে প্রত্যেক টোটো চালককে অঞ্চল ভিত্তিক স্টিকার দেওয়া হবে পুরসভার পক্ষ থেকে।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব মোতাবেক হরিদ্বারের আদলে তারাপীঠে শুরু হলো আরতি

দুরন্ত বার্তা, তারাপীঠ, ২ সেপ্টেম্বর ঃ হরিদ্বারের গঙ্গা আরতির আদলে কৌশিকী অমাবস্যা থেকেই দ্বারকা নদীতে শুরু হলো সন্ধ্যা আরতি। নাম দেওয়া হয়েছে গঙ্গা-আরতি। মন্দিরের পাঁচ জন সেবাইত প্রথম আরতি শুরু করলেন। এই আরতি দেখতে দ্বারক নদীর চারিদিকে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছে।

সোমবার ভোর থেকে শুরু হয়েছে কৌশিকী অমাবস্যা। এই বিশেষ দিনে লক্ষ লক্ষ পুন্যার্থী তারাপীঠে ভিড় জমান। এই বিশেষ দিনে মা তারার পুজো দিলে মনস্কামনা পূরণ হয় বলে পুন্যার্থীদের বিশ্বাস। তাই এবারও রাজ্য ছাড়িয়ে বিহার, ঝাড়খণ্ড, আসাম থেকে লক্ষ মানুষ ভিড় জমিয়েছেন তারাপীঠে। এই বিশেষ দিনে গঙ্গা-আরতি শুরু করতে পেরে খুশি প্রশাসন থেকে মন্দির কমিটি। জেলা শাসক বিধান রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা দীর্ঘদিন পর বাস্তবে রূপ পেল। ইতিমধ্যে আরতির জন্য দ্বারকা নদীর পশ্চিমপাড়ে ঘাট তৈরি করেছে তারাপীঠ - রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ। সেই ঘাটেই আরতি শুরু করা হল। এই আরতি তারাপীঠে আসে পুণ্যার্থীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় বলেন, দ্বারকা নদী এখানে উত্তর বাহিনী। ফলে দ্বারকা নদীকে এখানে গঙ্গা রূপে পুজো করা হয়। তাই এখানে গঙ্গা-আরতি করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মতো নদীর পশ্চিম পাড়ে পার্ক গড়া হয়েছে। আরতির জন্য কংক্রিটের ঘাট নির্মাণ করা হয়েছিল। সেখানেই পঞ্চপ্রদীপ সহযোগে পাঁচ জন সেবাইত আরতি করলেন।

বিদ্যুতের ট্রান্সফরমারে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড

দুরন্ত বার্তা, বাগডোগরা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ বাগডোগরার এয়ারপোর্ট মোড় সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুৎ এর ট্রান্সফরমারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। সোমবার ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গেছে, এদিন হঠাৎই ট্রান্সফরমারে আগুন লাগে। আগুন ছড়িয়ে পড়তেই বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আগুনের জেরে ট্রান্সফরমারের তেল বের হতেই যানবাহন চলাচলও বন্ধ করা হয়। পরে খবর পেয়ে নকশালবাড়ি ও মাটিগাড়া দমকলের ২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বাগডোগরা পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছান। শর্টসার্কিট থেকেই এই আগুন বলে অনুমান দমকলকর্মীদের।

জেলাশাসকের দফতর ঘেরাও অভিযান বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুরেও জেলাশাসকের দফতর ঘেরাও কর্মসূচি হল সোমবার। ছিলেন দিব্যেন্দু অধিকারী-সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। নিমতড়ি থেকে প্রায় হাজার খানেক বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা মিছিল করে এগিয়ে আসে জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে। তাঁরা প্রথম গেট পেরিয়ে ঢুকলেও দ্বিতীয় গেটে ঢোকার আগেই তাঁদের পুলিশ বাধা দেয়। এরপরেই বেশকিছু বিজেপি মহিলা কর্মী সমর্থক পুলিশকে উদ্দেশ্য করে চুড়ি দেখিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। এদিন জেলাশাসকের দফতরের সামনে বক্তব্য রাখেন তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি তথা হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মন্ডল, দিব্যেন্দু অধিকারী-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

'মাইনে পান, অথচ জলপাইগুড়িতে বসে উনি', স্কুলে তালা ঝোলালেন অভিভাবকরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ শতাধিক পড়ুয়া। অথচ ক্লাস নেন দু'জন শিক্ষক। তার মধ্যে আবার একজন ভারপ্রাপ্ত প্রধান। ফলে মিড ডে মিল থেকে নানা কাজকর্ম, সবই দেখতে হয় তাঁকে। ঠিকমতো ক্লাস নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রতিবাদে স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। ধূপগুড়ি মহকুমার ভাওয়াল পাড়ার বৈরাতিগুড়ি ১ এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে স্কুল। সোমবার সকাল থেকে ক্লাসরুমে না গিয়ে বিক্ষোভে শামিল হয় পড়ুয়ারাও। অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১০৫ জন। আর কাগজে-কলমে শিক্ষক রয়েছেন তিনজন। তাঁদের বক্তব্য, এখানে দ্রুত শিক্ষক- শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে। তাঁদের অভিযোগ, একজন শিক্ষিকা আছেন, তিনি এখন জলপাইগুড়িতে। এখানে এসে মাঝেমধ্যে অ্যাটেনডেন্স দিয়ে যান। উনি ক্লাস নেন না, অথচ এখানে থেকে বেতন পান বলেও অভিযোগ। এক অভিভাবক বলেন, আমাদের এই স্কুলে শিক্ষক - শিক্ষিকার খুবই অভাব। দু'জন শিক্ষিকার চারটে ক্লাস। তার উপর আবার দু'জনের মধ্যে একজন ভারপ্রাপ্ত প্রধান। ওনার অনেক রকম কাজ থাকে। হিসাবমত একজন শিক্ষিকাকেই সমস্ত কাজ করতে হয়। এতগুলো বাচ্চা। যেকোনও মুহূর্তে যা কিছু হতে পারে। তাই আমরা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছি। পড়াশোনাই তো হচ্ছে না স্কুলে। স্কুল খুলে রেখে আর কী লাভ? এখনও স্কুল কর্তৃপক্ষের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

আহত বৃদ্ধ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ জলপাইগুড়িতে সোমবার হাতির আক্রমণে গুরুতর আহত এক বৃদ্ধ। আহত বৃদ্ধের নাম নর বাহাদুর ছেত্রী (৭২)। জানা গেছে, এদিন সকালে খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জের কালিডাঙ্গা এলাকায় মর্নিং ওয়াক করতে গিয়েছিলেন নর বাহাদুর ছেত্রী। ঠিক তখনই হাতির পাল ঝাড়ুজোট বন থেকে টুকরিয়াঝাড় বনের দিকে এগোচ্ছিল। এই সময় একদল হাতির পাল তাঁর ওপর হামলা চালায়। যার কারণে তিনি গুরুতর আহত হন।

'বিশুদ্ধ' জল খেয়ে অসুস্থ একাধিক

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ কাঁথিতে পানীয় জল পান করে অসুস্থ বহু। একাধিকজন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। কাঁথি এক নম্বর ব্লকের মহিষাগোঠ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বহু গ্রামে সরকারি পরিষেবায় পানীয় জল দেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের দাবি, সেই জল পান করার পর থেকেই গ্রামের একাধিক জন অসুস্থ হয়ে পড়েন। গ্রামের প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই কেউ না কেউ অসুস্থ বলে জানা যাচ্ছে। গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, গত তিনদিন ধরে পানীয় জল খাওয়ার পর একের পর এক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এলাকার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ও হাসপাতালের ভর্তি হয়েছেন। ঘটনার পর থেকে এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। চিকিৎসা পরিষেবা ঠিকঠাক না হওয়ার ফলে হাসপাতালে নিয়ে যেতেও ভয় করছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ গ্রামের বহু মানুষ আর্থিক সমস্যার কারণে জল কিনে খাওয়ার মতন পরিস্থিতিতে নেই। এই মুহূর্তে এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে বিশুদ্ধ জল পরিষেবা পৌঁছায়নি বলে দাবি করছেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় স্বাস্থ্য দফতরের আশাকর্মীরা, ব্লকের স্বাস্থ্যকর্তারা গিয়ে এলাকা পরিদর্শন করে এসেছেন। এলাকায় এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য দফতরের কোনও স্থায়ী প্রতিনিধি দল গিয়ে চিকিৎসা শুরু করেননি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। নন্দীগ্রাম জেলা স্বাস্থ্যে আধিকারিক চিকিসক অমিত কুমার দেওয়ান বলেন, কাঁথির ১ ব্লকের মহিষাগোট গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি গ্রামে অনেকে ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। ৬০ জনকে বাড়িতেই চিকিৎসা করানো হয়েছে। ২২ জন হাসপাতালে ভর্তি। প্রত্যেকেই সুস্থ রয়েছে।

হাসপাতালের ভিতরেই দালালদের রমরমা

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ২ সেপ্টেম্বর ঃ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ভিতরেই দালালদের রমরমা! হাসপাতালের অন্দরেই বেআইনিভাবে মেডিক্যাল সরঞ্জাম বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকী নির্দিষ্ট হাসপাতাল থেকে রোগীদের বিশেষ দোকানের নাম বলে দেওয়া হচ্ছে, এমন অভিযোগও উঠেছে। রোগীর পরিবার বলছে, অন্য দোকান থেকে মেডিক্যাল সরঞ্জাম কিনলেই সেটি খারাপ বলে রোগীদের হয়রানি করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুর নাম উল্লেখ করেই দালালরা এই কাজ করছে বলে অভিযোগ। কয়েকদিন আগে কাকদ্বীপ হাসপাতালের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়, সেটা ওই দালালচক্রের ভিডিয়ো বলেই অভিযোগ। সেই ভিডিয়োতে দেখা গেছে, গগনজ্যোতি মাইতি নামে এক ব্যক্তি মেডিক্যাল সরঞ্জাম কেনা নিয়ে এক দালালকে হাসপাতালের ভেতরেই হাতেনাতে ধরে ফেলেন।

পঃ বঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024 নং 27.02.2024 তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, শ্রীমতি সুশীলা দেবী স্বামী মহাঙ্গু প্রসাদ ঠিকানা রামকৃষ্ণ দঙ্গল থানা – আসানসোল (উত্তর) জেলা – পশ্চিম বর্ধমান গত ইংরাজী 24/07/2024 তারিখে 5944 দলিলমূলে (ADSR রেজিস্ট্রীঅফিস)শ্রী যোগেন্দ্র যাদব পিতা স্বর্গীয় শিবলাল যাদব, ঠিকানা দক্ষিণ ধাদকা শিবলাল দঙ্গল থানা আসানসোল (উত্তর) জেলা – পশ্চিম বর্ধমান কর্তৃক সম্পাদিত 1644 নং আমমোক্তারনামা 17.08.2021 A.D.S.R রেজিস্ট্রী অফিস মারফত পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাল্লা ব্লকের নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছে এবং M/N/2024/2305/2506 নং মিউটেশন কেসে নামপত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর আপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস.ডি.এল এন্ড এল.আর.ও (ই.পি-১) অফিসে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ত তথ্য সহ আপত্তি জমা দিতে অনুরোধ করা হইতেছে, অন্যথায় উপরোক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল

ব্লক – উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ
মৌজা- কাল্লা
জে.এল নং – 28
দাগ নং – 335
রায়তের নাম – উপেন্দ্র নাথ মন্ডল ওরফে উপেন মন্ডল
খতিয়ান - 68

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০২.০৯.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৩৯-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ শিয়ালদহ ডিভিসনের রানাঘাট-গেদে শাখায় ব্রিজ নং ১১৯ (আপ) এবং ১১৭ (আপ)-এ এবং মালদা ডিভিসনের ব্রিজ নং ৩৮৬ ডাউন, ৩৮, ২৭৫ এবং ৩৩৩-এর জন্য পিএসসি স্ল্যাব নির্মাণ ও পরিবহন। টেন্ডার মূল্য ঃ ৬,৮৬,৯৯,৫৫০.৪০ টাকা। প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ ৪,৯৩,৫০০.০০ টাকা। ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৪০-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ শিয়ালদহ ডিভিসনে দমদম জংশন স্টেশন এবং বরানগর রোড শাখার মধ্যে আপ এবং ডাউন মেন লাইনে ব্রিজ নং ২ সিসিআর (রেলওয়ে ফ্লাই ওভার)-এর রিগার্ডারিং এবং বজবজ ইয়ার্ড লাইনের ব্রিজ নং ২ সিএইচ-এর রিগার্ডারিং-এর কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ১০,৫১,৫৩,৩০৭.২১ টাকা। প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ ৬,৭৫,৮০০.০০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য ২৩.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপ্রস্তার দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। ভারতীয় রেলওয়ের স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশনস অফ কন্ট্র্যাক্ট ২০২২ অনুসারে ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য। SDAH-173/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসজিডিয়ু/২৭২/১৫৬/ইউ-টি/৮০, তারিখ ঃ ২৯.০৮.২০২৪। চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার/প্রজেক্ট, পূর্ব রেলওয়ে, ৪র্থ তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারগণ যাঁদের সমতুল ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং নিম্নলিখিত কাজ করার জন্য নির্ধারিত বয়ান অনুসারে সন্তোষজনক ন্যূনতম যোগ্যতা রয়েছে তাঁদের নিকট থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- স্থান সহ কাজের নাম ঃ পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিসনের দুর্গাপুরে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং-এর ব্যবস্থা (দুই প্যাকেট পদ্ধতির টেন্ডার)। কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ ₹ ২২,৪৬,০৮,৯৪৩.৬৭। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ১০ (দশ) মাস। অনলাইনে টেন্ডার নথি দাখিলের শেষ তারিখ ও সময় (বন্ধের সময়) ঃ ৩০.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টো। প্রস্তাবের বৈধতা ঃ টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৯০ দিন। ওয়েবসাইট ঠিকানা, সময় এবং তারিখ যেখান থেকে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে ঃ ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ২৯.০৮.২০২৪ তারিখ থেকে। খোলার তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০মিনিটে। যোগ্য টেন্ডারদাতাদের আর্থিক দরপ্রস্তাব-এর পরবর্তী সময়ে খোলা হবে যার তারিখ ও সময় পরে জানানো হবে। দরপ্রস্তাব জামিন ঃ ১২,৭৩,১০০ টাকা। যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে ঃ (১) দরপ্রস্তাবগুলি কেবলমাত্র অনলাইনে দাখিল করা যাবে। (২) টেন্ডারদাতাগণকে ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের ই-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম (আইআরইপিএস) সাইট অর্থাৎ www.ireps.gov.in -এ অবশ্যই নথিভুক্ত হতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংশোধন/সংযোজন, যদি দরকার হয় তাহলে সেগুলি কেবলমাত্র সাইটেই উত্তোলিত হবে। (৩) দরপ্রস্তাবদাতাগণ তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। (৪) এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব/প্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয়। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। CON-55/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৪/বি/৫৩২৮৯৩৩, তারিখ ২৬.০৮.২০২৪। অ্যাসিস্ট্যান্ট এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউস কিপিং ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে ঃ দফার বিভাগ ঃ কালেকশন অ্যান্ড ডিসপোজাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস- সংগ্রহ, উত্তোলন, পরিবহন, খালাস, আবর্জনার পৃথকীকরণ; শুষ্ক বর্জ্য। বর্জ্য সংগ্রহের ঠিকানা ঃ ব্যান্ডেল রেলওয়ে স্টেশন এবং কলোনি। বর্জ্য যে স্থানে অপসৃত করতে হবে ঃ নিকটবর্তী পৌরসভার জঞ্জাল ফেলার এলাকা। অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্য ঃ ১৪,১৩,৬০০ টাকা। প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। প্রদেয় বায়না অর্থ রাশি ঃ ২৮,২৭২ টাকা। চুক্তির মেয়াদ ঃ ০৩ বছর। দরপ্রস্তাবের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ ৯০ দিন। দরপ্রস্তাব প্রদান শেষের তারিখ/সময় ঃ ১৬.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টায়। দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময় ঃ ১৬.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে। একই/সমতুল ধরনের পরিষবার জন্য প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বর্ষসংখ্যা ঃ ৩ বছর। সমতুল পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় কিনা ঃ হ্যাঁ প্রয়োজনীয়। অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড় ঃ নেই। নতুন উদ্যোগের জন্য অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ নেই। বিক্রেতার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় নথি ঃ অভিজ্ঞতার বিষয়ে, দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসিতে অনুরোধকৃত)। * যদি কোনো কারণে দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার বিষয়ক ছাড় চান, সেই ছাড় পাওয়ার তিনি যে যোগ্য তা ক্রেতা কর্তৃক যাচাইয়ের জন্য সেই যোগ্যতার সমর্থনে নথি আপলোড করতে হবে। দরপ্রস্তাব থেকে আরএ কার্যকরী ঃ নয়। দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ সিঙ্গল প্যাকেট বিড। প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের সময় অনুমোদিত ঃ ২ দিন। মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ সম্পূর্ণ মূল্যের ওপর মূল্যায়ন। ই-পিবিজি-র বিশদ বিবরণ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। ই-পিবিজির শতকরা (%) ঃ ৫.০০। ই-পিবিজির জন্য মেয়াদকাল (মাস) ঃ ৩৮। HWH-260/24-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of Moukhali Gram Panchayat
Under Bishnupur-II Panchayat Samity
South 24 Parganas
Notice Inviting E-Tender No.: MGP/301/2024, Date.-29.08.24

The Prodhan, Moukhali Gram Panchayat, Bishnupur-II Panchayat Samity, South 24 Pgs. Invites online percentage rate tenders for the work of construction of concrete cover drain at 3(three) different places. Fund: 15 th FC(tied)/2024-25. Bid submission starting from 29.08.2024 at 5.30 PM. up to 06.09.2024 at 11.00 PM. Date of Opening of tender 09.09.2024 at 11:30 A.M. For details visit website www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Moukhali Gram Panchayat

LN/EL

লি এণ্ড নি সফটওয়্যার (এক্সপোর্ট) লিমিটেড
CIN: L70102WB1988PLC045587
নিবন্ধিত অফিসঃ ১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭
টেলিফোন নম্বরঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪, ফ্যাক্সঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮
ই-মেইলঃ investorslnsel.com, ওয়েবসাইটঃ www.lnsel.com

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে লি এণ্ড নি সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড (কোম্পানী) এর সদস্যদের ৩৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৃহস্পতিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সকাল ১১.০০টায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মানে (OAVM) একটি সাধারণ ভেন্যুতে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান এবং সাধারণের সাথে পঠিত বিধিগুলির সাথে সম্মতিতে সার্কুলার নং ১৪ / ২০২০, ৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে, সার্কুলার নং ১৭/ ২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০, সার্কুলার নং ২০/ ২০২০ ৫ মে ২০২০, সার্কুলার নং ০২/ ২০২১, ১৩ জানুয়ারী, ০২১/ ২০২০ নম্বর সার্কুলার তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, সার্কুলার নং ০২/ ২০২২ তারিখ ৫ মে ২০২২ এবং সার্কুলার নং. ১০ / ২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ (সম্মিলিতভাবে 'MCA সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়) কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় (MCASairsirsirs) জারি করেছে এবং SEBI সার্কুলার তারিখ ১২ মে, ২০২০ এবং ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, ৩৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।

কোম্পানির ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ৩৬ তম এজিএমের নোটিশ সহ সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত আছে ৩৬ তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তি সহ বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাচ্ছে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.lnsel.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেমন BSE লিমিটেড www.bseindia.com, www.cse-india.com এবং NSDL- এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। evoting.nsdl.com। যে সদস্যরা নোটিশে উল্লেখ করা সংবিধিবদ্ধ নথি বা প্রাসঙ্গিক নথিগুলি পরিদর্শন করতে চান তারা এজিএমের তারিখ পর্যন্ত একটি ইমেল investors@lnsel.com পাঠাতে পারেন।

কোম্পানির সদস্যরা যারা প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণ করছেন বা যারা কোম্পানিতে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেননি, তারা দূরবর্তী ই- ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন যা সোমবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (সকাল ৯.০০ ১ST) থেকে শুরু হয় এবং শেষ হয় বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (বিকাল ৫.০০ ১ST) বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এর মাধ্যমে। এজিএম-এ দূরবর্তী ই- ভোটিং এবং ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি ৩৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। নিবন্ধনের পদ্ধতি-

ক) ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল আইডি এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

খ) প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি লিখিত অনুরোধ পাঠানোর মাধ্যমে বা তাদের ফোলিও নম্বর উল্লেখ করে investors@lnsel.com-এ একটি ইমেল পাঠিয়ে তাদের ইমেল আইডি এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানির নিয়ম আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এর বিধান অনুসারে প্রাসঙ্গিক ফ্রেম এবং SEBI এর রেগুলেশন ৪২ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫, সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকের সাথে পড়া। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য ৩৬ তম এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে বৃহস্পতিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শ জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা কল করুনঃ ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০ বা পাঠান evoting@nsdl.com-এর সিনিয়র ম্যানেজার মিসেস পল্লবী মাত্রে বা সদস্যরা কোম্পানি সেক্রেটারিকে বিনিয়োগকারী lnsel.com-এ একটি অনুরোধও লিখতে পারেন।

লি এণ্ড নি সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড
স্বা।-
প্রীতিকা বাজোরিয়া
কোম্পানী সেক্রেটারি

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ০৩।০৯।২০২৪

নোটিশ

[illegible]

তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তার প্রামাণ্য প্রমাণ সহ লিখিতভাবে জানাতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে এমন কোনো দাবি নেই অধিকারী হবে।

মিসেস সুরশ্রী ডন (দে), অ্যাডভোকেট
এফ/২০৬৪/২০০৭/২০১৭
ওলিসা হাউস, ৪ নং সরকারি স্থান,
১ম তলা, রুম নং ১ডি,
বিবিডি বাগ, কলকাতা ৭০০০০১
তারিখঃ০৩.০৯.২০২৪

Office of Moukhali Gram Panchayat
Under Bishnupur-II Panchayat Samity
South 24 Parganas
Notice Inviting E-Tender No.: MGP/302/2024, Date.-29.08.24

The Prodhan, Moukhali Gram Panchayat, Bishnupur-II Panchayat Samity, South 24 Pgs. Invites online percentage rate tenders for the work of construction of concrete road at 7(Seven) different places. Fund: 15 th FC(Untied)/2024-25. Bid submission starting from 29.08.2024 at 5.30 PM. up to 06.09.2024 at 11.00 PM. Date of Opening of tender 09.09.2024 at 11:30 A.M. For details visit website www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Moukhali Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Block Development officer, Haripal Development Block, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Nine (09) nos.** works vide **E-NIT No: - 13/B.D.O/HPL/2024-2025 (2nd Call), Date:- 02/09/2024**. For more information visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–
1. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/068/012/2024-2025/BUSTEE**
Name of Work: **Repairing of Sewer Line and Allied Works near 2 Ballygunge Place East, 60B Bondel Rd & other different places (all Bustee) in Ward No.-068, Borough-VIII.** Estimated Cost (Incl. GST & Cess): ₹ **2,49,551.82**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **120 Days**. Last date and time of submission of bid: **19.09.2024-12.00 noon**. Date of opening of tender: **23.09.2024-12.00 noon**. The bid forms and other details are available on and from **10.09.2024 (5.00 p.m.)** from the website **https:// etender.wb.nic.in.**
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/083/15/2024-2025/R**
Name of Work: **Repairing, Mending & Colouring of Kerb Stone at N.B. St., N.B. 1st Lane, D. Das Row, H.M. Extension Rd, K.P. Lane, K.G. Rd etc. in Ward No.-83.** Estimated Cost (Incl. GST & Cess): ₹ **4,99,839.71**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **12.09.2024 - 12.00 noon.** Date of opening of tender: **14.09.2024 - 12.00 noon**. The bid forms and other details are available on and from **03.09.2024 (5.00 p.m.)**.from the website **https://etender.wb.nic.in.**
3. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/088/017/2024-2025/R**
Name of Work: **Development of Bustee Privies at 13, Bowali Mondal Road (Including Kalia Colony), 54, T.G. Road, 95, T.G. Road etc. in Ward No. 88.** Estimated Cost (Incl. GST & Cess): ₹ **2,99,534.13**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **90 Days**. Last date and time of submission of bid: **17.09.2024-12.00 noon.** Date of opening of tender: **19.09.2024 - 12.00 noon**. The bid forms and other details are available on and from **06.09.2024 (5.00 p.m.)**. from the website **https://etender.wb.nic.in**.

The **Executive Engineer(C), Borough-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–
1. NIT No.: **KMC/EE-III/29/B5/24-25/BUSTEE (1st Call)**
Name of Work: **Improvement of Bustee Sanitary Latrine at 3/H/19, 3/6, 3/4/1B, Narkeldanga Main Road, 15/H/45, 43/H/5, 103/H/12, Narkeldanga North Road and different location in Ward No.-29.** Estimated Cost (Incl. GST & Cess): ₹ **4,14,127.00**. Earnest Money: ₹ **8,300.00**. Period of Completion: **45 Days.**
2. NIT No.: **KMC/EE-III/29/B6/24-25/BUSTEE (1st Call)**
Name of Work: **Improvement of Bustee Sewer at 3/1 to 3/2 Kasai Bustee Cross Lane, 65/H/16 Narkeldanga North Road and different location in Ward No.-29.** Estimated Cost (Incl. GST & Cess): ₹ **3,66,844.00**. Earnest Money: ₹ **7,500.00**. Period of Completion: **30 Days.**
3. NIT No.: **KMC/EE-III/29/B7/24-25/BUSTEE (1st Call)**
Name of Work: **Improvement of Bustee Sanitary Latrine at 36/H/1, 35/H/3, Sastitala Road, 9/C, 9/1, Patuapara Lane, 247/H/16, Maniktala Main Road and different location in Ward No.-29.** Estimated Cost (Incl. GST & Cess): ₹ **3,27,816.00**. Earnest Money: ₹ **6,600.00**. Period of Completion: **45 Days.**
4. NIT No.: **KMC/EE-III/29/B8/24-25/BUSTEE (1st Call)**
Name of Work: **Improvement of Bustee Sewer at 14/H/1E, Narkeldanga North Road and its surrounding area in Ward No.-29.** Estimated Cost (Incl. GST & Cess): ₹ **2,42,250.00**. Earnest Money: ₹ **4,900.00**. Period of Completion: **30 Days.**
5. NIT No.: **KMC/EE-III/1/EMBP/24-25 (1st Call)**
Name of Work: **Repairing of Paver Block Footpath (Where required) along both side Footpath of EM Bypass within Br-III.** Estimated Cost (Incl. GST & Cess): ₹ **3,86,061.00**. Earnest Money: ₹ **7,800.00**. Period of Completion: **45 Days.**
6. NIT No.: **KMC/EE-III/31/12/24-25/BUSTEE (1st Call)**
Name of Work: **Improvement of Bustee Passage at 6/D S.K. Daw Lane, 94, 95 N.M. Road and different location in Ward No.-031.** Estimated Cost (Incl. GST & Cess): ₹ **4,01,947.00**. Earnest Money: ₹ **8,100.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **10.09.2024 - upto 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 6). Date and time of opening of Bid: **12.09.2024 - after 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **03.09.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 6). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 6).

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–
1. NIT No.: **KMC/IX/076/014/2024-2025**
Name of Work: **Repairing of I.P.S. Footpath at 16, Mohan Chand Road etc. in Ward No.-076.** Estimate Amount(Incl. GST & Cess): ₹ **1,88,704.00**. Earnest Money: ₹ **3,800.00**. Period of Completion: **30 Days.**
2. NIT No.: **KMC/IX/076/007/2024-2025**
Name of Work: **Restoration of I.P.S Footpath and Passage at 42, 38/C, 37/5, Watgunge Street, 12/3/C, P.P. East Lane, 13, Durga Das Lane, etc. in Ward No.-076.** Estimate Amount (Incl. GST & Cess): ₹ **2,75,517.00**. Earnest Money: ₹ **5,550.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **12.09.2024 – 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 2). Tender will be opened on: **14.09.2024 – 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 2). The bid forms and other details are available on and from **03.09.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 2). The website **https:// etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 2).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-XI, KMC** invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following works:–
1. NIT No.: **KMC/EEC/XI/113/006/24-25/R**
Name of Work: **Supply of Labour for Repair of Depression with Milling Materials as and when required at Dinesh Nagar, Chakdha Govt. Colony in Ward No.-113.** Estimated Value (Incl. GST & Cess): ₹ **2,93,970.60**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Time of Completion: **60 Days.**
2. NIT No.: **KMC/EEC/XI/114/043/24-25/R**
Name of Work: **Maint. of Road with Hot Mix at Purba Anandapally DBlock, Block, South Anandapally and surrounding places in Ward No.-114.** Estimated Value (Incl. GST & Cess): ₹ **2,84,527.58**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Time of Completion: **30 Days.**
3. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XI/103/011/2024-25/BUSTEE**
Name of Work: **Development of Road by Protecting it by Bullha Piling at Bustee area near A/15 East Rajapur, in Ward No.-103.** Estimated Value (Incl. GST & Cess): ₹ **4,89,554.33**. Earnest Money: ₹ **9,800.00**. Time of Completion: **60 Days.**
4. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XI/103/005/2024-25/R (2nd Call)**
Name of Work: **Maintenance of Road by Providing Hot Mix near 10, 28/1, 12D, Canal Road, 39/4, East Rajapur and other areas, disturbed by P.U. Agency (CESC), in Ward No.-103.** Estimated Value (Incl. GST & Cess): ₹ **1,17,781.76**. Earnest Money: ₹ **2,400.00**. Time of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **17.09.2024 - 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2) & **11.09.2024 - 12.00 noon** (for Sl. No. 3 & 4). Date and time of Opening of Bid: **19.09.2024 - 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2) & **13.09.2024 - 12.00 noon** (for Sl. No. 3 & 4), The bid forms and other details are available on and from **06.09.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2) & **03.09.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 3 & 4). The website **https:// etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **Director General (Civil), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–
1. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-XI/104/005/2024-25/R**
Name of Work: **Improvement of C.C. Road near 39/B, 44/A, 44 and 57 to 59 Green Avenue in Ward No.-104, Br.-XI.** Estimated Value (Incl. GST & Cess): ₹ **2,29,850.58**. Earnest Money: ₹ **4,600.00**. Time of Completion: **45 Days.**
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-XI/104/003/2024-25/R**
Name of Work: **Imp. of C.C. Road from 26, Nimkuthir to 27/B, Garfa School Lane and near 4/A, 1/A, 3, Thakur Bari Lane & etc. in Ward No.-104.** Estimated Value(Incl. GST & Cess): ₹ **2,91,284.18**. Earnest Money: ₹ **5,900.00**. Time of Completion: **45 Days.**
3. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-XI/333/016/2024-25/R**
Name of Work: **Supplying and spreading of Silver Sand at East Road, Bidhan Colony, Viveknagar, Middle Road etc. infront of different Puja Pandals, in Ward No. 103 & 104, under Br.-XI.** Estimated Value(Incl. GST & Cess): ₹ **1,33,922.64**. Earnest Money: ₹ **2,700.00**. Time of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **12.09.2024-12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 3). Date and Time of Opening of Bid: **14.09.2024-12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **04.09.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https:// etender.wb.nic.in.** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (C)/Br.-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–
1. NIT No.: **KMC/EEC/I/007/17/2024-2025**
Name of Work: **Repairing of Plumbing System, Shed, Walls etc. at Aikatan Community Hall in Ward No.-007.** Estimated Cost (Incl. GST & Cess): ₹ **2,27,801.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**
2. NIT No.: **KMC/EEC/I/004/17/2024-2025**
Name of Work: **Development of I.P.S. Bustee Passages at 11/H/9, 11/H/11, 11/H/14, 11/H/5, 11/H/7, etc. Paikpara Row Dewan Bagan Bustee and other places in Ward No.-004.** Estimated Cost (Incl. GST & Cess): ₹ **4,98,865.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 Days** (for Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of bid: **12.09.2024 – 01.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **14.09.2024 – 01.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **03.09.2024 (6.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https:// etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

510/24-25

বিজ্ঞান - পরিবেশ

দুটি ছায়াপথের সন্ধান পেয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা

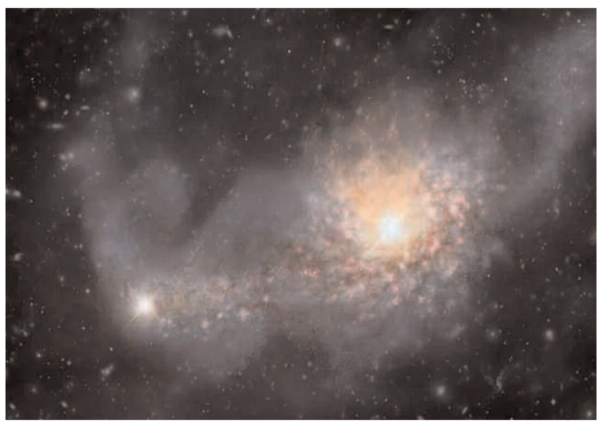

১ হাজার ২৮০ কোটি বছর আগে একত্রিত হতে যাওয়া দুটি ছায়াপথের সন্ধান পেয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। তাঁদের দাবি, ছায়াপথ দুটি একত্রিত হলে একটি দানব গ্যালাক্সি তৈরি হবে। নতুন সেই দানব গ্যালাক্সি হবে মহাবিশ্বের সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্তুগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রাথমিক পর্যায়ে মহাবিশ্বে গ্যালাক্সি ও ব্ল্যাকহোলের প্রাথমিক বিবর্তন কেমন হয়েছিল, তা বোঝার জন্য এ ঘটনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন তাঁরা। সুবারু টেলিস্কোপ দিয়ে জাপানের এহিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়োশিকি মাতসুওকা এই ছায়াপথ দুটি আবিষ্কার করেন। এরপর আটাকামা লার্জ মিলিমিটার বা সাবমিলিমিটার অ্যারে রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহার করে নতুন ছায়াপথ গুলোর তথ্য বিশ্লেষণ করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। টেলিস্কোপের তথ্যের মাধ্যমে কোয়াসার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছেন তাঁরা। কোয়াসার হলো উজ্জ্বল ধরনের মহাজাগতিক বস্তু, যা প্রারম্ভিক মহাবিশ্বে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলে পড়া পদার্থ দিয়ে চালিত। তত্ত্ব অনুসারে, যখন দুটি গ্যাসসমৃদ্ধ ছায়াপথ একত্রিত হয়, তখন তৈরি হয় একক বৃহত্তর ছায়াপথ। দুটি গ্যালাক্সির মহাকর্ষীয় মিথস্ক্রিয়ায় গ্যাস সুপারম্যাসিভ কৃষ্ণগহ্বরে পড়ার সময় কোয়াসারের বিভিন্ন কার্যকলাপ শনাক্ত করা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, ভারগো নক্ষত্রের দিকে অবস্থিত ছায়াপথ দুটি মহাবিশ্বের শুরুর ৯০ কোটি বছর পর্যন্ত আলাদা ছিল। বর্তমানে ছায়াপথ দুটির উজ্জ্বলতা বেশ ম্লান হয়ে গেছে, যা ইঙ্গিত করে কোয়াসার এখনো তাদের বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। রেডিও টেলিস্কোপের তথ্য পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যাচ্ছে, কোয়াসারের হোস্ট গ্যালাক্সি গ্যাস ও ধূলিকণার একটি সেতু দ্বারা সংযুক্ত। এতে ইঙ্গিত মিলছে যে দুটি ছায়াপথ বাস্তবে একত্রিত হচ্ছে। টেলিস্কোপে দুটি ছায়াপথে গ্যাস দেখা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এখানে কোয়াসার কার্যকলাপ বড় আকারে দেখা যাবে। এ ছাড়া একীভূত হওয়ার ফলে তারা গঠনের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটবে। বিজ্ঞানীরা এ ঘটনাকে স্টারবার্স্ট নামে অভিহিত করেন। স্টারবার্স্ট ক্রিয়াকলাপ ও কোয়াসারের জোরালো উপস্থিতির কারণে দানব গ্যালাক্সির বিকাশ ঘটবে।

হাতে গোলাপ দিয়ে বিনীত গোয়েলকে বিদায় জানাতে চান জুনিয়র ডাক্তাররা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বরঃ এ এক অভিনব প্রতিবাদ। দিন দিন মানুষের প্রতিবাদের ধরন যাচ্ছে পাল্টে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সোমবার জুনিয়র ডাক্তারদের লালবাজার অভিযানে ডাক্তারদের হাতে ছিল প্রতীকী মেরুদন্ড ও গোলাপ ফুল। জুনিয়র চিকিৎসকদের তরফে জানানো হয়েছে, ''না, কোনও সংঘাত নয়, শান্তিপূর্ণভাবে পুলিশ কমিশনারের অপসারণ বা পদত্যাগ চান তাঁরা। তাই প্রতিকী মেরুদণ্ড আর গোলাপ নিয়ে মিছিল শুরু করেছেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা।

দুপুর দুটো থেকে শুরু হয়েছে এই মিছিল। এদিনও ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তা দেখা যায়। সেপ্টেম্বরের শুরুতেই এবার লালবাজার অভিযানে জুনিয়র চিকিৎসকরা। হাতে গোলাপ নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন তাঁরা। পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে গোলাপ দিয়ে বিদায় জানাতে চান জুনিয়র ডাক্তাররা।

অ্যান্টিবায়োটিকের খোঁজ পেলেন বিজ্ঞানীরা

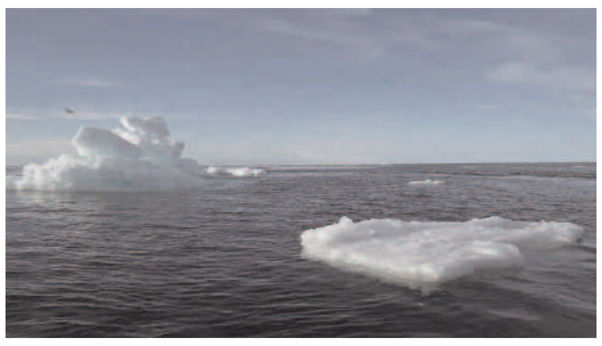

ওষুধ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে অ্যান্টিবায়োটিকের। বর্তমানে ব্যবহৃত প্রায় ৭০ শতাংশ অ্যান্টিবায়োটিকই মাটির অ্যাকটিনোব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি করা হয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও সেগুলো নিয়ন্ত্রণে নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের বেশ সংকট দেখা যাচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানীরা নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধান পেতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গবেষণা করছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আর্কটিক সাগরের গভীরে পাওয়া অমেরুদণ্ডী প্রাণীর নমুনা থেকে বিচ্ছিন্ন অ্যাকটিনো ব্যাকটেরিয়ার চারটি প্রজাতির খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী পাইভি টামেলা বলেন, আমরা একটি অ্যান্টিবায়োটিক যৌগ আবিষ্কার করেছি, যা এন্টারোপ্যাথোজেনিক ই কোলি ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিকে প্রভাবিত না করেই বাধা দিতে পারে। আর্কটিক মহাসাগরের গভীরে পাওয়া অ্যাকটিনোব্যাকটেরিয়া থেকে এই যৌগ আবিষ্কার করেছি আমরা। ই কোলি ব্যাকটেরিয়ার কারণেই পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মারাত্মক ডায়রিয়া হয়ে থাকে। মানুষের অন্ত্রের কোষ ধ্বংস করে রোগ সৃষ্টি করে ই কোলি ব্যাকটেরিয়াটি। বিজ্ঞানীরা আর্কটিক থেকে সংগৃহীত নমুনা থেকে শক্তিশালী অ্যান্টিভাইরুলেন্স বা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদানের সঙ্গে দুটি অজানা যৌগও খুঁজে পেয়েছেন। এ গবেষণার তথ্যে মাইক্রোবায়োলজিতে ফ্রন্টিয়ার্স নামের একটি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় একটি সক্রিয় যৌগ সম্ভবত একটি ফসফোলিপিড, যা ফ্যাটি ফসফরাস-ধারণকারী অণুর একটি শ্রেণি। এটি কোষের বিপাকের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মহাবিশ্ব কতটা আলোকিত আর কতটা অন্ধকার, জানতে হলে পড়ুন

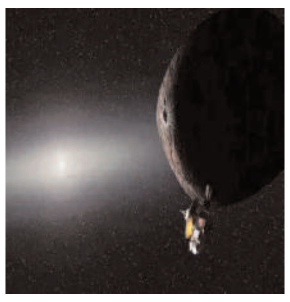

দিনের আলোয় সব আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। রাতের বেলা মহাকাশের দিকে তাকালে অসংখ্য তারার ঝলকানি দেখি আমরা। মহাবিশ্ব কতটা আলোকিত আর কতটা অন্ধকার, তা স্পষ্ট করে বলা কঠিন, তবে তা খুঁজে বের করতে বিভিন্ন তত্ত্ব নিশ্চিত করা খুব জরুরি। এই বিষয় জানতে বিজ্ঞানীদের আমাদের সূর্য থেকে অনেক দূরে রীতিমতো একটি মহাকাশযান পাঠাতে হয়েছিল। মহাবিশ্ব কতটা অন্ধকার এই প্রশ্ন অনেক বছর ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বিরক্ত করেছে। আমাদের সৌরজগতের বিক্ষিপ্ত সূর্যালোক, শত শত কোটি ছায়াপথের (গ্যালাক্সি) আন্তগ্রহের ধূলিকণা ও বরফ মহাবিশ্বের মোট আলোর পরিমাপে হস্তক্ষেপ করে। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার নিউ হরাইজন মহাকাশযান আমাদের মহাবিশ্বের মোট আলোর পরিমাণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও সরাসরি তথ্য দেওয়ার কাজ করেছে। ২০০৬ সালে উৎক্ষেপণের পর ১৮ বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেছে নিউ হরাইজনের। নিউ হরাইজন এরই মধ্যে প্লুটো গ্রহের পৃষ্ঠের ম্যাপিংয়ের তথ্য প্রদান করেছে আমাদের। এখন নিউ হরাইজন মহাকাশযান মহাকাশ কতটা উজ্জ্বল, সেই প্রশ্নের উত্তর বের করতে সহায়তা করছে। সৌরজগতের বাইরের ঠান্ডা, অন্ধকার জায়গায় পৃথিবী থেকে ৫৪০ কোটি মাইল দূরে অবস্থান করে মহাকাশযানটি মহাবিশ্বের আলো পরিমাপ করেছে। আলোর পরিমাপ নিয়ে বিজ্ঞানীরা দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নালে ফলাফল প্রকাশ করেছেন। মহাবিশ্বের দৃশ্যমান আলোর তথ্য, যা কসমিক অপটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড (সিওবি) নামে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এই তথ্য তারা থেকে আসা আলো ও তাত্ত্বিকভাবে কৃষ্ণগহ্বরের (ব্ল্যাক হোল) বাইরের অংশের সঙ্গে তথ্য বিশ্লেষণে বিজ্ঞানীদের সহায়তা করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী টড লাউয়ার বলেন, সৌরজগতের অভ্যন্তরীণ এলাকায় থেকে আলোক শক্তি পরিমাপ করা আসলে আমাদের বড় অনিশ্চয়তায় ফেলে দেয়। অনেক বছর ধরে সরাসরি আলো মাপার জন্য বারবার চেষ্টা করা হচ্ছে। সৌরজগতের আমাদের অংশে খুব বেশি সূর্যালোক ও প্রতিফলিত আন্তগ্রহীয় ধূলিকণা রয়েছে, যা চারপাশে কুয়াশার মতো আলো ছড়িয়ে দেয়। এতে দূরবর্তী মহাবিশ্ব থেকে আসা ক্ষীণ আলো অস্পষ্ট হয়ে যায়। এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে নিউ হরাইজন মহাকাশযানটিকে কুইপার বেল্টে আন্তনাক্ষত্রিক মহাকাশে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। চলতি পথে মহাকাশযানটি সূর্যের আলো থেকে তার লং রেঞ্জ রিকনেসান্স ইমেজার টেলিস্কোপ ক্যামেরাকে রক্ষা করতে কাজ করে। যানটি মিল্কিওয়ের উজ্জ্বল কেন্দ্র থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে। মহাকাশযানটি তখন মহাবিশ্বের দুই ডজন ছবি সংগ্রহ করে। সেই ছবি বিশ্লেষণ করে নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। ছবির আলোর মাত্রা পর্যবেক্ষণ করার পর গবেষকেরা মহাবিশ্বের দৃশ্যমান আলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। মহাবিশ্বে দৃশ্যমান আলোর তেজস্ক্রিয় তীব্রতা ১১.১৬ ন্যানোওয়াট পার স্টেরডিয়ান। মহাবিশ্বে কৌণিক গতির মাপে স্টেরডিয়ান একক ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞানী লয়ার বলেন, এ তথ্যের সরলতম ব্যাখ্যা হচ্ছে গ্যালাক্সির বাইরের দিকে তাকালে আমরা সেখানে অন্ধকার খুঁজে পাই। সেখানে আর কিছুই পাই না।

নরওয়ের উপকূলে পাওয়া গেছে বেলুগা প্রজাতির একটি তিমি মৃত অবস্থায়

তিমিটিকে গুপ্তচর হিসেবে রাশিয়া প্রশিক্ষণ দিয়েছিল বলে সন্দেহ করা হয়। ভালদিমির নামের তিমিটির মরদেহ নরওয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর রিসাভিকা উপকূলে ভাসমান অবস্থায়পাওয়া যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তিমিটির মরদেহ কাছের বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। পাঁচ বছর আগে নরওয়ের জলসীমায় প্রথমবারের মতো তিমিটির উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছিল। তখন তিমিটির সঙ্গে একটি গোপ্রো ক্যামেরা লাগানো ছিল। এতে লেখা ছিল, 'সেন্ট পিটার্সবার্গের যন্ত্র'। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সে সময় গুজব ছড়ায়, এটি গুপ্তচর তিমি হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অতীতে এমন ঘটনা দেখা গেছে। তবে রাশিয়া কখনোই এ ধরনের অভিযোগের কোনো জবাব দেয়নি। বছরের পর বছর ধরে তিমিটির গতিবিধি অনুসরণ করছিল মেরিন মাইন্ড নামের একটি সংগঠন। গত সপ্তাহান্তে মেরিন মাইন্ড তিমিটির নিথর দেহ খুঁজে পায়। তিমিটির মৃত্যুর কারণ অজানা। তিমিটির শরীরে আঘাতের কোনো দৃশ্যমান চিহ্ন নেই। সেবাস্টিয়ান আরও বলেন, তাঁরা তিমিটির দেহাবশেষ উদ্ধার করতে পেরেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তিমিটির মরদেহ ঠান্ডা জায়গায় রাখা হয়েছে। ভেটেরিনারি ইনস্টিটিউট এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। তিমিটির আনুমানিক বয়স প্রায় ১৫ বছর। বেলুগা প্রজাতির তিমির জন্য এটা তেমন কোনো বয়স নয়। এই প্রজাতির তিমি ৬০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। ২০১৯ সালের এপ্রিলে ইনগোয়া দ্বীপের কাছে নরওয়ের নৌকাগুলোর কাছে প্রথম তিমিটিকে দেখা গিয়েছিল। এলাকাটির অবস্থান মুরমানস্ক থেকে প্রায় ৪১৫ কিলোমিটার দূরে। মুরমানস্কে রাশিয়ার উত্তর নৌবহরের অবস্থান। তিমিটি প্রথম দেখা যাওয়ার পর তখন অনেকে এ নিয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। কারণ, সংশ্লিষ্ট এলাকায় বেলুগা প্রজাতির তিমি সচরাচর দেখা যায় না। এ নিয়ে তখন নরওয়ের গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত শুরু করেছিল। পরে সংস্থাটি জানায়, রুশ সামরিক বাহিনী তিমিটিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকতে পারে বলে তারা সন্দেহ করছে। কারণ, তিমিটি মানুষের সঙ্গে মিশতে অভ্যস্ত। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নামের অংশবিশেষ নিয়ে নরওয়েতে তিমিটিকে ভালদিমির নামে ডাকা হতো। সামরিক উদ্দেশে ডলফিনসহ সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ইতিহাস রয়েছে রাশিয়ার। তবে ভালদিমিরকে রুশ সামরিক বাহিনী প্রশিক্ষণ দিয়েছে বলে যে অভিযোগ, তা নিয়ে মস্কো কখনোই আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলেনি। অতীতে রাশিয়া দাবি করেছিল, সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের গুপ্তচর হিসেবে ব্যবহার করে তারা কোনো কর্মসূচি পরিচালনা করে না।

২০ লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধার জেলা সদরে, ধৃত এক

আমবাসা , ২ সেপ্টেম্বরঃ গাঁজা উদ্ধার আমবাসায়। গোপন খবরের ভিত্তিতে একটি ম্যাক্স গাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার করে আমবাসা থানার পুলিশ। সোমবার জাতীয় সড়কের বেত বাগানস্থিত নাকা পয়েন্টে গোপন খবরের ভিত্তিতে আমবাসা থানার ওসি গুরুপদ দেবনাথ টিআর ০৪ বি ০৭৮৪ একটি ম্যাক্স গাড়িকে দাঁড় করায়। সেই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২২০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। সাথে আটক করা হয় গাড়ির চালককে। এক সাক্ষাৎকারে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সাবির আহমেদ জানান, আগরতলা থেকে ধর্মনগর এর উদ্দেশ্যে একটি গাড়ি গাঁজা বোঝাই করে যাচ্ছিল। সেই সময় আমবাসা থানার পুলিশ গাড়িটিকে আটক করে।

সুরক্ষিত ট্রেন পরিচালনের উপর রেলওয়ে কর্মীদের উন্নত জ্ঞানের জন্য ভার্চুয়াল রিয়ালিটি ও মিক্সড রিয়ালিটি প্রশিক্ষণ মডিউল

মালিগাঁও, ০২ সেপ্টেম্বরঃ সুরক্ষা সম্পর্কিত দিকগুলিতে রেলওয়ে কর্মীদের জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি জোনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এমডিজেডটিআই), আলিপুরদুয়ারে এক উদ্ভাবনী ভার্চুয়াল রিয়ালিটি ও মিক্সড রিয়ালিটি (ভিআর অ্যান্ড এমআর) প্রশিক্ষণ মডিউল চালু করা হয়েছে। ট্রেন পরিচালনের ক্ষেত্রে জড়িত সমস্ত রানিং ও সেফটি স্টাফদের জন্য এই ডিজিটাল হাবটি ভারতীয় রেলওয়ে মডিউলের সফ্ট স্কিল ট্রেনিঙের জন্য তৈরি করা হয়েছে। প্রশিক্ষার্থীরা হেডসেট ও জয়স্টিক ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্ম প্রকৃতির উপর এক বিস্তৃত টিউটোরিয়াল গাইডেন্সের সুবিধা লাভ করবেন। এর পূর্বে, দুটি পর্যায় অর্থাৎ থিওরিটিক্যাল ও প্র্যাক্টিক্যাল ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছিল, যেখানে ক্লাসরুম নির্দেশনাবলি ও প্র্যাক্টিক্যাল সেশন পরিচালনা করা হতো। তবে, আধুনিক প্রযুক্তি এবং ভিআর ও এমআর ট্রেনিং মডিউল চালু করার ফলে রিয়াল টাইম অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব হবে। এই উন্নত মডিউলটি রিয়াল টাইম পরিস্থিতিতে স্ট্যান্ডার্ড প্যারামিটারগুলিতে অ্যাক্সেস উন্নত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। এখনও পর্যন্ত মোট ২০২০ জন প্রশিক্ষার্থী তথা ৫১৬ জন স্টেশন ম্যানেজার, ৩৭২ জন ট্রেন ম্যানেজার, ৫৫৫ লোকো পাইলট, ৫৫০ অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট এবং পি. ওয়ের ২৭ জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারসিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ারকে এই ভিআর ও

এমআর মডিউলে সাফল্যের সাথে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উন্নত প্রশিক্ষণ অনুশীলনের জন্য ভার্চুয়াল রিয়ালিটি ও মিক্সড রিয়ালিটির ব্যবহার প্রশিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সূচি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবে।

এই উদ্ভাবনীমূলক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি চালু করার ফলে ফ্রন্টলাইন স্টাফদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মধ্যে সুরক্ষা ও পরিচালনামূলক উৎকৃষ্টতার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

নাম পরিবর্তন

আমি, Aminour Mallik (পুরাতন নাম) পিতা Late Samser Ali Mallik, ঠিকানা- Vill- Ajabnagar, P.O.- Paschim Tajpur, P.S.- Chanditala, Hooghly Rural, Pin- 712706, West Bengal, India, শ্রীরামপুর কোর্ট, নোটারি পাবলিক, Dated 29.08.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Aminur Mallik (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Aminur Mallik (নতুন নাম) এবং Aminour Mallik (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Parvez Alam (পুরাতন নাম) পিতা Haider Ali, ঠিকানা- 59/A/H/8, F1, Madan Mohan Burman Street, Bara Bazar, Kolkata- 700007, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 02.09.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Parvez Alam (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Parvez Alam (নতুন নাম) এবং Parvez Alam (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, DIPAK BHAWAL S/O MANARANJAN BHAWAL Resident of Vill. Gazipur Station Bazar, P.O. Agradwip R.S. P.S. Katwa Dist. Purba Bardhaman, India do hereby solemnly affirm & declaring my & my father's actual name DIPAK BHAWAL S/O MANARANJAN BHAWAL instead of DAMODAR DAS KATHIYA S/o SWAMI PRAJNA DAS KATHIYA, vide an affidavit sworn before the Court of S.D.E.M. at Katwa on 09/08/2024. DIPAK BHAWAL S/O MANARANJAN BHAWAL and DAMODAR DAS KATHIYA S/o SWAMI PRAJNA DAS KATHIYA both are same and one identical person.

Name Change

I, Prajna Sarkar D/o Nitish Sarkar, resident of Taherpur/D/12/1510, PO+PS-Taherpur, Dist.-Nadia, West Bengal do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Prajna Sarkar instead of Puspita Sarkar Roy & Puspita Sarkar vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Ranaghat, Nadia on 31/08/2024. Prajna Sarkar, Puspita Sarkar Roy and Puspita Sarkar both are same and identical person.

Name Change

I, (Old Name) MD REJAUL HOQUE S/o- MD SAWKAT ALI, Residing at, Vill- Gharialichak, Post- Kaliachak, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD REJAUL HOQUE To MD REJAUL ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD REJAUL ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, MD REJAUL ALI and MD REJAUL HOQUE both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MANINDRO NATH MANDAL S/o- LATE NARESH CHANDRA MANDAL, Residing at, Vill- Kangsha Binodpur, Post- Pukuahat, Ps- Bamangola, Dist- Malda, Pin- 732138, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MANINDRO NATH MANDAL To MANINDRA NATH MANDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MANINDRA NATH MANDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, MANINDRA NATH MANDAL and MANINDRO NATH MANDAL both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SUNIL KRISHNA SAHA S/o- DULAL CHANDRA SAHA, Residing at, Vill- Vivekananda Pally, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUNIL KRISHNA SAHA To SUNIL KUMAR SAHA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SUNIL KUMAR SAHA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, SUNIL KUMAR SAHA and SUNIL KRISHNA SAHA both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MD BADIUR RAHAMAN S/o- IBRAHIM SEKH, Residing at, Vill- Purbatofi, Post- Rajnagar, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD BADIUR RAHAMAN To BADIUR SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) BADIUR SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, BADIUR SEKH and MD BADIUR RAHAMAN both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) NARGIS BIBI W/o- ATAUR RAHAMAN REZA, Residing at, Vill- Parasamondi, Post- Mangalbari, Ps- Malda, Dist- Malda, Pin- 732142, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NARGIS BIBI To NARGISH RAHAMAN REZA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NARGISH RAHAMAN REZA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, NARGISH RAHAMAN REZA and NARGIS BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) TANUSHREE SAHA DAS D/o- TAPAN SAHA, Residing at, Vill- Collegepara, Aurangabad, Visakhapatnam, Pin- 530007, Andhra pradesh. Do hearby declare that I have Changed my name from TANUSHREE SAHA DAS To TANUSHREE SAHA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) TANUSHREE SAHA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, TANUSHREE SAHA and TANUSHREE SAHA DAS both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) JITEN DAS S/o- NARAN DAS, Residing at, Vill- Jalukha, Post- Palsanda more, Ps- Nabagram, Dist- Murshidabad, Pin- 742184, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from JITEN DAS To JITENDRA NATH DAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JITENDRA NATH DAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, JITENDRA NATH DAS and JITEN DAS both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) DEEPALI DAS W/o- JITENDRA NATH DAS, Residing at, Vill- Jalukha, Post- Palsanda more, Ps- Nabagram, Dist- Murshidabad, Pin- 742184, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from DEEPALI DAS To DIPALI DAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) DIPALI DAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, DIPALI DAS and DEEPALI DAS both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) IMAI SK S/o- RAHAMAN SK, Residing at, Vill- Alugram, Post- Alugram, Ps- Bharatpur, Dist- Murshidabad, Pin- 742301, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from IMAI SK To IMAN SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) IMAN SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, IMAN SK and IMAI SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SAFIKUL SK S/o- SUREJ SK, Residing at, Vill- Angarpur, Post- Alugram, Ps- Bharatpur, Dist- Murshidabad, Pin- 742301, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SAFIKUL SK To SAPIKUL SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAPIKUL SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, SAPIKUL SK and SAFIKUL SK both are Same and one identical person.

Name Change

I SAYYEDA ZOHRA & KM SAYYEDA BANO, W/O MUZAFFAR IQBAL, R/O 58, RIPON STREET, PARK STREET, KOLKATA -700016, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAYEEDA ZOHRA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/09/2024, THAT SAYYEDA ZOHRA & KM SAYYEDA BANO AND SAYEEDA ZOHRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PROMILA NASKAR, W/O AMAL NASKAR, R/O ADARSHA NAGAR, PO PANCHPOTA GARIA, BARUIPUR, PS SONARPUR, PIN- 700152, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRAMILA NASKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/09/2024, THAT PROMILA NASKAR AND PRAMILA NASKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,DWIJENDRA KUMAR CHANDRA,SON OF JAGADISH CHANDRA, RESIDING AT JIBANTI,UDAYCHANDPUR,MURSHIDABAD -742136, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DWIJENDRA NATH CHANDRA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/09/2024. THAT DWIJENDRA KUMAR CHANDRA AND DWIJENDRA NATH CHANDRA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SK RAIHAN, S/O SK KUTUBUDDIN , R/O A-1/14/123, TALBAGAN ROAD BYE LANE 2, PO BIDHANGARH, PS RABINDRANAGAR, PIN-700066, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAIKH RAIHAN,S/O SHAIKH KUTUBUDDIN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS AT KOLKATA ON 02/09/2024, THAT SK RAIHAN, S/O SK KUTUBUDDIN AND SHAIKH RAIHAN,S/O SHAIKH KUTUBUDDIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Fulsurat Mondal (old name) D/O Gopal Miya, residing at Vill- Baikara, P.O.- Haripukuria, P.S.- Haringhata, Dist- Nadia, Pin- 741257, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Fulsurat Mandal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 02/09/2024. Fulsurat Mandal (new name) and Fulsurat Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sabina Bibi (old name) D/O Nazrul Sk, residing at Vill- Asharia Narayanpur, P.O.- Hasnabad, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743426, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sabina Iyasmin Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 02/09/2024. Sabina Iyasmin Gazi (new name) and Sabina Bibi (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Rofick Sheak (old name) S/O Sk Mahtab, residing at 30/H/6, Kavi Md Iqbal Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Rafik (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 02/09/2024. Sk Rafik (new name) and Rofick Sheak (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Md Takbeen (old name) S/O Mohammed Nayemuddin, residing at 45/H/2, Dr. Sudhir Bose Road, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Takbeem (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 02/09/2024. Md Takbeem (new name) and Md Takbeen (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Pradnya Narnawre (old name) W/O Indranath Daw, residing at FLAT 504, TOWER 6, BLOCK A, THE SOUL PRIMARC, HUDARAIT, CHANDPUR, AKANDAKESHARI, NORTH 24 PARGANAS, PIN- 700135, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Pradnya Ishwardas Narnawre (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 02/09/2024. Pradnya Ishwardas Narnawre (new name) and Pradnya Narnawre (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mohammed Naim (old name) S/O Noor Mohammed, residing at 69/E,Dr Sudhir Basu Road, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohammed Nayeem (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 02/09/2024. Mohammed Nayeem (new name) and Mohammed Naim (old name) both are same identical person.

Name Change

I, BIDYUT GHOSH, SON OF RAMKRISHNA GHOSH, VILL & PO - SHEAKHALA, PS-CHANDITALA, HOOGHLY-712706, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIDYUT KUMAR GHOSH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/08/2024.

Name Change

I,AFIRA BEGUM,WIFE OF SK NOOR MOHAMMAD, RESIDING AT VILL-MILKEY,PO-BALARAMBATI,PS-SINGUR,HOOGHLY-712409,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOSAMMAST AFIRA BEGAM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/08/2024.THAT AFIRA BEGUM AND MOSAMMAST AFIRA BEGAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MRINAL KANTI BAIN, S/O LATE MAHADEB BAIN, R/O VILL JITPUR, BERBARI, BONGAON -743270, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MRINAL BAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/09/2024, THAT MRINAL KANTI BAIN AND MRINAL BAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SHAIK MAFUZ ALI(IN AADHAR CARD NO 2877 7030 6001),S/O SEKH SAMSER ALI,R/O MOHANPUR,PO-DINGOLEHATI MOHANPUR,JANGIPARA,HOOGHLY-712404,WEST BENGAL , SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH MAFUJAR RAHAMAN (VOTER ID NO BCJ2818060), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/09/2024,THAT SHAIK MAFUZ ALI AND SEKH MAFUJAR RAHAMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I BIPLAB SHOME,S/O BIRENDRA NATH SHOME,R/O 8/28,BHARATI B -ZONE,DURGAPUR STEEL TOWN EAST, DURGAPUR -713205, PASCHIM BARDHAMAN,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIPLAB KUMAR SHOME,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT DURGAPUR ON 28/08/2024,THAT BIPLAB SHOME AND BIPLAB KUMAR SHOME ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Najimaddin Mondal, declare that my father said name Chabiruddin Sardar (old name), residing at Vill.- Meherani, P.O.- Kansona, P.S.- Gopalnagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743262, West Bengal, INDIA, have changed my father name to (shall henceforth be known as) Dabiruddin Mondal (new name) vide an affidavit sworn before the Ld. A.C.J.M (1st Class) at Bongaon on 19/02/2024. Dabiruddin Mondal (new name) and Chabiruddin Sardar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Upajjel Mondal, declare that my father said name Kafiluddin Sardar (old name), residing at Vill.- Kansona, P.O.- Mediahat, P.S.- Gopalnagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743262, West Bengal, INDIA, have changed my father name to (shall henceforth be known as) Kapilddi Mondal (new name) vide an affidavit sworn before the Ld. A.C.J.M (1st Class) at Bongaon on 29/07/2024. Kapilddi Mondal (new name) and Kafiluddin Sardar (old name) both are same identical person.

Name Change

I RAFIQUE RAHAMAN FAKIR, S/O MAJAFFAR RAHAMAN FAKIR, R/O VILL JOYPUR GEONKHADI PARA, PO JOYPUR, PS JOYPUR, HOWRAH -711401, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAFIK FAKIR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/09/2024, THAT RAFIQUE RAHAMAN FAKIR AND RAFIK FAKIR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KUDDUCHH MALLICK, S/O FOJEL MALLICK, R/O MOLLABER DANKUNI, CHANDANNAGAR, PS DANKUNI, PIN-712250, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KUDRUS MALLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/09/2024, THAT KUDDUCHH MALLICK AND KUDRUS MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I VENUS GANDHI, W/O-AJAY GANDHI, R/O FLAT-1,GROUND FLOOR, 2/85 REGENT COLONY,REGENT PARK S.O,REGENT PARK, KOLKATA-700040,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VENUS AJAY GANDHI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/09/2024,THAT VENUS GANDHI AND VENUS AJAY GANDHI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUBIR DEY, S/O-UDAY CHANDRA DEY, R/O BARDHAMAN COMPLEX 2ND FLOOR,ANITA CINEMA LANE, PURBA BARDHAMAN-713101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBIR KUMAR DEY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/09/2024, THAT SUBIR DEY AND SUBIR KUMAR DEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ALIM MOLLA, S/O AJIJAR RAHAMAN, R/O FAKIR PARA, KARBALA, SONEPUR, PS-KASHIPUR, SOUTH 24 PARGANAS-700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL ALIM KHAN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/09/2024,THAT ALIM MOLLA AND ABDUL ALIM KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I BESUTY MISTRY, W/O NIKHIL RANJAN MISTRI, R/O GOURANGA NAGAR SOLANGURI COLONY, ASWINI NAGAR, NORTH 24 PARGANAS, 700159, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BEAUTY RANI MISTRI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/09/2024,THAT BESUTY MISTRY AND BEAUTY RANI MISTRI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Najimaddin Mondal, declare that my father said name Chabiruddin Sardar (old name), residing at Vill.- Meherani, P.O.- Kansona, P.S.- Gopalnagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743262, West Bengal, INDIA, have changed my father name to (shall henceforth be known as) Dabiruddin Mondal (new name) vide an affidavit sworn before the Ld. A.C.J.M (1st Class) at Bongaon on 19/07/2024. Dabiruddin Mondal (new name) and Chabiruddin Sardar (old name) both are same identical person.

মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীর শ্লীলতাহানি, গ্রেফতার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২ সেপ্টেম্বর ঃ মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার অভিযুক্ত। ঘটনার পর মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক, বিডিও সহ অন্যান্য আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। আরজিকর হাসপাতালের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই, ইলামবাজার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়েছে ইলামবাজারে। স্বাস্থ্য কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, জয়দেব অঞ্চলে বদিপুর গ্রামে শেখ আব্বাস উদ্দিন জ্বর নিয়ে শনিবার রাতে ইলামবাজার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হন। কত্যর্বরত নার্স কর্মী তাকে চিকিৎসা করতে গেলে রোগী নিজেই কর্তব্যরত নার্স কর্মীকে শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। ঘটনার সময় রাত্রি ৯.৩০ মিনিট নাগাদ বলে সূত্রের খবর। এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এই ব্যাপারে ইলামবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সুবীর রায়চৌধুরী জানান, কর্মীরা নিরাপত্তার অভাববোধ করে থাকলে আমি বহু বার ইলামবাজার থানা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কে লিখিতভাবে কর্মীদের নিরাপত্তা চেয়ে বন্দুকধারী পুলিশকে মোতায়েন করার জন্য আবেদন জানিয়ে এসেছি। আবেদনের করার পর কিছু দিন বন্দুকধারী পুলিশ মোতায়ন করা হয়ে থাকলেও পরে তাদের তুলে নিয়ে পুনরায় সিভিক ভলেন্টিয়াসদের মোতায়েন করা হয়ে থাকে। হাসপাতাল কাণ্ডে আমি ইলামবাজার থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জমা দিয়েছি। ইলামবাজার থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে ভর্তি হওয়া অভিযুক্ত রোগীকে অন্যত্রে বদলি করা হয়েছে। এই ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসন মুখ খুলতে নারাজ। এদিকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীরা আজ তাদের কর্মবিরতি রেখে রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিলে পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটলেন। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মচারীদের নিরাপত্তার দাবিতে ইলামবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দিলেন ইলামবাজার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুবীর রায়চৌধুরী সহ ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমস্ত কর্মীবৃন্দ। থানা থেকে বেরিয়ে সকলে উই ওয়ান্ট জাস্টিস পোস্টার হাতে নিয়ে পায়ে পা মিলিয়ে ইলামবাজার শহর পরিক্রমা করে। অভিযুক্ত দোষী যুবকের কঠোর শাস্তি দাবি জানিয়ে মিছিল করলেন। সুবীর রায়চৌধুরী জানান, ইলামবাজার থানার পুলিশ তাদের দাবি গুলি মেনে নিয়েছেন সাথে সাথে আজ থেকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দুই জন বন্দুকধারী পুলিশ মোতায়েন করার আশ্বাস দিয়েছেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নার্স কর্মী সুপর্ণা মন্ডল এক সাক্ষাৎকারে জানান, ইতিপূর্বে বহু বার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এর কাছে নিরাপত্তার দাবি জানানো হয়েছে। তিনি জানান, নিরাপত্তা পেলে আমরা রাতে কাজ করতে পারবো। নচেৎ রাত্রে কাজ করার সময় আমাদের আতঙ্ক নিয়ে কাটাতে হবে।

৪৫ বছর পর শান্তিপুর বাগআঁচড়া বাগদেবী মন্দিরের মৃন্ময়ী দেবীঘট পরিবর্তন করা হলো

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২ সেপ্টেম্বর ঃ নদীয়ার শান্তিপুরের অতি প্রাচীন এবং বর্ধিষ্ণু গ্রাম বাগআঁচড়া, আর এই বাগআঁচড়া গ্রামেই রয়েছে প্রাচীন বাগদেবীর এক মন্দির। মানুষের কথা অনুযায়ী, শোনা যায় ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় নামের একজন সিদ্ধপুরুষ বাগআচড়া গ্রামে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। গঙ্গার অপর পাড় কালনা গঙ্গাতীরে এক বন প্রান্তে রঘুনন্দনের নিজস্ব আশ্রম ছিল। সেখানে তিনি শ্যামরাই নামের বিগ্রহের পূজার্চনা করতেন প্রতিদিন কথিত আছে, রঘুনন্দন দিনের বেলায় বৈষ্ণবদের মতে কৃষ্ণ সাধনা করলেও রাত্রে শক্তি সাধনা করতেন। শোনা যায় জঙ্গলাকীর্ণ এই জায়গায় পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করে তিনি তন্ত্রসাধনা করে। তিনটি প্রস্তরখণ্ডে দেবী চণ্ডীর আরাধনা করতেন তিনি এছাড়া আরও একটি প্রস্তর খণ্ডে তিনি পঞ্চাননের সেবাও করতেন। এই প্রস্তরখন্ডগুলি বর্তমানে বাগদেবী রূপে পূজিত হন। অতীতে এই অঞ্চলে বাঘের প্রচন্ড উপদ্রব ছিল, তাই এই অঞ্চলের দেবী হলেন বাঘদেবী অর্থাৎ ব্যাঘ্রবাঘিনী দুর্গা। বর্তমানে সেই দেবীই বাগদেবী নামে পরিচিত। আবার অনেকের মতে দেবী সতীর বাগযন্ত্র এই স্থানটিতে পতিত হয়েছিল, এই কারণেই মন্দিরটির নাম বাগদেবী মন্দির। তবে মন্দিরটি সঠিক কবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেই বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। আজ কৌশিকী অমাবস্যা তিথিতে ৪৫ বছর পর মৃন্ময়ী দেবীঘট পরিবর্তন করে তামার দেবীঘট প্রতিষ্ঠা করা হলো এবং এদিন বিকেল থেকে মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে পূজিত হয় মা বাগদেবী। সেখানে প্রতিবছর গ্রামবাসীরা এই মন্দিরে পুজো দিতে ভিড় জমান।

তারাপীঠে ভক্ত সমাগম, চলছে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, তারাপীঠ, ২ সেপ্টেম্বর ঃ গতবারের মতো ভক্ত সমাগম না হলেও, এবারও লক্ষ লোকের ভিড়। ভক্তদের ঢল মায়ের আরতি পূজা চলছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে পুণ্যার্থীদের ভিড়। কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে হয় মায়ের বিশেষ পূজা। ষোড়োশোপচারে শৃঙ্গার বেশে বেনারসি পরে পূজার পর দ্বিপ্রাহরিক ভোগে পোলাও, পাঁচ রকম ভাজা,পঞ্চব্যাঞ্জন, বলির মাংস, পরমান্ন, পাঁচরকম মিষ্টি, দই, পান দেওয়া হয়। তারপর গোটা দিন ভক্তরা মায়ের পূজা দেন।

সন্ধ্যায় শৃঙ্গার বেশে বেনারসি পরিয়ে শীতলী পূজা ও মঙ্গল আরতি হয়। তখন লুচি, সুজি, পাঁচ রকম মিষ্টি দেওয়া হয়। তারপর রাত্রি বারোটা পর্যন্ত চলবে নিশি পূজা। তারপর রাত্রে খিচুরির ভোগ, পঞ্চ ব্যাঞ্জন, বলির মাংস, মাছ, দই, মিষ্টি দেওয়া হয়। ষোড়োশোপচারে নিশি পূজা চলে ভোর তিনটা পর্যন্ত। কিছুক্ষণ মাকে বিরাম দেওয়ার পর মাকে স্নান করিয়ে শৃঙ্গার বেশে ভোর ৪ টে নাগাদ মায়ের পূজা শুরু হবে। যেহেতু অমাবস্যা তিথি ২ সেপ্টেম্বর ভোর ৫ টা ৫ মিনিট ৫১ সেকেন্ডে শুরু এবং অমাবস্যা তিথি থাকবে মঙ্গলবার ভোর ৬ টা ২৯ মিনিট ৫৮ সেকেন্ড পর্যন্ত। চলবে মায়ের অমাবস্যার বিশেষ পূজা। তারামাতার অন্যতম সেবায়েত প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দিনের দিকে এখনো পর্যন্ত সেরকম ভিড় চোখে পড়েনি। তবে আশা করি সন্ধ্যা থেকে ভিড়টা বাড়বে। তাই ভিড় আরও বাড়বে। কথিত আছে মহিষাসুর বধের পর শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন স্বর্গের দেবতারা। শেষে দেবতারা মহামায়ার তপস্যা শুরু করেন। সেই তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী নিজ কোষ থেকে উজ্জ্বল জ্যোতি বিচ্ছুরিত করে এক পরমাসুন্দরী দেবী মূর্তিতে আবির্ভূত হন। নিজ কোষ শরীর থেকে বের হওয়ার জন্য তিনি হলেন কৌশিকী। কৌশিকী দেবী আবার তারা ও কালীতে রূপান্তরিত হন। আবার শোনা যায় কৌশিকী অমাবস্যার দিন তারাপীঠ মহাশ্মশানের শ্বেতশিমূল বৃক্ষের তলায় সাধক বামাক্ষ্যাপা সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ফলে ওই দিন মা তারার পুজো দিলে এবং দ্বারকা নদীতে স্নান পুণ্যলাভ হয় এবং কুম্ভস্নান করা হয়। এই বিশ্বাসে আজও ভারতবর্ষের বভিন্ন প্রান্তের মানুষ ওই দিনটিতে তারাপীঠে ছুটে আসেন।

উত্তেজনা, আগুনে পুড়ল সরকারি বাস

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২ সেপ্টেম্বর ঃ বন্ধকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। বংশীহারির ঘটনায় জেলা জুড়ে আদিবাসী সংগঠনের ডাকা বন্ধ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও, সোমবার সকালে দৌলতপুর এলাকায় সরকারি বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বন্ধ সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে। আতঙ্কে প্রায় পুরো জেলা জুড়ে বাস পরিষেবা বন্ধ। ১৩ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের চেষ্টায় অভিযুক্তকে গ্রেফতারির দাবিতে উত্তেজনা ছ।য়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের দৌলতপুরে। সরকারি বাসে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। ৪ দিন পরও ধর্ষণ ও খুনের চেষ্টায় অভিযুক্ত এখনও অধরা। প্রতিবাদে সোমবার বন্ধের ডাক দেয় আদিবাসী সংগঠনগুলি। যদিও প্রশাসনের আশ্বাসে গতকালই বন্ধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তারপরও দৌলতপুরে বন্ধ সমর্থনকারীরা সরকারি বাস আটকে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। বাসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ ও দমকল গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

Saharjora Gram Panchayet
Shitla, Barjora, Bankura
e-NIT No.-03/SGP/24-25, Dated-30/08/2024
All details of schemes, Schedule dates and terms & condition can be obtained from www.wbtenders.gov.in and Saharjora Gram Panchayet Office.
Sd/- Pradhan
Saharjora Gram Panchayat

Office of The Matgoda Gram Panchayat (Under Raipur P.S) Matgoda, Bankura
enit memo no-784 Dated-02/09/24,Tender No-7/Mat GP/24-25
Pradhan, Matgoda GP invites e tender for 1 no work under SBM(G).Last date of application 10/09/24 (12pm).For more details visit https:/wbtenders.gov.in and office of the Matgoda GP
Sd/- Pradhan
Matgoda Gram Panchayat

আমমোক্তারনামা
নজরিন সুলতানা ও নাহিদ সুলতানা পিতা- সেখ নাওসাদ আলি সাং- গুরুপল্লী, পোঃ - শান্তিনিকেতন, জেলা-বীরভূম বিগত ইং ০৪।০২।২০১৯ তারিখে বোলপুর এ.ডি . এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪ নং বাহির ৩৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে সেখ নাওসাদ আলি পিতা- সেখ শোভন কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশীল জেলা- বীরভূম, থানা- বোলপুর, মৌজা- দক্ষিণ চন্ডিপুর, জে .এল নং. -১০১ খতিয়ান নং.- ৪৪৭ দাগ নং.- ১৯৪ পরিমান -০.০৮ একর। যাহা সেখ নাওসাদ আলি পিতা- সেখ শোভন ২৭।০২।২০২৪ তারিখে বোলপুর এ.ডি . এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১ নং বাহির ২০৫৪ ও ২০৫১ নং কোবলা দলিল মূলে বিক্রয় করেছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১ মাসের মধ্যে
দীলিপ কুমার মুখার্জী
আইনজীবী বোলপুর কোর্ট, বীরভূম
মোবাইল নং. -৮৯৭২০২২০৯১

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এলএইচএস-এজেড-পিআরডিজি-টিএকে, তারিখ ৩০.০৮.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং এসডিএসটিই-এলএইচএস- এজেড-পিআরডিজি- টিএকে-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** কর্মসূচি ‘ক’ (শিডিউল এ) ঃ হাওড়া ডিভিসনে কাটোয়া-আজিমগঞ্জ শাখায় আজিমগঞ্জ ও পোড়াডাঙ্গার মধ্যে কিমি ১৭৮/২-৪-এ এলসি গেট নং ২৯/বি/টি-র অনুষঙ্গে এলএইচএস নির্মাণের কাজ। কর্মসূচি ‘খ’ (শিডিউল বি) ঃ হাওড়া ডিভিসনে তারকেশ্বর স্টেশনে লাইন নং. ৪ (পিএফ - নং. ৩) কে কমন লুপ পরিবর্তন। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১,৩৯,১৭,২৭২.৯৫ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,১৯,৬০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা ৩৪ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ০৯.০৯.২০২৪। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ পাওয়া যাবে যে ওয়েবসাইটে ঃ **www. ireps.gov.in** HWH-258/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

চোরাই স্কুটার-সহ গ্রেফতার যুবক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ চোরাই স্কুটার সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সুমন চক্রবর্তী (২২)। তিনি দেশবন্ধু পাড়ার গোপাল মোদের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, ১৪ আগস্ট মহাবীর স্থান এলাকা থেকে একটি স্কুটার চুরি হয়। যার অভিযোগ জানানো হয় শিলিগুড়ি থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নিযুক্ত পুলিশ সিসিটিভির সাহায্যে চোরকে শনাক্ত করে। এরপর রবিবার রাতে শিলিগুড়ির এনটিএস মোড এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি
পারুলিয়া বেলগাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
ঠিকানাঃ- বেলগাছি, পোস্ট- পূর্বস্থলী, জিলা- পূর্ববর্ধমান, ৭১৩৫১৩
নিবন্ধন সংখ্যাঃ- ৯KT তারিখ ২০.০১.১৯৬৮
‘খসড়া নির্বাচন তালিকা’ (Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিবন্ধক, পূর্ব বর্ধমান ২ রেঞ্জ তথা পূর্ব বর্ধমান ২ রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৯৭৭ তারিখ ১৯।০৭।২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে আমি শ্রী কৃশানু সিংহ রায়, সমবায় পরিদর্শক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার পারুলিয়া বেলগাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য/ সদস্যাকে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন বিশেষ সাধারন সভার জন্য ৯ (নয়) জন পরিচালকমন্ডলীর (Board of Director) সদস্য নির্বাচন উপলক্ষ্যে অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে গ্রাম ভিত্তিক খসড়া নির্বাচন তালিকা (Draft Voter List) সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। ওই নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন/ সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে বা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত (Authorised) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজির ০৩।০৯।২০২৪ তারিখ হতে ০৯।০৯।২০২৪ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০৩.০০ ঘটিকার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজির ১০।০৯।২০২৪ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০২.০০ ঘটিকার মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার, পারুলিয়া বেলগাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ দ্বারা সমিতির অফিস গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারিকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচন তালিকা (Final List) আগামী ইংরাজি ১০।০৯।২০২৪ তারিখে বিকাল ৩.০০ টের সময়ে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।
খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখঃ-০৩.০৯.২০২৪
স্থানঃ-সমিতির কার্যালয়

আমমোক্তারনামা
স্বপ্না রায় ও শ্যামলী রায় পিতা রনজিত কুমার রায় এবং শিবানী পান রায় পিতা -শুভ্র প্রকাশ রায় সাং- সুরুল পোঃ-শ্রীনিকেতন জেলা বীরভূম বিগত ইং ১৪.০২.২০১৯ ও ১৪.০৭.২০১৬ তারিখে বোলপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪ নং বাহির ৪৬ নং ও ৯৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে শান্তি রায় স্বামী- রনজিত কুমার রায় ও সব্যসাচী রায় পিতা- প্রবীর কুমার রায় কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এবং কল্যানী ঘোষ স্বামী- অমল কুমার ঘোষ সাং- সিটি সেন্টার পোঃ- দুর্গাপুর জেলা বর্ধমান বিগত ইং ৩১.১০.২০১১ তারিখে বোলপুর এ.ডি.এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪ নং বাহির ১২৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে বীরেন্দ্র কুমার রায় পিতা- মুরুলীধর রায় কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশীল জেলা -বীরভূম, থানা - বোলপুর, মৌজা -সুরুল জে.এল নং -১০৪ খতিয়ান নং-১০২৯৯ ও ১১৯৬৭ এবং ১০৩০১ দাগ নং- ৩৭০০ পরিমান-০,০৫১০ একর। যাহা শান্তি রায় ও সব্যসাচী রায় এবং বীরেন্দ্র কুমার রায় ০৪।০৪।২০২৪ তারিখে বোলপুর এ.ডি. এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বাহির ৩৭২৭ নং কোবলা দলিল মূলে বিক্রয় করেছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ অপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে।
দীলিপ কুমার মুখার্জী
আইনজীবী বোলপুর কোর্ট, বীরভূম

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER & EXECUTIVE OFFICER
Joypur Dev. Block & Panchayat Samity, Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-04/BDO/J.DB/2024-25
NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-05/BDO/J.DB/2024-25
NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-06/E.O/J.P.S/2024-25
E-tenders are invited by the undersigned from the eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents up to 11.00 AM of 10/09/2024 for 07 nos. of work. And up to 11.00 AM of 18/09/2024 for 03 nos. of work. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website www.wbtenders.gov.in in any working day before the Last date for submission of bid documents.
Sd/- BDO & EO
Joypur Dev. Block

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.- EE/MID/SNIT-18/2024-25
The Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application 05/09/2024 & Time upto 12.00 PM Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site http://www.wbiwd.gov.in/
Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

TARAKESWAR MUNICIPALITY
e-Tender Notice
The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following tender ID of SWM works under Tarakeswar Municipality:
Supply of Bin & Bucket for SWM work of Tarakeswar Municipality

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1	2024_MAD_742674_1	03.09.2024	11.09.2024	13.09.2024

Details information will be available from the website- http://wbetenders.gov.in
Chairman
Tarakeswar Municipality

Amgachia Gram Panchayat
Bishnupur-I Panchayat Samity
Vill-Krishnarampur, P.O.- Amgachia, Dist.-South 24 PGS, PIN-700104
Email id: amgachiagp91@gmail.com
NOTICE OF INVITING e-TENDER
Amgachia Gram Panchayat has invited 4 nos. N.I.eT. on 30.08.2024 & 02.09.2024 vide N.I.eT No. 1122/AGP/TN/2024 and N.I.eT. No. 1123/AGP/TN/2024 SL. No.1 to 3 scheduled to be opened 13.09.2024 and last date of submission is on 10.09.2024 (up to specified time in portal). For more details visit:- https://wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Amgachia Gram Panchayat

Office of The Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE
E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-8/EO/24-25 Dt. 02/09/2024 for 01 no. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity. **Tender ID- 2024_ZPHD_742940_1.** Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

Office of Moukhali Gram Panchayat
Under Bishnupur-II Panchayat Samity
South 24 Parganas
Notice Inviting E-Tender No.: MGP/303/2024, Date.-29.08.24
The Prodhan, Moukhali Gram Panchayat, Bishnupur-II Panchayat Samity, South 24 Pgs. Invites online percentage rate tenders for the work of Installation of Submersible pump at 2(Two) different places. Fund: 15 th FC(Untied)/2023-24. Bid submission starting from 29.08.2024 at 5.30 PM. up to 06.09.2024 at 11.00 [redacted] of Opening of tender 09.09.2024 at 11:30 A.M. For de[redacted]sit website www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Moukhali Gram Panchayat

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোন- ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩/ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ ww[redacted].in
কাগজ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্রের [redacted]
নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি এইচএমসির বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৯ (নয়) নম্বর বৈদ্যু[redacted]জন্য দরপত্র আহ্বান করেছেন। ইচ্ছুক দরপত্রদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদার লাই[redacted]কার, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং আপ টু ডেট জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান কোয়ার্টার[redacted], আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ জমা দিতে হবে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শুরুর তারিখঃ৩০.০৮.২০২৪ সন্ধ্যা[redacted]থেকে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ১৩.০৯.২০২৪ সন্ধ্যা[redacted]ন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুনঃ https://wbtenders.gov.in
৪৮(২) / ২৪-২৫
২।০৯।২০২৪
সচিব
[redacted]ওড়া পৌরনিগম

ABRIDGED TENDER [redacted]ICE
The Ex-officio Manager, GPW/WBFD[redacted]DCF, URF invites Tender Notice for various wor[redacted]

NIT No.	Name of Projects	[redacted]	Last Date of Bid Submission
37 to 47/GPW/WBFDC/2024-25	Adv-cum-Creation of different type of plantation at ECL land.	03.0[redacted]	11.09.2024

Further details can be seen at https://w[redacted]ers.gov.in

Office of the Pradhan, Polgustia Gram Panchayat
under Jagatballavpur Development Block, Dist:-Howrah
has invited E-Tender Notice. List of Tender Notice:- 1) NIT NO:- 258/POL/E-TENDER/15TH CFC (TIED) & SBM/2024-25, Dated:-31/08/2024, 2) NIT NO:- 259/POL/E-TENDER/15 th CFC (Tied) & SBM/2024-25, Dated:-31/08/2024, 3) NIT NO:- 260/POL/E- TENDER/15 th CFC (Tied) & SBM/2024-25, Dated:-31/08/2024. 4) NIT NO:-261/POL/E-TENDER/15 th CFC (TIED) & SBM/2024-25, Dated:-31/08/2024. 5) NIT NO:-262/POL/E-TENDER/15 th CFC (TIED) & SBM/2024-25, Dated:-31/08/2024. 6) NIT NO:-263/POL/E-TENDER/15 th CFC (TIED) & SBM/2024-25, Dated:-31/08/2024. 7) NIT NO:-264/POL/E-TENDER/15 th CFC (TIED) & SBM/2024-25, Dated:- 31/08/2024. 8) NIT NO:-265/POL/E-TENDER/15 th CFC (TIED) & SBM/2024-25, Dated:-31/08/2024. 9) NIT NO:-266/POL/E-TENDER/15 th CFC (TIED) & SBM/2024-25, Dated:-31/08/2024. 10) NIT NO:- 267/POL/E-TENDER/15 th CFC (TIED) & SBM/2024-25, Dated:-31/08/2024. Bid Submission date:- 31/08/2024 to 06:00 PM and End of Bid Submission:- 07/09/2024 at 2.00 PM. Date of Opening of Technical Bid:- 09/09/2024 and The Details tender notice along with Tender Documents and others. Forms is available at http://wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Polgustia Gram Panchayat
Howrah

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide NIT No.-05/Sub/II of 2024-25 for 02 (Two) Nos work from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application-10.09.2024. Last date of receiving tender paper 12.09.2024.
Sd/- A. De
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh, Hooghly

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
নং. ঃ সিওএম /ই- অকশন/এইচডব্লুএইচ/২০২৪ **তারিখ ঃ ২৯.০৮.২০২৪**
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বিশদ তথ্য এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের **ই-অকশন লিজিং** মডিউল দেখুন। **ক্যাটালগ নং. ঃ পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-৬। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। **ক্র. নং.; লট নং. এবং স্টেশনের নাম** নিম্নরূপ ঃ (১)পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-এসিএলই-টিডব্লু-১১৭-২৪-১ (পার্কিং- দুই চাকার যান) এবং আজিমগঞ্জ সিটি। (২) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-পিএলএই-টিডব্লু-২৫১-২৪-১ (পার্কিং- দুই চাকার যান) এবং পালসিট। (৩) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-এসআইইউ-টিডব্লু-৬৭-২৩-১ (পার্কিং- দুই চাকার যান) এবং সিঙ্গুর (IV)। (৪) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-জিওজিটি-টিডব্লু- ৬৬-২৩-১ (পার্কিং- দুই চাকার যান) এবং গোঘাট। (৫) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ- ভিএসপিআর - টিডব্লু- ২১৪-২৪-১ (পার্কিং- দুই চাকার যান) এবং বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট। (৬) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ- এইচডব্লুএইচ- এমএক্স- ২৩৪-২৪-১ (পার্কিং- মিশ্র) এবং হাওড়া। HWH-256/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

HOOGHLY RIVER BRIDGE COMMISSIONERS
(A Statutory Organisation under Govt. of West Bengal)
HRBC BHAWAN
St. Georges Gate Road (Munshi Prem Chand Sarani), Kolkata-700 021
Phone No. : 033-2253-4135, Fax No. : 033-2248-0345
Email: hrbc.jpmqc2023@gmail.com
Notice Inviting e-Tender
No. HRBC/JPM(QC)(MD)/NIT/04/24-25 dated 02.09.2024
Tender is invited by JPM (QC), HRBC for the following works from Bonafide and resourceful agency having credential of similar nature of work as per Govt. rule.
“Installation of Height Bar at the both side entry points of Khidderpore Old Steel Bridge over Tolly Nulla during 2024-25.”
Last date of submission of bid (online) will be on **10/09/2024 at 10:00 AM**. Other details may be seen from the website: **http://etender.wb.nic.in & www.hrbc.org.in (Abridged only)**
Sd/-
Joint Project Manager (QC), HRBC

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Quotation No.- WBMAD/UM/202/e-Tender/2024-25, Dated: 02.09.2024,
(Purchase of Ambulance to Nari O Sishu Kalyan Kendra PO Khashkhamar Bauria & Purchase of disabled friendly Ambulance to be maintained and operated by Asha Bhawan centre under MPLADs of 26 Uluberia Parliamentary Constituency). Details are available in the www.wbtender.gov.in.
Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-X, KMC** invites e-Tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : X/099/017/2024-2025/R
Name of work : **Maintenance of passage at Baghajatin H-Block, 24/A/34 R.M.P. Road etc. in Ward-099, Br.-X.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,99,283.88.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **90 days**.

(2) NIT No. : X/099/015/2024-2025/R
Name of work : **Road side beautification at 3 no. Vidyasagar near 3 no. Lowland Kali Mandir in Ward no. - 99, Br.-X.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,49,061.46.** Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **90 days**.

(3) NIT No. : X/099/022/2024-2025/R
Name of work : **Maintenance of Asph. Rd. Surface by laying hot Asph. Mix near Prem. no. 3/218, 4/8, 3/36 Vidyasagar colony etc. in Ward no. - 099, Br.-X.** Estimated cost(including GST and CESS): ₹ **1,98,512.86.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **90 days**.

(4) NIT No. : X/099/020/2024-2025/R
Name of work : **Maintenance of Asph. Rd. by relaying of kerb, channel also by laying Asph. Mix near Premises no. 3/184 Vidyasagar Colony in Ward no. - 099, Br.-X.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,26,130.69.** Earnest Money: ₹ **6,600.00**. Period of Completion: **105 days**.

(5) NIT No. : EEC/BX/096/025/2024-2025/D
Name of work : **Restoration of Asphaltum Roads near Premises Number - 4/54, 2/42 Bijoygarh & other places in Ward no. - 096, Br.-X.** Estimated Value(including GST and CESS): ₹ **2,95,190.81.** Earnest Money: ₹ **5,905.00**. Time of Completion: **45 days**.

(6) NIT No. : EEC/BX/096/024/2024-2025/R
Name of work : **Restoration of roads near premises number - 19B, East Road, 164 Regent Estate etc. in Ward no. - 096, Br.-X.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,98,241.88.** Earnest Money: ₹ **5,970.00**. Time of Completion: **45 days**. Last date and time of submission of Bid : **12.09.2024 – 12 Noon** (for Sl. No. 1 to 6) Date and Time of opening of Bid: **14.09.2024 – 12 Noon** (for Sl. No. 1 to 6) The bid forms and other details are available on and from **03.09.2024 at 5 p.m.**(for Sl. No. 1 to 6) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4) & **https://etender.nic.in** (for Sl. No. 5 & 6)

(7) NIT No. : EEC/BX/094/014/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Maintenance of IPS, Paver Block & R.C.C Passage near Prem. No. 36/3, 41 PGM Shah, 1/95, 4/68, 2/36 R.P Colony etc. in Ward no. - 094, Br.-X.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **1,86,705.31.** Earnest Money: ₹ **3,735.00**. Time of Completion: **60 days**.

(8) NIT No. : EEC/BX/091/023/24-25/Bustee
Name of work : **Development of U/G Sewer at 18C, Kalupara Lane (Slum Area) in Ward no. - 091, Br.-X.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **3,14,193.96.** Earnest Money: ₹ **6,285.00**. Time of Completion: **60 days**. Last date and time of submission of Bid : **13.09.2024 – 12 Noon** (for Sl. No. 7 & 8) Date and Time of opening of Bid: **17.09.2024 – 12 Noon** (for Sl. No. 7 & 8) The bid forms and other details are available on and from **04.09.2024 from 5 p.m.**(for Sl. No. 7 & 8) from the website **https://etender.nic.in** (for Sl. No. 7 & 8)

(9) NIT No. : EEC/BX/081/015/2024-2025/R
Name of work : **Maint. of Paver Block Footpath near 181, BL-G, 92/N, 98NB, BL-E, 313, BL-B N.R. Avenue New Alipore, etc. in Ward no. - 81, Br.-X.** Estimated Value(including GST and CESS): ₹ **2,84,512.99.** Earnest Money: ₹ **5,700.00**. Time of Completion: **120 days**.

(10) NIT No. : EEC/BX/081/07/2024-2025/R
Name of work : **Maint. of IPS Footpath near 715, BL-P, 621, 629, 696, BL-0, New Alipore etc. in Ward no. - 81, Br.-X.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,79,509.05.** Earnest Money: ₹ **5,600.00**. Time of Completion: **90 days**. Last date and time of submission of Bid : **11.09.2024 – 12 Noon** (for Sl. No. 9 & 10) Date and Time of opening of Bid: **13.09.2024 – 12 Noon** (for Sl. No. 9 & 10) The bid forms and other details are available on and from **03.09.2024 from 5 p.m.** (for Sl. No. 9 & 10) from the website **https://etender.nic.in** (for Sl. No. 9 & 10)

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIV/128/026/24-25/R(1st Call)
Name of work : **Development of C.C.Passage near PR No. - 99A and 99B Basudav Pur Road, 122/4 Basudav Pur Road and 6/7 Basudav Pur Road in Ward No.- 128.** Work Value: ₹ **1,94,936.08**. Earnest Money: ₹ **3,900.00**. Period of Completion: **30 days**.

(2) NIT No. : KMC/XIV/128/017/24-25/BS(1st Call)
Name of work : **Repairing of the Sanitary Latrine at Different places of Bankim Pally and Vidyasagar Colony Slum area in Ward No.- 128.** Work Value: ₹ **2,95,472.93**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(3) NIT No. : KMC/XIV/128/014/24-25/BS(1st Call)
Name of work : **Repairing of C.C.Passage at different places of Bankimpally slum area in Ward No.- 128.** Work Value: ₹ **2,95,967.67**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(4) NIT No. : KMC/XIV/128/031/24-25/R(1st Call)
Name of work : **Development of drainage by laying of U/G Sewer Line at the bye lane of Basudebpur Road (Masjid Para) near Pre. No. - 509/4/1 etc. in Ward No.- 128.** Work Value: ₹ **1,55,846.78**. Earnest Money: ₹ **3,200.00**. Period of Completion: **30 days**.

(5) NIT No. : KMC/XIV/127/001/24-25/R(1st Call)
Name of work : **Development of C.C.Passage at Banerjee Para bye lane near Pre. No. 219/B, 91/14/2 and 219/C etc in Ward No. 127.** Work Value: ₹ **4,89,687.12**. Earnest Money: ₹ **9,800.00**. Period of Completion: **21 days**. Last date of Submission of Bid: **11.09.2024 (Upto 11 a.m.)**(for Sl. No.1 to 5) Tender will be opened on **13.09.2024 (11 a.m.)** (for Sl. No.1 to 5) The bid forms and other details are available on and from **03.09.2024 (from 5 p.m.)** (for Sl. No.1 to 5) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5)

(6) NIT No. : KMC/XIV/129/019/24-25/P&S(1st Call)
Name of work : **Plantation of trees and ancillary civil works at KMC Park Coxland & Mahendra Kunja in Ward No. 129.** Estimated Cost: ₹ **4,70,051.18** (Incld. GST & CESS). Earnest Money: ₹ **9,500.00**. Period of Completion: **21 days**.

(7) NIT No. : KMC/XIV/130/008/24-25/BS (1st Call)
Name of work : **Repairing of C.C & Paver Block passages in the Dhalipara, Goalapara & Near 107/3, 113 & 123 B.S.Road Slum area (Bustee) etc. in Ward No. 130.** Estimated cost: ₹ **2,99,037.49** (Incld. GST & CESS). Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **21 days**.

(8) NIT No. : KMC/XIV/130/012/24-25/BS(1st Call)
Name of work : **Construction of bustee sanitary latrines at different slum area in the Bye Lanes of B.S.Road & B.C.Road in Ward No. 130.** Estimated Cost: ₹ **4,98,617.54** (Incld. GST & CESS). Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date of Submission of Bid: **14.09.2024 (Upto 11 a.m.)**(for Sl. No.6 to 8) Tender will be opened on **17.09.2024 (11 a.m.)** (for Sl. No.6 to 8) The bid forms and other details are available on and from **06.09.2024 (from 5 p.m.)** (for Sl. No.6 to 8) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No.6 to 8)

(9) NIT No. : KMC/XIV/130/014/24-25/BS(1st Call)
Name of work : **Maintenance of Bustee Sanitary Latrines at Different Slum area in the Bye Lane of B.C.Road & D.M.Road etc. in Ward No. 130.** Estimated Cost: ₹ **2,98,148.04** (Incld. GST & CESS). Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **25 days**. Last date of Submission of Bid: **11.09.2024 (Upto 11 a.m.)** Tender will be opened on **13.09.2024 (11 a.m.)** The bid forms and other details are available on and from **03.09.2024 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/033/2024-2025/R
Name of work : **Construction of 2 Nos Sanitary Latrine with Septic Tank at D.M.Bagan Lane and other location in Ward No.-133, Br.-XV.** Estimated cost: ₹ **1,96,344.92** (Incld. GST & CESS). Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **60 days**. Last Date and Time of submission of Bid - **14.09.2024 - 11.00 a.m.** Date of opening of tender - **17.09.2024 - 11.00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **05.09.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

CORRIGENDUM
Tender Notice published in this Newspaper on 23.08.2024 (Key No. 449/24-25) of **S & D Department.**(Sl. No. 3) NIT No. will be read as **S_D/NORTH/BR-I/24-25/06** instead of KMC/S_D/NORTH/BR-I/24-25/06. Last date of submission of bid extended to **10.09.2024 at 1 p.m.** instead of 31.08.2024 at 1 p.m. ad Bid Opening date (Technical BID) Extended to **12.09.2024 at 1 p.m.** instead of 02.09.2024 at 2 p.m.
(506/24-25)

প্যারা-অলিম্পিক ব্যাডমিন্টনে সোনা জিতলেন নীতেশ কুমার

প্যারিস, ২ সেপ্টেম্বর ঃ প্যারালিম্পিকে সোনা জিতলেন ভারতের প্যারা শাটলার নীতেশ কুমার। এসএল৩ ক্যাটাগরিতে সোমবার ব্রিটিশ প্যারা শাটলার ড্যানিয়েল বেথেলকে হারিয়ে সোনা ঘরে তুললেন নীতেশ। ফাইনালে বেশ লড়াই হল দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে। ভারতের প্যারা শাটলার প্রথম গেম ২১-১৪-এ জেতেন। দ্বিতীয় গেমে দারুণ ভাবে ফিরে আসেন বেথেল। দ্বিতীয় গেম ড্যানিয়েল বেথেল জিতে নেন ২১-১৮-এ। তৃতীয় গেমেও দারুণ লড়াই হল।

শেষমেশ নীতেশ জিতে নেন ২৩-২১-এ। এদিন ব্যাডমিন্টন থেকে সোনা ঘরে তোলায় ভারতের ঝুলিতে এল দ্বিতীয় সোনা। দুরন্ত ফর্ম ধরে রেখে ফাইনালে পৌঁছেছিলেন নীতেশ। সেমিফাইনালে জাপানের দাইসুকে ফুজিহারাকে তিনি হারান ২১-১৬, ২১-১২ পয়েন্টে। বিরাট কোহলির বড় ভক্ত নীতেশ। হাল ছাড়ার বান্দা নন তিনি। প্রথম গেম জেতার পরে দ্বিতীয় গেম যখন ব্রিটিশ খেলোয়াড় জিতে ম্যাচে ফিরে আসছেন, তখনও শান্ত ছিলেন নীতেশ। জেতার পরে কোহলির মতোই উদযাপন করেন তিনি। কোহলির ফিটনেস টানে নীতেশকে। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, কোহলি যেভাবে নিজেকে একজন ফিট অ্যাথলিট করে তুলেছেন, তাতে আমি মুগ্ধ। ২০১৩ সালের আগে কোহলি সেরকম ফিট ছিলেন না, কিন্তু এখন নিজেকে ফিট একজন অ্যাথলিট হিসেবে গড়ে তুলেছেন। সেই সঙ্গে অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ একজন অ্যাথলিট। প্যারালিম্পিক থেকে সোনা জয়ের পথে বিদেশের একাধিক তারকা খেলোয়াড়দের মাটি ধরান নীতেশ। কিন্তু তিনি যে শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকেও স্ম্যাশ করে হারান। ২০০৯ সালে এক দুর্ঘটনায় পা হারান ভারতের প্যারা শাটলার। ২৯ বছরের প্যারা শাটলার জাপানি প্রতিযোগী ফুজিহারাকে হারাতে সময় নেন মাত্র ৪৮ মিনিট। এর আগে এসএল৩-র সিঙ্গলসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং এশিয়ান গেমসে দ্বিতীয় হন নীতেশ। আইআইটি মান্ডি-র এই প্রাক্তনী সোমবার সোনা জিতে নিলেন প্যারিসে।

নবাবের শহরে রুদ্ধশ্বাস ডার্বি, ইস্টবেঙ্গলকে টাইব্রেকারে হারিয়ে শেষ হাসি মোহনবাগানের

২ সেপ্টেম্বর ঃ নবাবের শহরে ডার্বি জিতল মেহন বাগান। উত্তর প্রদেশের লখনউয়ে চিফ মিনিস্টার কাপে মুখোমুখি হয়েছিল এই দুই টিম। দুই প্রধানের 'মুখোমুখি নামলেও উত্তেজনার কমতি ছিল না। দুই অর্ধে দুটি গোল হল। একটি রেড কার্ডও হল। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফলাফল ছিল ১-১। খেলা অমীমাংসিত থাকায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। আর সেখানেই ৩-২ ব্যবধানে জয় পেল মোহনবাগান। কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের কাছে পরাস্ত হয়েছিল মোহনবাগান। ডুরান্ড ডার্বি অনুষ্ঠিতই হয়নি। সেই জায়গায় ভিন রাজ্যে এসে মোহনবাগান কিন্তু কলকাতা লিগে হারের প্রতিশোধ নিল। মাঠের অবস্থা ভালো ছিল না। এরকম মাঠে ভালো ফুটবল তুলে ধরা অসম্ভব। দুদলের ফুটবলারদের খেলা দেখেই বোঝা গিয়েছিল খারাপ মাঠ তাঁদের ভালো ফুটবল তুলে ধরার পক্ষে অন্তরায় তৈরি করছে। ১৭ মিনিটের মাথায় মোহনবাগানকে এগিয়ে দিয়েছিল সুহেল ভাট। মোহনবাগানের ফ্রি কিক বুঝতেই পারল না ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্স। সবাই এক লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই সুযোগে সুহেল খুব সুন্দর গোল করেন। সেই গোল শোধ করতে

ইস্টবেঙ্গলের লেগে গেল ৭০ মিনিট। তার পর সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে গেলেও সুযোগ নিতে পারেনি সবুজ-মেরুন। 'নবাবি ডার্বি' নির্ধারিত সময়ে শেষ হয় ১-১ গোলে। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে মহম্মদ আশিক সমতা ফেরান। খেলার বয়স তখন ৭১ মিনিট। ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ালে নায়ক হয়ে উঠলেন সবুজ-মেরুনের গোলরক্ষক অভিষেক। ইস্টবেঙ্গলের আদিত্য পাত্র দুটি সেভ করলেও শেষ হাসি কিন্তু হাসল মোহনবাগানই। ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনালে টাইব্রেকারে ম্যাচ জিতেছিল মোহনবাগান। সবুজ-মেরুন বারের নীচে বিশাল কাইথ শাখাপ্রশাখা মেলে দিয়েছিলেন ডুরান্ড কাপে। ফাইনালে বিশাল কাইথ অবশ্য ম্যাজিক দেখাতে পারেননি। লখনউয়ে মোহনবাগানের গোলকিপার একটি মাত্র সেভ করলেও লাল-হলুদের তন্ময় এবং বিষ্ণু বল বাইরে মারেন। পঞ্চম শটে গোল করে মোহনবাগানকে জেতান টাইসন সিং। মোহনবাগান ম্যাচ জিতে নিল।

খেলেছেন একশোর বেশি টেস্ট, জন্মদিনে ভারতের অন্যতম সেরা পেসার ঈশান্ত শর্মা

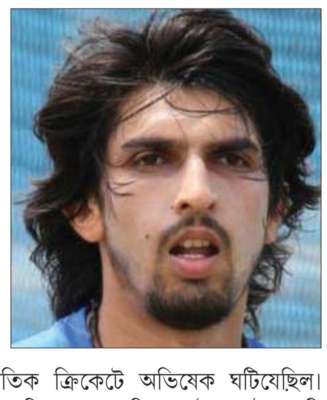

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ আজকের দিন ভারতের অন্যতম সেরা পেসার ঈশান্ত শর্মার জন্মদিন। ভারতের যে ১১ জন ক্রিকেটার একশোর বেশি টেস্ট খেলেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন মাত্র দু-জন পেসার। একজন হলেন কপিল দেব (১৩১) আর অন্যজন হলেন ইশান্ত শর্মা (১০৫)। ২০০৭ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক ইশান্তের। মুনাফ প্যাটেলের চোট তাকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ঘটিয়েছিল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ঈশান্তের প্রথম শিকার মাশরাফি মোর্তাজা। ওই একটি উইকেটই নিয়েছিলেন ঈশান্ত অভিষেক টেস্টে। ক্রিকেট কেরিয়ারে ১০৫ টেস্টে নিয়েছেন ৩১১ উইকেট। টেস্টে সেরা বোলিং পারফরম্যান্স লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৭-৭৪। ওয়ান ডে খেলেছেন ৮০ টি। উইকেট ১১৫। আন্তর্জাতিক টি ২০ তে ১৪ ম্যাচে নিয়েছেন ৮ উইকেট। ভারত শেষ বার ২০১৩ সালে আইসিসি চ্যাম্পিযন্স ট্রফি জিতেছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে। সেই চ্যাম্পিযনশিপ ট্রফিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন ইশান্ত। ২০২০ সালে ক্রিকেটে তার অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভারত সরকার তাকে অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

৩৯ বছরে প্রয়াত হলেন আইভরি কোস্টের ফুটবলার সুলেমেন বামবা

আইভরি কোস্ট, ২ সেপ্টেম্বর ঃ মাত্র ৩৯ বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলেন আইভরি কোষ্টের সুলেমেন বামবা। গত বছর জানুয়ারিতে বুট জোড়া তুলে রেখে বামবা কোচিং কেরিয়ারে যোগ দেন। সেই ধারাবাহিকতায় কার্ডিফের সহকারী কোচ হিসেবে কিছুদিন কাজ করার পর তুর্কি ক্লাব আদানাস্পোরের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হন তিনি। মানিসা ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে রবিবার তাঁর দলের ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে অসুস্থ বোধ করেন তিনি। এরপর তাঁকে ভর্তি করানো হয় হাসপাতালে। পরে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করে।উল্লেখ্য, আইভরি কোস্টের হয়ে ৪৬ ম্যাচ খেলেছেন বামবা। ইংল্যান্ডের ক্লাব কার্ডিফ সিটি, লিডস ইউনাইটেড ও লেস্টার সিটির হয়ে খেলেছেন।

নিশাদ কুমারকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ প্যারিস প্যারালিম্পিকে সফল ভারতীয় ক্রীড়াবিদ নিশাদ কুমারকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার প্যারিস প্যারালিম্পিক ২০২৪-এ পুরুষদের হাই জাম্প বিভাগে রৌপ্য পদক বিজয়ী নিশাদ কুমারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, প্যারিস প্যারালিম্পিকে পুরুষদের হাই জাম্প বিভাগে রৌপ্য পদক জয়ের অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন! তিনি আমাদের দেখিয়েছেন যে সংকল্প থাকলে সবকিছু সম্ভব।

প্যারিসে ১০০ মিটারের পর ২০০ মিটার দৌড়েও ব্রোঞ্জ প্রীতি পালের

প্যারিস, ২ সেপ্টেম্বর ঃ প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে আবারও পদক জিতলেন উত্তর প্রদেশের কন্যা প্রীতি পাল। ১০০ মিটারের পর ২০০ মিটার দৌড়েও ব্রোঞ্জ পেলেন তিনি। এর ফলে প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে দুটি পদক পেলেন তিনি। রবিবার রাতে ৩০.০১ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে তৃতীয় হয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য চলতি বছর কোবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দুই ইভেন্টেই ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন তিনি।

ফের অঘটন ইউএস ওপেনে

নিউইয়র্ক, ২ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার নিউইয়র্কের ফ্লাশিং মিডোসের আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে আবার অঘটন। গত বছরের ইউএস ওপেনের নতুন রানি হয়েছিলেন কোকো গফ। এক বছর পর আরেক সেপ্টেম্বরের একই আসর থেকে তাকে বিদায় নিতে হল শেষ ষোলো থেকে। স্বদেশি এমা নাভারোর কাছে মার্কিন টেনিস তারকা গফ হেরে গেলেন ৬-৩, ৪-৬, ৬-৩ গেমে। এই হারে ইউএস ওপেনের চতুর্থ রাউন্ড থেকেই বিদায় নিতে হল গফকে। তারকাদের ব্যর্থতার তালিকায় গফ এবার নাম লেখালেন কিংবদন্তি নোভাক জকোভিচ ও কার্লোস আলকারাজের পাশে।

ইংলিশ ফুটবল

ইউনাইটেডকে উড়িয়ে লিগ টেবিলের দুইয়ে উঠেছে লিভারপুল

ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে রবিবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছে আর্না স্লটের দল। লুইস দিয়াসের জো॥ গোলের পর ব্যবধান বাড়ান মোহামেদ সালাহ। এবারের লিগে তিন ম্যাচেই একটি করে গোল করলেন সালাহ। সেই সঙ্গে প্রিমিয়ার লিগে ইউনাইটেডের বিপক্ষে এই নিয়ে সরাসরি ১৮ গোলে অবদান (১২ গোল ও ৬টি অ্যাসিস্ট) রাখলেন সালাহ। আসরে এই নিয়ে তিন ম্যাচের সবগুলোই জিতল লিভারপুল। ৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে দুইয়ে আছে তারা। সমান পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ম্যানচেস্টার সিটি। আর জয় দিয়ে আসর শুরু করলেও ইউনাইটেড হারল টানা দুই ম্যাচ। ৩ পয়েন্ট নিয়ে দলটি আছে ১৪ নম্বরে।

এমবাপের জোড়া গোলে জয়ে ফিরলো রিয়াল মাদ্রিদ

সান্তিয়াগো, ২ সেপ্টেম্বর ঃ স্বপ্নের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিয়ে এমবাপে অভিষেক ম্যাচে উয়েফা সুপার কাপের শিরোপা লড়াইয়ে গোল করেছিলেন। কিন্তু লা লিগায় গোল না পাওয়া জন্য তাকে নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেই আলোচনার সমাপ্তি ঘটলো গতকাল রাতে। গত রাতে জোড়া গোল করে দলকে জেতালেন এমবাপে। সান্তিয়াগো বের্নাব্যুতে রবিবার রাতে রিয়াল বেতিসকে ২-০ গোলে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে গোল দুটি করেন কিলিয়ান এমবাপে। ৬৭ মিনিটে প্রথম গোল পায় মাদ্রিদ। ভালভের্দের ব্যাকহিল ফ্লিকে বল পেয়ে বাঁ পায়ের শটে গোল করেন এমবাপে। আর ৭৫ মিনিটে স্পট কিক থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এই ফরাসি তারকা ফুটবলার। ৪ ম্যাচে দুটি করে জয় ও ড্রয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উঠে এল রিয়াল মাদ্রিদ। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে পিছিয়ে যথাক্রমে ৩ ও ৪ নম্বরে আছে আতলেতিকো মাদ্রিদ ও ভিয়ারিয়াল। আর লিগে এখনও পর্যন্ত চারটি ম্যাচেই জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা।

মোহনবাগানে ফিরছেন 'ঘরের ছেলে'! প্রীতমের প্রত্যাবর্তন নিয়ে তুঙ্গে জল্পনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ জার্সির রং কি বদলাতে চলেছে প্রীতম কোটালের? তাকে ঘিরে এই মুহূর্তে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। শোনা যাচ্ছে তাঁর জার্সির রং বদলাতে চলেছে। কেরল ব্লাস্টার্সের হলুদ জার্সির পরিবর্তে সবুজ-মেরুন জার্সি পরতে চলেছেন প্রীতম কোটাল। প্রীতম মোহনবাগানে ফিরলে রক্ষণের শক্তি যে আরও বাড়বে তা বলে দেওয়াই যায়। একসময়ে মোহনবাগানের ঘরের ছেলে বলে পরিচিত ছিলেন প্রীতম কোটাল। সেই প্রীতম মোহনবাগান ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কেরল ব্লাস্টার্সে। কিন্তু নতুন মরশুমে পরিস্থিতি বদলে যেতে চলেছে। সব ঠিকঠাক থাকলে প্রীতম কোটালের ঠিকানা বদলাচ্ছে।

কেরল ছেড়ে বাগানে আসতে চলেছেন তিনি বলেই জোর জল্পনা। কিন্তু প্রীতম কার জায়গায় আসছেন দলে? শোনা যাচ্ছে, দীপক টাংরিকে ছেড়ে দিচ্ছে মোহনবাগান। সম্ভবত তাঁর নতুন গন্তব্য হতে চলেছে কেরল ব্লাস্টার্স। অর্থা সোয়াপ ডিলের মাধ্যমে প্রীতম কেরল থেকে ফিরছেন মোহনবাগানে। আর দীপক টাংরি যাচ্ছেন কেরল ব্লাস্টার্সে। দুই ফুটবলারকে নিয়ে এরকম জল্পনাই তুঙ্গে ময়দানে। ডুরান্ড কাপের শেষ আপাতত নিস্তরঙ্গ ময়দান। কিন্তু দুই তারকা ফুটবলারকে নিয়ে ময়দান ফুটছে। ফুটবলপ্রেমীরাও এই সোয়াপ ডিলের দিকেই লক্ষ্য রাখছেন। কলকাতা ময়দান এবং মোহনবাগান প্রেমীরা তাকিয়ে ঘরের ছেলের ঘরে প্রত্যাবর্তনের দিকেই।

দুহাত ছাড়াই তিরন্দাজিতে 'শীতল দেবীর প্রতিভায় মুগ্ধ বার্সেলোনার ফুটবলারও

২ সেপ্টেম্বর ঃ দুটি হাত নেই। কিন্তু পা দিয়েই লক্ষ্যপূরণ করেন ভারতের শীতল দেবী। তাঁর অদম্য মানসিকতায় মুগ্ধ ভারতের ক্রী॥প্রেমীরা। কিন্তু ভারতীয় তিরন্দাজির খ্যাতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বের বিভিন্ন মহলে। প্যারা অ্যাথলিটের প্রতিভায় এবার বিস্ময় প্রকাশ করলেন বার্সেলোনার ফুটবলার থেকে নরওয়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিও। মাত্র ১৭ বছর বয়স তাঁর। এই অলিম্পিকে ভারতের সর্বকনিষ্ঠ অ্যাথলিট শীতল দেবীর। কিন্তু তাতেও রেকর্ড গ॥ থামেনি। প্যারিস প্যারালিম্পিকের প্রথম দিনেই তিরন্দাজির র‍্যাঙ্কিং রাউন্ডে রেকর্ড গ।ছিলেন ভারতীয় অ্যাথলিট। মেয়েদের কমপাউন্ড ওপেন র‍্যাঙ্কিং রাউন্ডে শীতল দেবী স্কোর করেছিলেন ৭০৩ পয়েন্ট। যদিও শেষ পর্যন্ত ৭০৪ পয়েন্ট করে শীর্ষস্থান পান ওজনুর। র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম না হতে পারলেও নতুন

ইতিহাস লিখেছিলেন তিনি। যদিও মহিলাদের কমপাউন্ড রাউন্ডের শেষ ষোলোয় চিলির জুনিগার কাছে হারতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল শীতল দেবীর তির ছোঁড়ার ভিডিও। এই মুহূর্তে বিশ্বে দুই হাতহীন একমাত্র তিরন্দাজ তিনি। পা আর কাঁধের সাহায্যে তির ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করেন ভারতীয় তিরন্দাজ। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ বার্সেলোনার ফুটবলার জুলস কুন্ডে। সোশাল মিডিয়ায় শীতল দেবীর তির ছোঁড়ার ভিডিও শেয়ার করেছেন তিনি। ফ্রান্সের এই ফুটবলার জাতীয় দলের হয়ে এবছরের ইউরো কাপ ও ২০২২-র বিশ্বকাপেও খেলেছেন। একই সঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করে বিখ্যাত সাংবাদিক ও সম্প্রচারকারী ব্যক্তিত্ব পিয়ার্স মর্গান লিখেছেন, এই প্যারা অ্যাথলিটের প্রতিভা অবিশ্বাস্য। নরওয়ের প্রাক্তন মন্ত্রী এরিক সলহেম লিখেছেন, মাত্র ১৭ বছর বয়স। কিন্তু শীতল দেবীর কবিতা যেন কবিতার মতো। আসল হিরো। ভারতকে শুভেচ্ছা জানাই। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার হরভজন সিংও সম্মান জানিয়েছেন তাঁকে।

ঘরের মাঠে চেলসি পয়েন্ট নষ্ট করেছে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে

স্টামফোর্ড, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ঘরের মাঠে চেলসি পয়েন্ট নষ্ট করেছে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে। রবিবার স্টামফোর্ড ব্রিজে প্রিমিয়ার লিগের খেলায় ক্রিস্টাল প্যালেসের মুখোমুখি হয়েছিল চেলসি। সেই ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়। প্রথমার্ধে নিকোলাস জ্যাকসনের গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। দ্বিতীয়ার্ধে এবেরেচি এজের গোলে সমতায় ফেরে সফরকারীরা। ক্রিস্টাল প্যালেসের গোলে মোট ১৩টি শট নিয়েছিল চেলসি। তার মধ্যে ৭টি লক্ষ্যে রেখে একটি গোল পেয়েছে তারা। অন্যদিকে সফরকারীরা গোলে ৯টি শট নিয়ে ৩টি লক্ষ্যে রেখে একটি গোল পেয়েছে। এই ড্রয়ে এবারের লিগে প্রথম পয়েন্টের দেখা পেল ক্রিস্টাল প্যালেস। আগের দুটি ম্যাচেই হেরেছে তারা। ৩ ম্যাচে ১ ড্র ও ২ হারে ১ পয়েন্ট নিয়ে ১৬ নম্বরে আছে দলটি। আর এই ম্যাচ ড্র করায় চেলসি ৩ ম্যাচ থেকে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে রয়েছে।

ভারতের সর্বকালের সেরা একাদশ বেছে নিলেন গম্ভীর

২ সেপ্টেম্বর ঃ তিনি এখন টিম ইন্ডিয়ার কোচ। ভারতের জার্সিতে গৌতম গম্ভীর ছিলেন বহুযুদ্ধের সৈনিক। ২০০৭-র টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ২০১১-র ওয়ানডে বিশ্বকাপ, তাঁর লড়াই মনে রয়েছে ক্রিকেটভক্তদের। দীর্ঘ কেরিয়ারে খেলেছেন বহু বিখ্যাত তারকার সঙ্গে। এবার নিজের পছন্দের একাদশ বেছে নিলেন গম্ভীর। কারা থাকলেন, কেই-বা বাদ পড়লেন সেই তালিকায়? সম্প্রতি একটি ক্রীড়াবিষয়ক ওয়েবসাইটে ভারতীয় ক্রিকেটের সেরা একাদশ জানিয়েছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই ভক্তদের মধ্যে প্রশ্ন, বিরাট-ধোনিরা আছেন কিনা সেই তালিকায়? কারণ, এই দুই ক্রিকেটারের সঙ্গে গম্ভীরের সম্পর্ক বহুচর্চিত। যদিও আইপিএলের মঞ্চে ধোনির সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। বিরাট তো তাঁর অধীনেই খেলছেন এখন। এবং ভারতীয় কোচের সেরা একাদশে আছেন দুই ক্রিকেটারই। কিন্তু বাদ পড়ছেন বর্তমান অধিনায়ক।

ওপেনিং জুটিতে গম্ভীর নিজের সঙ্গে বেছে নিয়েছেন বীরেন্দ্র শেহওয়াগকে। তিন নম্বরে নামবেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবি।। তার পর ব্যাটিংয়ে আসবেন কিংবদন্তি শচীন তেণ্ডুলকর। পাঁচ ও ছয়ে ব্যাট করবেন বিরাট কোহলি ও যুবরাজ সিং। দলে উইকেটকিপারের দায়িত্ব নেবেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। স্পিন বিভাগ সামলাবেন অনিল কুম্বলে ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন। পেসার ইরফান পাঠান ও জাহির খান। তবে কোনও অধিনায়ক বেছে নেননি তিনি। গম্ভীরের পছন্দের একাদশ থেকে বাদ প।ছেন রোহিত শর্মার মতো প্লেয়ার। এর আগে রোহিতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন ভারতের কোচ। দুজনের সম্পর্কও যথেষ্ট ভালো। তেমনই বোলিং বিভাগে কি জশপ্রীত বুমরাহ ঢুকতে পারতেন না? সেই প্রশ্নও তুলেছেন সমর্থকরা। তবে এগারো জনের মধ্যে ভারতের সব বিখ্যাত ক্রিকেটারের যে জায়গা সম্ভব নয়, সেটাও মেনে নিচ্ছেন অনেকে। আপাতত তাঁর সামনে লম্বা লড়াই। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গৌতম গম্ভীরের সফরটা ভালো না কাটলেও সামনে একাধিক সিরিজ। সেখানে তিনি ভারতের জন্য কোন একাদশ বেছে নেন, সেদিকেও নজর থাকবে। গম্ভীরের ভারতীয় সেরা একাদশঃ বীরেন্দ্র শেহওয়াগ, গৌতম গম্ভীর, রাহুল দ্রাবি।, শচীন তেণ্ডুলকর, বিরাট কোহলি, যুবরাজ সিং, মহেন্দ্র সিং ধোনি, অনিল কুম্বলে, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ইরফান পাঠান, জাহির খান।

জাতীয় দলের অভিষেক ম্যাচ মানোলোর

আজ ভারত বনাম মরিশাস, টিমের আস্থা অর্জন করতে চান মানোলো

২ সেপ্টেম্বর ঃ গতবার লেবাননকে হারিয়ে ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ জিতেছিল ভারত। তখন একরকম প্রত্যাশা ছিল। ভারতীয় দলে ছিলেন সুনীল ছেত্রীর মতো ফুটবলার। কোচের দায়িত্বে ছিলেন ইগর স্টিমাচ। এবার ইগরের জায়গায় ভারতীয় দলের হটসিটে বসেছেন মানোলো মার্কুয়েজ। সুনীল ছেত্রীও অবসর নিয়ে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে। বুধবার থেকে শুরু হতে যাওয়া এবারের ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপের প্রথম ম্যাচেই মাঠে নামছে ভারত ও মরিশাস। এই ম্যাচ দিয়েই জাতীয় কোচের পদে অভিষেক হতে চলেছে মার্কুয়েজের। অভিষেক ম্যাচে নামার আগে ভারতের কোচ বলছিলেন, আমরা এই প্রতিযোগিতায় যে দুটো দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামছি, তাদের র‍্যাঙ্কিং নিয়ে ভাবছি না। আমাদের নিজেদের উন্নতির জন্য প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলতে হবে। একই লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে প্রত্যেককে। আমি জানি ফুটবলারদের প্রবণতা খুবই ভালো। যদিও জাতীয় শিবির খুব বেশি দিনের করতে পারেননি মানোলো মার্কুয়েজ। শনিবার শিবিরে যোগ

দিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা। মোহনবাগানের ফুটবলাররা ডুরান্ড কাপ খেলে রবিবার যোগ দিলেন। ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপের প্রস্তুতি নিয়ে দলের নির্ভরযোগ্য ফুটবলার লাললিয়ানজুয়ালা ছাংতে বলছিলেন, খুব বেশিদিন আমরা প্রস্তুতির সময় পাইনি। তবুও একসঙ্গে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিয়ে ভালো ফল করব। এই ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপের পর ভিয়েতনামে ত্রিদেশীয় সিরিজ রয়েছে আগামী মাসে। তারপর নভেম্বরে রয়েছে ফিফা উইন্ডো। গত জুনে বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয় পর্বে তৃতীয় রাউন্ড থেকে ছিটকে গিয়ে যথেষ্টই সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল ভারতীয় দলকে। তারপর জাতীয় কোচের পদ থেকে সরতে হয়েছে স্টিমাচকে। প্রাক্তন কোচ স্টিমাচ যেখান থেকে ছেড়ে গিয়েছিলেন, ঠিক সেখান থেকেই শুরু করছেন মানোলে মার্কুয়েজ। তাঁরও লক্ষ্য বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয় পর্বে ভারতকে ভালো ফল করা। বিশেষ করে স্টিমাচ যে সাফল্য দিতে পারেননি

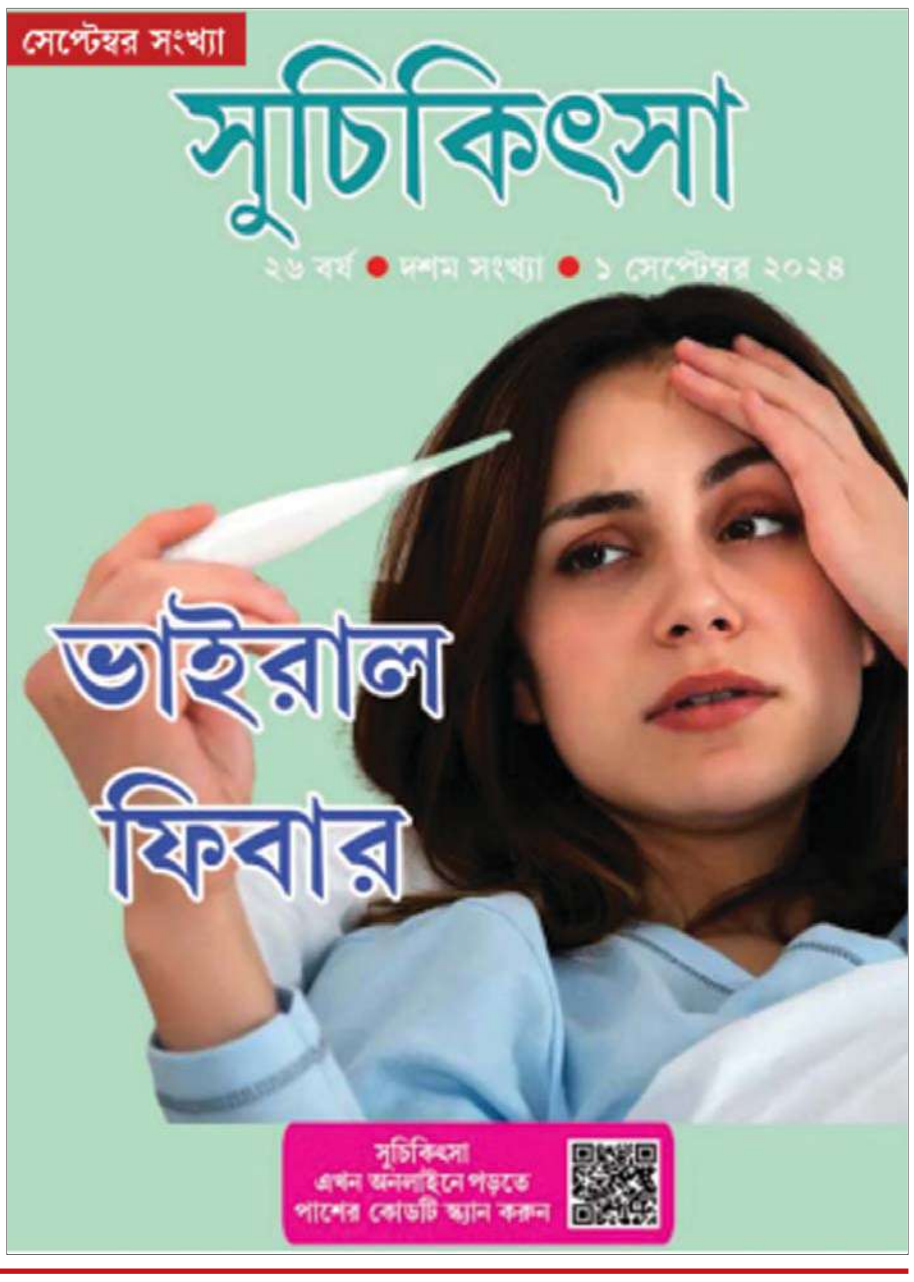

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com